GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

UNDER
BANKURA UNIVERSITY

Course Title - Project Work (Educational Tour)
Course Code- AH/EDN/405/SEC-2B

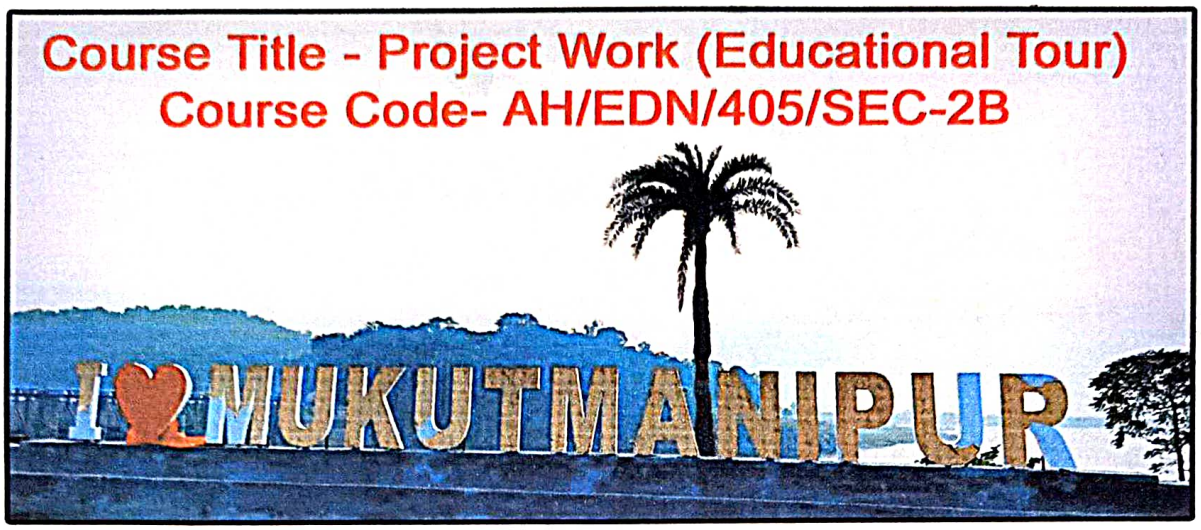

The Educational Tour was conducted and this report was preparred and submitted for the partial fulfillment of the syllabus of 4th semester

By :- Ajoy Mura

UID - 21231102031 Reg No - 06867
Session- 2022-2023

ভূমিকা :- প্রেমের আলো আলোকে ভিন্ন, অন্ধকারে জ্বলে, আর সেই প্রেমের যদি হয় বন্ধুদের সাথে এবং স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে কাজ 3 সপ্তাহ - তাহলে তো কথাই নেই। কিছু দিন আগে একটা প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। অবিভিন্নভাবে মানুষ জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় হল স্কুল জীবন। কারো জীবনে এর সুধিমাত্র বেশি নাকি কিংবা কিছুর নাকি এর কোনো আবশ্যক নিয়ম নেই, অবিভিন্নভাবে নিয়ে হয়তো যথেষ্ট বিস্তৃত। তবে নিয়মের প্রেক্ষিত হয়তো সামান্য হয়ে থাকে। অবিভিন্নভাবে নিয়ে কিছু বন্ধুমুখি চরিত্রের মানুষ জীবনের প্রতিটি দিনের সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া উচিত। এই সামগ্রিক জীবন দর্শন কে মাধ্যমিক পাঠ্যজীবনে নিয়ে মূলক সম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কলেজ থেকেও কিছু বন্ধুর সেমিস্টার নিয়ে মূলক ভ্রমণের সময় আলোচিত হয়েছিল, যারা পরে সেমিস্টার পরিকল্পনা ~~প্রেমের~~ ভূমিকা = আমাদের কলেজের থেকে 4th Sem এর Education Honours এর মোট 118 জন ও Program এর 9 জন মোট 27 জন মুকুটমণি পুর প্রেমের যাওয়ার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিল। আমাদের সেমিস্টার 3 জন শিক্ষক থাকার যাওয়ার জন্য নিয়ে করা হয়েছিল, বিগত 20 তারিখ সকাল 8:30 নাগাদ আমরা বাড়ি থেকে বাসে চেপে 8:10 নাগাদ আমরা খাতড়া বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। সেখানে সবাই আমার বন্ধু শিক্ষক বা শিক্ষিকা থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দুটি গাড়ি ভাড়া করল। সেই দুটি গাড়ির ভাড়ার কথা বলে 2000 টাকার কথা বলা হল।

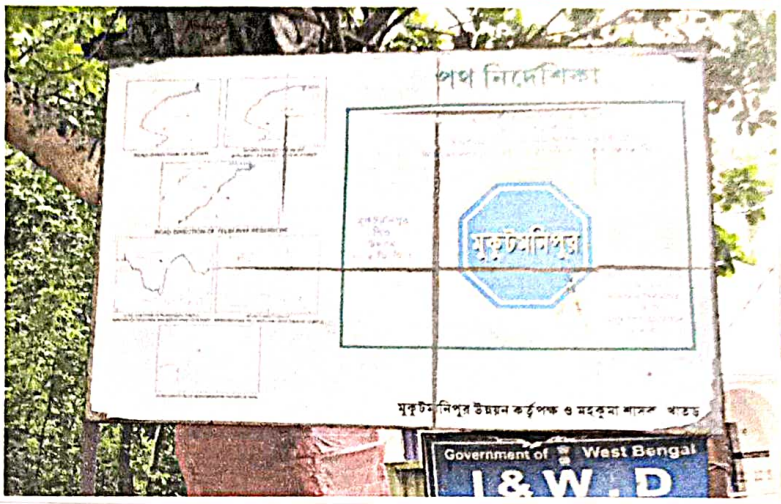

আমাদের সাবজি থেকে ডেকে
কত জন যেতে চাই তার একটা
হিসাব করা হলো। যাবার
জন্য আমাদেরই জানানো
নির্দেশ করা। সাথে ছাত্রদের
পরিচয়পত্র নিয়ে যাওয়া
আবশ্যক কে বুঝিয়ে দেন।
আমাদের পরিকল্পনা
করা হলো আমরা যাবো
তার পর মুকুটমণি পুর সেই
সময় থেকে বৈচিত্র পার্ক
ভেলন অতিক্রম করে
ডিয়ার পার্ক যাবো সেখান
থেকে ফিরে
দারুলাথ হয়ে ভেলর পুরো জায়গা ঘুরে দেখে
আবার ফিরে ফেরার পথে আমরা লাঞ্চ সেরে তার পর
বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করা হলো। তার আগে
সবাই আমরা একটি
হোটেলে নিয়ে আমার
টিফিন করে
নিলাম।

① শিক্ষামূলক ভ্রমণ কী?
→ আমরা যে বিষয়টি পড়ি সেই বিষয়ের উপর বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে
আনন্দ, তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণ।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের
নিয়ে যে নির্দিষ্ট স্থানে
ভ্রমণ করে থাকে। সেটাকেই
শিক্ষা মূলক ভ্রমণ বলে।
এই ভ্রমণ, শিক্ষার্থীদের মনে বেশি শিক্ষা মূলক উদ্দেশ্য
আনন্দ আহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন
স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। সেটাকেই

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে। যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারে যে ভ্রমণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভৌগলিক বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে জানাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে।

④ শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য :- শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমণ কর্তমান শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীরা ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক স্থান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, শিল্পকলা, আদিবাসীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে থাকে। ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তার অবাক করা বিষয়গুলো দেখে তারা পৃথিবীর বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে পারে। ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ প্রেম, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে।

⑤ ভ্রমণ সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ :-

① কংসাবতী বাঁধ :- আমরা যেতে করে কংসাবতী বাঁধ দেখতে গিয়েছিলাম। কংসাবতী বাঁধটি ছাতনা-বাঁকুড়া জেলা সীমান্তে বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে সারোদিনকার তার প্রবাহ ঘটি নৌকাগুলি প্রভৃতির সাথে দেখা করা যায়। এই বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার এবং কিছু বেশি। এই বাঁধটি তৈরি করতে বাংলার

মুখ্য) মন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র
রায়-এর আমলে
নির্মিত হয়েছিল। সূর্য
যখন অস্ত যাওয়ার আগে
ঠিক সেই সময়, তখন
সূর্যাস্তের ঐ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য
সোনালী ~~আভায়~~ রঙে দেখে
চোখ জুড়িয়ে গেল মুগ্ধ হয়ে
যায় তার সৌন্দর্য।

৫ঃ মাবতি সেতুঃ = তারপর
আমরা চলে গেলাম
মুকুটমণিপুর-এর সেই যেখানে
আছে মুকুটমণিপুর-এর জল
ধরে রাখা। নির্দিষ্ট সময়মতো
সেখানে জল ছাড়া(হয়)
অনেক সুন্দর সেই দৃশ্য
কিন্তু ফ্লাডগেট খোলা
ছিল না তাই আমরা চলে
গেলাম সেতুর নিচে যেখানে
ছিল ড্যাম-এর জল ছাড়া হয়
সেটা শুকনো ছিল যেখানে
সেখানে বেশি জল ছিল না
সেখানে দেখলাম জলের
প্রবাহে পাথর ক্ষয়ে বিভিন্ন
ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে।

সেখানের মধ্যে মাটিকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে এমন তিনটি প্রাচীন
সেখানে গুঁড়ি বড় আছে ~~বালো~~ বড়ো বড়ো শিলা
হয় যা দেখার। সেখানে সবাই বসল সেখানে
ছবি তুললাম সেখানকার সুন্দর সৌন্দর্য তারপর পর
আমাদের সেখান থেকে উঠে আসতে হলো কারণ
আমাদের আরো অনেক যাওয়া ঘুরতে বাকি আছে।

(*) পরেশনাথ শিব মন্দির :- পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মাণের সময় পৃথিবী খনন করে প্রতিমাটি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। সেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে। যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রি' উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখন থেকে মনোঅস্থায় কর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। সেখানে আমরা মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলাম।

(*) অম্বিকা মন্দির :- অম্বিকানগর গ্রামে অবস্থিত অম্বিকানগর মন্দিরটি ৭০০ বছর ধরে দেবি দুর্গাকে মা অম্বিকা হিসাবে পূজা করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকজনের মতে মা অম্বিকা মাজাগ্রত। অম্বিকানগরের মন্দিরে প্রাচীন রীতিনীতিগুলির আর গ্রাম্য সুবাসের সাথে এই বছর আপনারা 'দুর্গা পূজা অনন্য করে তুলুন। ভীড় এবং গোলমাল থেকে অনেক দূরে স্থানীয় মানুষ সমৃদ্ধ সংবেদনশীলতা এবং প্রকৃতির আপ্যায়নে অবশ্যই সুখের মধ্যে নিমজ্জিত করবে।

(*) নৌকায় করে ডিয়ার পার্ক :- সবার প্রথমে আমরা যেখানে বোট এর অফিস সেখানে গিয়ে সবার জন্য নৌকা ভাড়া করা হলো। আমাদের সংখ্যা অনুযায়ি দুটি নৌকা করা হল এবং সবার জন্য লাইভ জেকেট নিয়ে নিলাম। তার পর আমরা দুটি বোটে বিভক্ত হয়েছিলাম। তার পর শুরু হলো নৌকায় যাত্রা। নৌকাতে আসেও আমি চেপেছিলাম কিন্তু শিক্ষা মূলকভ্রমণে সেরদের সাথে এবং বন্ধুদের সাথে এই প্রথমবার এসে খুব ভালো লাগছিল। ডেমের মধ্যে নৌকাকরে ঘুরাটা আমার জিবনের একটি সুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিঘ্রী ক্ষত নৌকাতে পাড়ি দেওয়ার পর পৌঁছে গেলাম ওপারে। সেখানে পৌঁছে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখনি রাস্তার সাইডে একটি তরমুজ পেয়েগেলাম। সবাই অবাক হয়েছিল কারণ এই টাইমে তরমুজ পাওয়া মুসকিল। সেখান থেকে এসে জানতে পারলাম যে ডিয়ার পার্ক সেখান থেকে কিছুটা দূরে। তাই সেখানে দুটি ভেঙে করে চলেগেলাম ডিয়ার পার্কে। সেখানে গিয়ে দেখি চারিদিক জঙ্গল তার মাঝে তারে ঘেরা করেন অফিস সেখানে নেচের ভিতর দুটি মাত্র হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সামনেই তাই অনেকেই হাত দিয়ে ধরে দেখছে। কেউবা তাকে ঘাস দিচ্ছে। অনেকেই প্রথমবার হরিণ দেখে খুব খুশি।

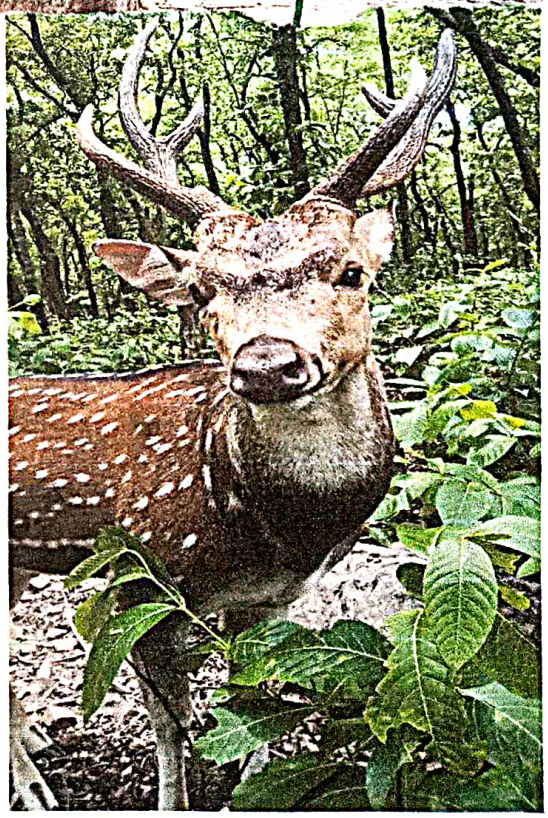

* শুভাশিস্তা নিবেদনে :-

শুভাশিস্তা নিবেদনে থাকে
সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক
সামগ্রী যেমন জলপাত্র, তালপাতার
পাখা, কাঠের তৈরি তালপাতা
সৌন্দর্য লেখনীকে তথা কলমকে
পরিষ্কার রাখে শুভাশিস্তা
দিয়ে তুলতে পারি করা যায়।
এছাড়াও তথা কলমকে এখন থেকে প্রকৃতির কোলে ফুল
প্রাকৃতিক রঙ্গ দেওয়া যাবে।

২য় কিস্তি :-

* হোয়েটার :- নিয়মিত
অভিজ্ঞতা থাকলে নিয়ে
আসলে বাড়ি সাজানো।
হোয়েটার অর্থ 'লোহামাটি'
এবং এটি প্রতি বছর
এক সপ্তাহ প্রায় নিয়মিত সাবধানে পাশাপাশি নিমাণ-এ যে
ব্যবহৃত হয়। হোয়েটার হোয়াইট-সুলি তাপমাত্রা রোধের
ব্যক্তিকে নিয়ে অন্তত তিন সপ্তাহ ব্যবহার হোয়ে এবং
তা নিয়মিত প্রতিক্রিয়ার অধীনে করতে। লোহা মাটির
করে নিয়মিত সুলি হয়ে প্রতি প্রকার এবং আলমারি
করে এবং নিয়মিত হোয়াইট করতে হবে। এবং
বা-সংরক্ষণ নিতে। এর সুন্দর নিয়মিত সুলি মূলত
যাঁড়ের ভেতরে বিক্ষ বিষ্ণুপুর এবং নাঁকুড়ায় কেন্দ্রীভূত।
এখানে দেখা যাবে প্রায় হোয়ার সাতটি দুয়ারে অনেক
আগের যেমন একটি ফাঁকা লম্বা আড়, হাড়ি, মুখ,
কলস, ঘোড়া হয়ে হাতি ঘোড়া ইত্যাদি করতে হবে। নতুন করে এবং
কিছু অলঙ্করণ করতে হবে। নতুন করে এবং
অনুশীলনী- কারীগরের সাথে কাজ করা এবং
লাভের দিক।

Kumar Sahoo
৩১.০৭.২৩

Government General Degree College Ramibandh

Course titel - project work

Course Code - AP/EDN/404/SEC-2

Name- Alokkata Hembram

UID NO- 212312020 10

Registration -18938

Subject - Education SEC

মিথ্যাশ্রয়ক প্রমাণের অভিজ্ঞতা রচনা

32

১. ভূমিকা :-

যখন থেকে আমি সম্ভ হাঁটতে শিখেছি পৃথিবীর সঙ্গে মিশে হয়ে অনেক জানার অনেক বুঝেছি আমি।

আমি জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎকে যত্নশীল ভাবে তৈরির সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপি চলমান, মানুষ হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে এই সময়েই হয়ে থাকে। মিথ্যা জীবনের অর্থ মুক্তিমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

আমাদের জীবনের মিথ্যা হওয়া উচিত ব্যাপক অর্থ বিস্তৃত তবেই মিথ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। আমাদের মিথ্যার এই মুখ্যমুখী ভবিষ্যৎ মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকে সবল আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের জীবনে মিথ্যাশ্রয়ক প্রমাণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর তেমনই একটি মিথ্যা শ্রয়ক প্রমণ আয়োজিত হয়েছিল। সেই মিথ্যাশ্রয়ক প্রমণটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে প্রমণ থেকে আমাদের মিথ্যাশ্রয়ক উপলব্ধির উপর আলোকপাত করাই উদ্দেশ্যই উপস্থাপনা।

২.১. মিথ্যাশ্রয়ক প্রমণ :

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে, বিভিন্ন শিক্ষামূলী শ্রেণি থেকে মুক্ত করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির মিথ্যাকি ও মিথ্যার্থীরা দলবেঁধে মিথ্যাশ্রয়ক উদ্দেশ্য নিয়ে, মুনিদিষ্ট স্থান আহরণের আশাদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে প্রমণ করে থাকে। এটাকেই মিথ্যাশ্রয়ক প্রমণ বলা হয়ে থাকে।

আবার সংজ্ঞেপে অভাবেও বলা যায় মিথ্যার উদ্দেশ্য হয় প্রমণ যেটাকেই মিথ্যাশ্রয়ক প্রমণ বলা হয়ে থাকে।

১.২. শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন:
ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের এক ঘেরেমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং এক ঘেরেমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিক্ষার রয়েছে। আমারা স্কুল কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ন নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূগর্ভ সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলো রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলাবিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়-পর্বত সমুদ্র দেখে এবং অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে তাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জেনে আমার যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই।

১.৩. শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য:
শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীর পৃথিবী প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিক্ষায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

১.৪. মিথ্যামূলক প্রমাণের তাৎপর্য:
আমাদের এই বইতে মিথ্যামূলক প্রমণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত যাদের জীবনে মিথ্যামূলক প্রমাণের বাস্তবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন

• একটি মিথ্যামূলক প্রমণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সামনে বিদ্যমান কোন বাস্তব বাইরের পৃথিবীর পরিস্থিতি যাচাই। এই পরিস্থিতি কিংবা আকৃতির মিথ্যাটি আমাদের বিশ্লেষকৃতির ভার সংযোগ করে উক্ত তা চরিত্র বাচনে সহায়তা করে।

• একজন যাদের মনে, ভবিষ্যতের কোনো অবস্থা অথবা অতিজাগতিক সিদ্ধান্তের নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মিথ্যামূলক প্রমাণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

• মিথ্যা একটি সমাধান মিথ্যা সম্পর্কে কিংবা বা জেনে তা মিথ্যাপ্রমাণের পূর্বেতে তাদের বিদ্যাগারকে জানতে পারে না। মিথ্যামূলক সম্ভব কিনে একজন যাদ সংশ্লিষ্ট অস্তুদের দুষ্প্রকৃতি, ভাগবন্টন, চুক্তিবেশ.
তথা দুর্বীন মানুষের জৈবিক ছাবনে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। তাই মিথ্যামূলক প্রমণ থেকে মর্ম উপলব্ধি এক জন যাদের সমগ্র জীবন বিশেষ প্রভাব ফেলে যেতে সমর্থ হয়।

2. আমাদের মিথ্যামূলক প্রমণ:
আমাদের মিথ্যাবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ ছেলেমেয়েদের Skill Enhancement Course (SEC)-এ ছাত্র প্রত্যেক তাঁক অন্তর্ভুক্ত বিষয় মিথ্যামূলক প্রমণ। একটি মিথ্যামূলক প্রমাণের দ্বারা একজন ~~মিথ্যামূলক প্রমণ~~ মিথ্যাচার সবিকে বিজ্ঞান তখনই সম্ভব যখন তোমার হাতে দুই বহুমুখী তথ্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বইয়ের তাত্ত্ব ক্ষুদ্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বইয়ে আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী- মিথ্যাক মতলব ও কল্পনাদের তরুণ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রসঙ্গে একটি প্রমণ খাদ্য মুকুটমনিপুর আমাদের মিথ্যা মূলক প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২.১. মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত পর্যটন তথ্যাবলী:
1. কাঁসাবতী বাঁধ:

২.১ মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী:

1. কংসাবতী বাঁধ:

কংসাবতী বাঁধ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। বাঁধটি দৈর্ঘ্যে ।। কিলোমিটার এবং তত্কালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে সোনার রশ্মি ফেলে তাকে রাঙিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে, আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরীক সৌন্দর্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

(কংসাবতী বাঁধ)

2. হরিন পার্ক:

বনপুকুরিয়া হরিন পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিন নিশ্চিতভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ছাওনি দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হলকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে।

(হরিন পার্ক)

(পরেশনাথ-পাহাড়)

(শক্তে করে ডিয়ার-পার্ক যাওয়ার উদ্যোগ)

(মুশাফিরাবা)

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

VILL+ PO: RAUTARA, Dist. – BANKURA, PIN -722135 (W.B.)

4th Semester

Name - Amrita Mandal

Registration No.- 06863 of 2021-22

Uid - 21231102027

Subject - PROJECT WORK (40215)(AH/EDN/ 405/SEC-2B)

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
1.	ভূমিকা	1-2
2.	শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য	3
3.	শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য	4
4.	ভ্রমন স্থান নির্বাচন	5-6
5.	ভ্রমন সংক্রান্ত বিবরন	7
6.	যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী	8-11
7.	এই ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা	12
8.	পর্যালোচনা ও উপসংহার	13
9.	তথ্য সূত্র	14

একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের অভিজ্ঞতা রচনা

A. ভূমিকা :—

1. শিক্ষামূলক ভ্রমন :—

শিক্ষামূলক ভ্রমন হলো এমন একটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষামূলক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে প্রকৃতির সাথে অনুষ্ঠানিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে। এই ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের সাথে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়। এই ভ্রমনে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এই ভ্রমনের মাধ্যমে তারা সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসাতে বৃদ্ধি পায়।

দৈনজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। দৈনজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রয়োজনীয় জীবন দর্শনের মাধ্যমে এমনজন দৈনের চরিত্র-

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও তই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিলো। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

২. শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য :

- শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি এবং বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

- ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর বিচিত্র দেখে। তারা টের পায় যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি আছে।

- ভ্রমনে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, পরিবেশ, জীববিজ্ঞান, প্রকৃতির নিয়ম ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে যা ক্লাসরুমের বাইরে অনুভব করা সম্ভব না।

- শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক সার্বিক সৌন্দর্যের জন্য দেশের মূলক ভ্রমন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বন, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বিভিন্ন জীবজন্তু পাখি, মাছি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এই ভ্রমন ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সর্ম্পকে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

একজন ছাত্রের শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্ম-প্রতিভামূলক দিক নির্দেশ নির্নয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমস্ত জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2. ভ্রমন স্থান :—

1. **ভ্রমন স্থান নির্বাচন :—** আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের skill Enhancement course (SEC)-এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তরভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছরের আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মন্ডলী ও কৃতৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমন স্থানে মুকুটমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

2. **মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক লেখা বা রচনা**

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত মুকুটমনিপুর একটি সুন্দর ভ্রমন স্থান। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং উদ্দীপনা ও শান্তির মাঝে ভ্রমনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। এখানে, ড্রিয়ারপার্ক, কংসাবতী এবং কুমারী নদী, মুসাফিরানা, পরেশনাথ-মন্দির, টিলভেন পার্ক, ভ্রমন করা যায়।

মুকুটমনিপুর একটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এখানে প্রাকৃতিক পর্যটন এবং স্থানীয়

সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে একটি আধুনিক ভ্রমন অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। ভ্রমনকারীরা যেসব ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি স্থল, প্রাকৃতিক বর্ণনা, পাহাড় প্রভৃতি জানী-গুনী দেখতে আসেন, সেগুলি তাদের মানসিক বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি উদ্বুদ্ধতা তৈরি সাধন করে। মুকুটমনিপুরে পর্যটন স্থানের বিকাশ এবং নিয়ামূলক বৃদ্ধির জন্য আলোচনা হচ্ছে। মুকুটমনিপুরে ~~পর্যটন~~ সরকার ঐ অঞ্চলে পর্যটক আকর্ষন তৈরি করার প্রয়াস করছে, যাতে আরও পর্যটক ঐ অদ্ভুত স্থানে ভ্রমন করতে আগ্রহী হতে পারেন। আধুনিক সুবিধা এবং ভ্রমন সাইট করলে ঐ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভ্রমনকারীদের জ্ঞান প্রকাশ করে।

মুকুটমনিপুরে ভ্রমনের দিকে এই লেখা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রচুর মহান সম্পদ বিশ্বজিত অর্জন করতে সহায়ক হতে পারে।

৬. ভ্রমন সংক্রান্ত বিবরন :—

1. যাত্রাসময় এবং পরিকল্পনা :— আমাদের কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এর 48 জন এবং প্রোগ্রামের 9 জন সহ মোট 27 জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেদিল। আমাদের সঙ্গে আরো 3 জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রিকার ভাড়া করা হয়েদিলো। বিগত জুলাই মাসের তারিখ সকাল 8 টা নাগাদ আমরা সকলে ঘাটরা আমন মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্য রওনা দিই।

২.

2. যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী :-

A. ড্রেম ও ব্রিজ :- কংসাবতী বাঁধ, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। বাঁধটি দৈর্ঘ্য 11 কিলোমিটার এবং তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ- বিধান চন্দ্র রায় এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিলো। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে সোনার রশ্মি ফলে তাকে রাতিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে, আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

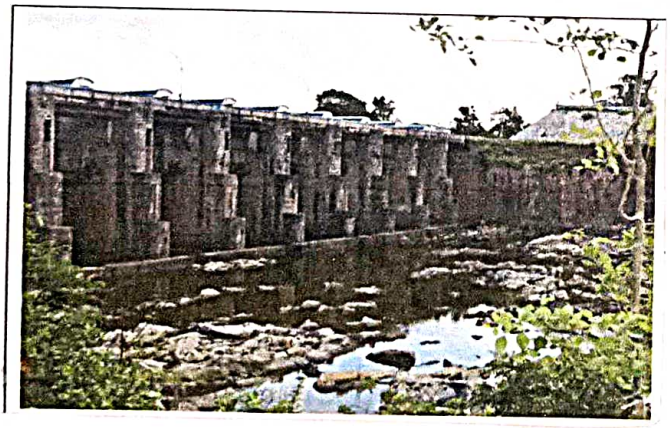

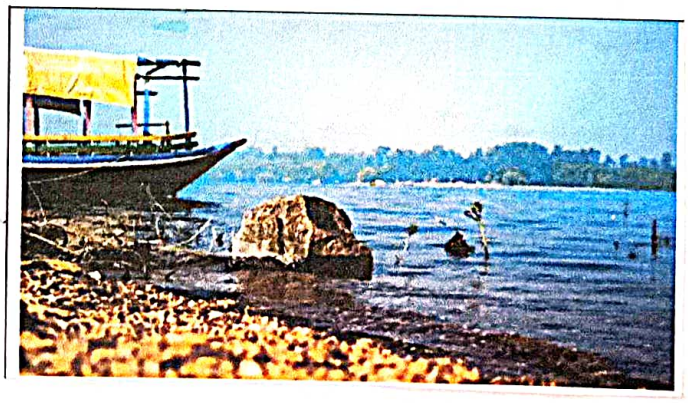

ড্যাম ও ব্রিজ

B. মুসাফিরানা ভিউসয়েন্ট :- আপনি কি কখনো চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, মুসাফিরানা ভিউ সয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। মাজরুম আকৃতির ছাতের নীচে বসে স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে উচ্চমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের অভিবাদন পাবেন সাথে নীলজলে আকাশের ঔশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন।

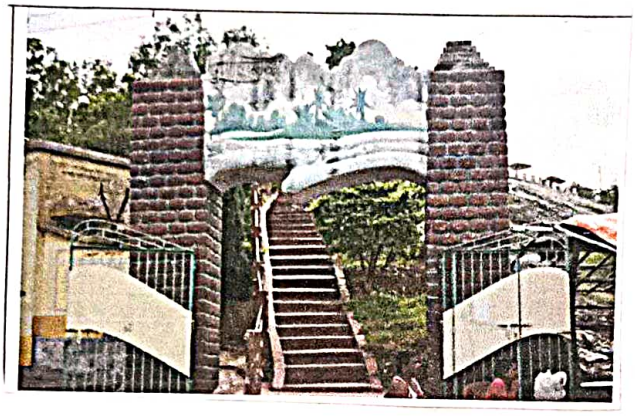

মুসাফিরানা ভিউসয়েন্ট

C. সরেশনাথ শিবমন্দির :- সরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মানের সময় পৃথিবীর খনন করে প্রতিমা-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জিন্য সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি যেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেক গুলিই জিন্য দেবতাদের

বহু মানুষ তখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রি' উৎসব উদযাপন করতে। আপনি তখানে থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জ্বলন্ত বালটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে তখন পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়।

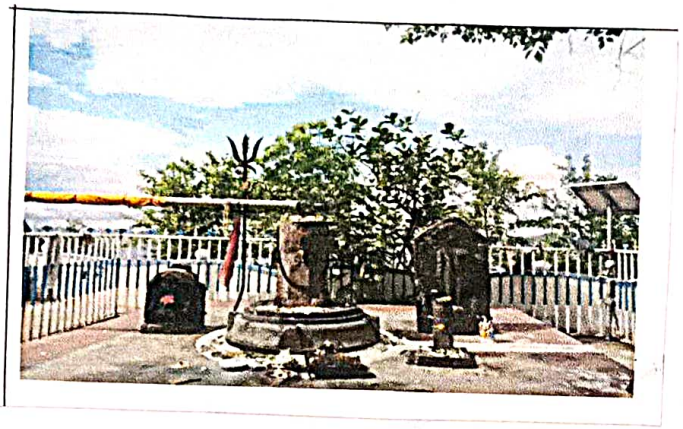

সরেশনাথ শিব মন্দির

বনপুকুরিয়া হরিন পার্ক :- বনপুকুরিয়া হরিন পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যেও উপযুক্ত জায়গা। আপনি তখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন তখন হরিন নিশ্চিতভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে, তমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাদগুলি রাস্তার উপরে রয়েছে যেখানে গাদগুলি রাস্তার উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুদ সবুজ সূর্য- রশ্মি শাখাগুলির ছাউনি দিয়ে আসে তখন

দায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে। বনশুকুরিয়া গ্রামে একটি সিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং ছবোশুটি উপভোগ করুন। বনশুকুরিয়া গ্রাম ঘুরে দেখুন এবং সিজাতিদের কুঁড়ে ঘরে তাদের তৈরী চিত্রগুলি দেখুন।

বনশুকুরিয়া হরিন পার্ক

স্থানীয় শিল্প কলা :- বাঁকুড়ার মাদুর তার গ্রামগুলির শাড়ীতে নিহিত। গ্রামবাসীদের বেশিরভাগ কৃষক এবং অন্যান্য লোকেরা কারিগিরি, ঝুমার ইত্যাদি কাজ করেন। বাঁকুড়ার একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে "বাঁকুড়ার ঘোড়া" একটি মোড়ামাটির কারু-কাজ করা ঘোড়া এবং দরজার গ্রামের জন্য

৪. এই ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ :-

মুকুটমনিপুর ড্রেমের এক বিশেষ সুবিধা হল এই

1. **সুবিধা** :- ড্রেমের জলকে পার্শ্ববর্তী বহুমানুষ পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। ② নৌকার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপার্জন করতে পারে। ③ সারাবছর কৃষি কাজের জন্য ড্রেমের জল ব্যবহার করে থাকে। ④ বর্তমান যুগের যানবাহনের সাহায্যে অনেক মানুষ অর্থ উপার্জন করতে পারে।

2. **অসুবিধা** :- ① বর্ষার সময় ড্রেমের জল ভর্তি হয়ে গেলে জলউচ্ছ্বাসের কারনে পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবন হানী ঘটতে পারে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে পারে, গাছপালা ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে বহু পশু-পাখি অশ্রয় হারায়।
② শেতুর উপরে জল উঠে গেলে বা শেতু ভেঙ্গে গেলে গ্রামীন মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে পাতে পারে।

৫. পর্যালোচনা ও উপসংহার :-

1. **পর্যালোচনা** :- বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত একটি সুন্দর এবং ভ্রমনযোগ্য এলাকা হল মুকুটমনিপুর। এই জেলার একটি মহৎ সৌন্দর্য পূর্ন পর্যটন স্পট। মুকুটমনিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৃহত্তম মাটির বাঁধ এবং নিচু নদীর দৃশ্য দর্শনীয়। যাত্রীরা বৃহত্তর প্রাকৃতিক রসেয়া উপভোগ করতে পারে এবং সুন্দর ফুলের বাগানে ঘুরতে পারে। মুকুটমনিপুর ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রাকৃতিক বাস্তবতা বৃদ্ধি করা যায়। প্রাকৃতিক ভ্রমন স্পষ্টভাষিত অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং

তারা ওই ভ্রমনে বালান, মুসাজিরান, অক্ষেরনাথ-মন্দির, হরিন পার্ক, জলের মনোরম দৃশ্য ভ্রমনের অনুভব রোয় থাকে।

মুকুটমনিপুর একটি প্রাকৃতিক বিনোদন যা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল ভ্রমন স্থান। ওই ভ্রমন শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে এবং নতুন দৃশ্য ও সংস্কৃতি অনুভব করতে পারে।

2. উপসংহার :- এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা রেজাল্ট উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের ওই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অদ্ভুতপূর্ব দিন তা বলে বোঝানো যাবেনা। মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব বিচিত্রের কোলে এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মনটা অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিল।

একানেই আমি জলপাথের ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্য-রকম দিক ওই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা রেজাল্ট সাথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিদ্যালয় থেকে আয়োজিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন সরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতনা। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বন্ধু সুলভ আচরন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

31.07.23

ধন্যবাদান্তে

Amrita mandal

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

UNDER
BANKURA UNIVERSITY

Course Title - Project Work (Educational Tour)
Course Code- AH/EDN/405/SEC-2B

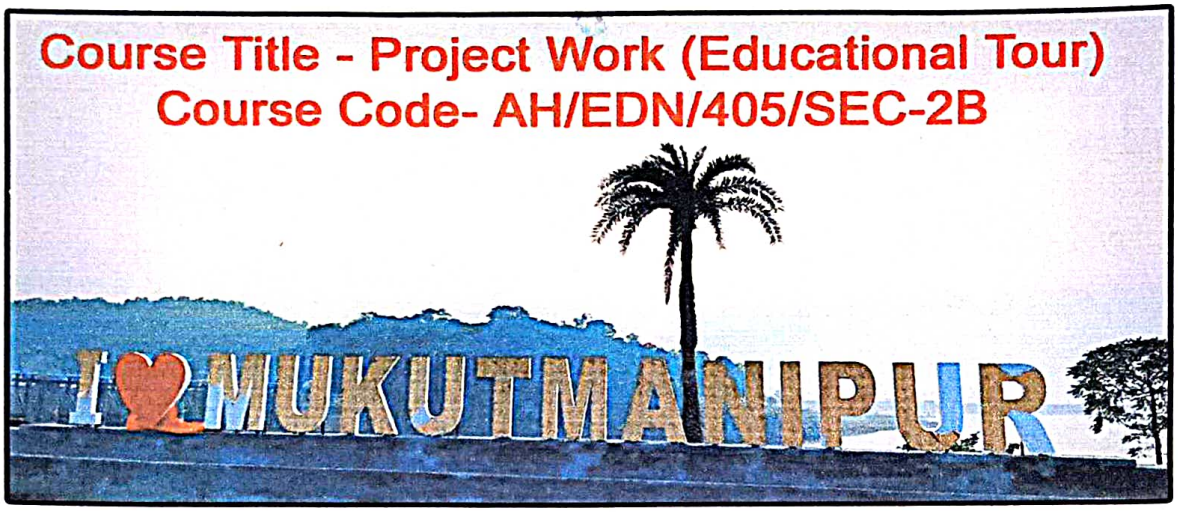

The Educational Ture was conducted and this report was preparred and submitted for the partial fulfillment of the syllabus of 4th semester

By :- Arnab Das

UID - 21231102019 Reg No - 06855
Session- 2022-2023

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের বাঁনিবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় প্রধান শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাশ চৌধুরি ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্ভব করা যেত না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বন্ধু সুলভ আচরন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাজে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছে।

ধন্যবাদান্তে

Arnab Das

① ভূমিকা :- ছাত্রজীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও; মানুষ হিসেবে ~~নিজের~~ নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্র জীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক ও বিস্তৃত সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনেক।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর ভ্রমন স্থান হিসেবে মুকুটমনি পুর নির্বাচিত হয়েছিল। সেই মুকুটমনি পুর শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ii) শিক্ষামূলক ভ্রমণ কী :- আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল, কলেজ, ইউনি ভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ভিত্তিতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। একটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে। যা সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে।

(iii) শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য :- শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবেই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমণ বর্তমান শিক্ষায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কারণ শুধুমাত্র ভ্রমণের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক, পরিচিত এবং সেখানে বাস তাদের জীবন যাপন সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

১.৩/ শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন :- ~~ভ্রমণ~~ শিক্ষা মূলক ভ্রমণ এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান অথবা কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ময় স্থান দেখার সুযোগ পাই। এসব স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পারি।

১.৪। শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য :- শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য-① একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ে গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায় এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্ব প্রকৃতির যে সুযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

② একজন ছাত্রের শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভামূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনেক।

③ শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাস্থানে বা অন্য কোনো পৌরাণিক/পুথির গ্রন্থে তা শেখাতে পারে না। শিক্ষা মূলক ভ্রমণে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারবে।

মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত ভূমিকা :-

এটি একটি আদর্শ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা যেখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধটি মুকুটমনিপুর। রহস্যময় টিলা দ্বারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত, এটি সবুজ রঙের মোড়কযুক্ত "রাঙ্গামাটি" এর নেকলেস আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত। নীল জলের নির্মল প্রকৃতি এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যে ধন্য, মুকুটমনিপুর হল সবুজ বন এবং টিলা ঘেরা এক লুকানো সম্পদ মুকুটমনিপুর বাঁধটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভিড় এবং বানিজ্যিকীরন থেকে দূরে মুকুটমনিপুরের একটি অংশ এখনও উপজাতীয় সংস্কৃতির গন্ধে বাস করে এবং পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান দেয়। এটি ফটোগ্রাফির জন্য স্বপ্নের গন্তব্য হিসাবেও বিবেচিত হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, বাঁকুড়ার রানী আপনার ব্যস্ত সময়সূচির একঘেয়েমি ভাঙার জন্য আপনাকে ছুটির এক নিখুঁত সময় অফার করছে। আপনি যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন তবে আপনার জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য। এটি একটি অপূর্ব এবং আকর্ষনীয় একটি সুন্দর পরিবেশ দিয়ে ঘেরা হল মুকুটমনিপুর।

(1) মুকুট মনিপুরের সুদর্শনীয় স্থান গুলির নাম :-

(1) কংসাবতী বাঁধ :- কংসাবতী বাঁধ, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। বাঁধটি দৈর্ঘ্যে 11 কিলোমিটার এবং ততকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধান চন্দ্র রায় এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে সোনার রশ্মি ফেলে তাকে রঙিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে, আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

২২) মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট:-

মুসাফিরানার ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। ভূমকালো সবুজ এবং করুন জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে উচ্চমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের অভিবাদন পাবেন। বিস্তীর্ন জলছবি থেকে পূর্ন চাঁদ উঠেছে এবং জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

৩। পরেশনাথ শিব মন্দির :-

পরেশ নাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মানের সময়, পৃথিবী খনন করে প্রতিমা-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন মহা শিবরাত্রি উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে, বাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ণ দেখতে তৈরি করে তোলে এবং এটি একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। কমল রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

২।১ হরিন পার্ক :- বনপুকুরিয়া হরিন পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্য ও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিন নিশ্চিত ভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ছাউনি দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হালকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে। বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং উপজাতিদের ঝুড়ে ঘরে তাদের তৈরি চিত্রগুলি দেখুন।

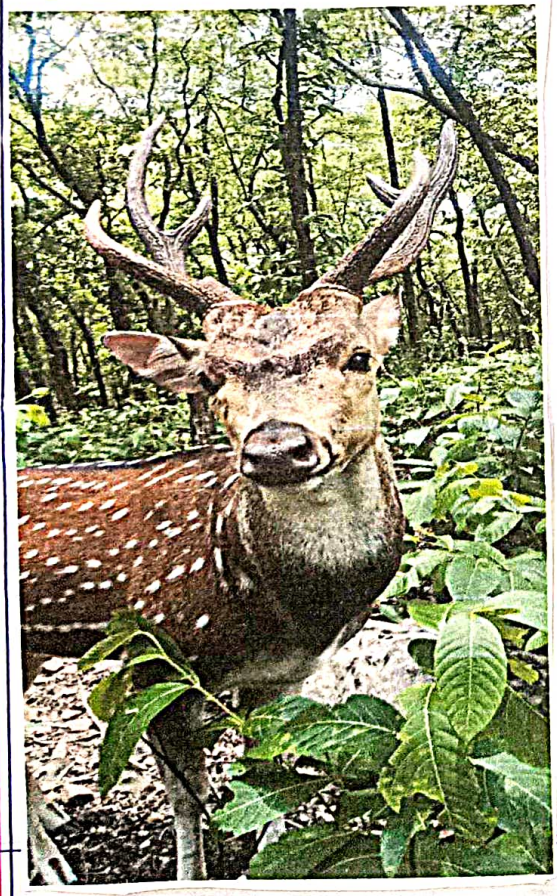

২.৫। নোয়াভিহি সানসেট পয়েন্ট :-

নোয়াভিহি, বড়ঘুটুর পরবর্তী একটি জায়গা। এই জায়গাটি পেতে আপনাকে পিয়ারলেস রিসর্টের রাস্তাটি অনুসরণ করতে হবে তারপরে বড়ঘুটুতে বাঁক নিয়ে যেতে হবে। বড়ঘুটু পেরিয়ে আপনি নোয়াভিহি পৌঁছে যাবেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আবসন তৈরি করছে যা এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে। এই চূড়ান্ত নীরবতার জায়গা আপনার অন্তরকে রিচার্জ করার জন্য প্রস্তুত। আপনি সন্দুর সূর্যাস্তের অভিজ্ঞতা সহ বেশ কয়েকটি পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাবেন।

২৬। **অম্বিকা মন্দির :-** অম্বিকানগর গ্রামে অবস্থিত অম্বিকানগর মন্দিরটিতে ৭০০ বছর ধরে দেবী দুর্গাকে মা অম্বিকা হিসাবে পূজা করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকজনের মতে মা অম্বিকা মা জাগ্রত। আসুন অম্বিকানগর মন্দিরে প্রাচীন রীতিনীতিগুলির আর গ্রাম্য সুবাসের সাথে এই বছর আপনার দুর্গা পূজা অনন্য করে তুলুন।

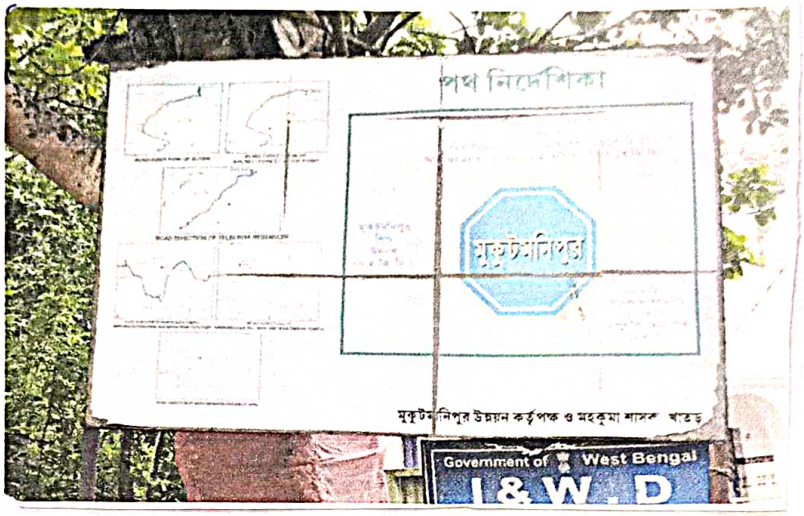

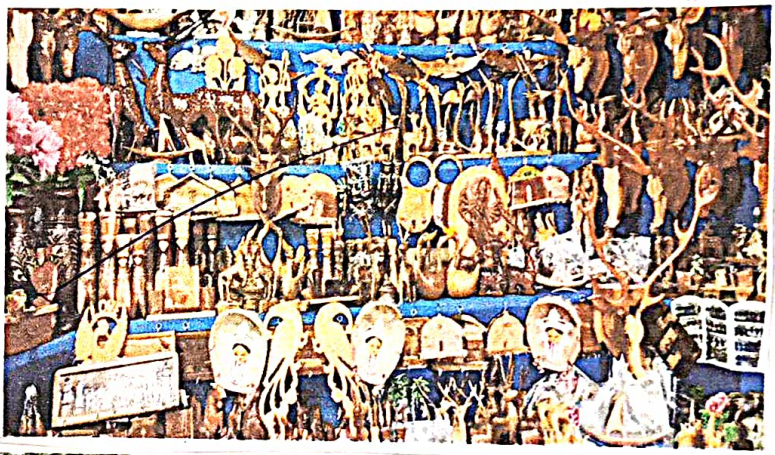

পরিকল্পনা :- আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান থেকে অর্নাস এর ১৮ জন ও প্রোগ্রামের ৯ জন সহ মোট ২৭ জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নতিযুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল বিগত জুলাই মাসের ১৯ তারিখ সকাল ৮টা নাগাদ আমরা সকলে খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

3.1 যাত্রা শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘনাবলি :-

আমাদের কলেজের তিনজন স্যর ও অনার্সের ১৮ জন এবং প্রোগ্রামের ৯ জন। আমরা সকলে সকাল ৮ নাগাদ খাতড়া পাম্পমোড়ে উপস্থিত হই এবং পাম্পমোড় থেকে ট্রেকার রিজার্ভ করে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। মুকুটমনিপুর পৌঁছে প্রথমে সেখানে আমরা টিফিন করি এবং তারপর চিলড্রেন পার্কে ছবি তোলা ও ঘোরাঘুরি সেরে ডিয়ারপার্ক যাওয়ার জন্য নৌকায় চেপে আমরা জলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হই এবং সেই স্থানে কিছু সময় কাটিয়ে আমরা ইঞ্জিন ভ্যান ভাড়া করে আমরা সকলেই ডিয়ার পার্কে উপনীত হই। সেই স্থানে কিছু সময় ঘোরাঘুরির পর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই এবং সব শেষে আমরা নৌকায় চেপে আবার জলের এপারে পৌঁছায় তারপর হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে পরেশনাথের মন্দিরের দিকে রওনা দিই।

P.T.O →

পরেশনাথ মন্দির দর্শন করে আমরা মুসাফিরানায় এসে পৌঁছায় তারপর সবশেষে সেখান থেকে আমরা আশ্রমে এসে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণটি সমাপ্তি ~~[illegible]~~ ঘটে।

4. ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ :-

4.1/ সুবিধা :-

① ভ্রমনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। অবশ্য আবহাওয়া থেকে কিছুদিন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলে শরীর সুস্থ থাকে।

② ভ্রমনের মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন মানুষের সাথে দেখা হয়, অনেক বন্ধু তৈরি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানের সন্দুর দিশ্বর মনোরম ময় প্রকৃতিকে দীর্ঘ সময় ধরে দেখাতেই ~~একটা~~ মন যায়।

③ ভ্রমনের ফলে অনেক দেশ-বিদেশের ভাষা শেখা যায়। তাছাড়াও শেখানদায় কাজকর্ম, শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই জানা যায়।

④ ভ্রমনের ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এই ভাবে দেশের পর্যটন শিল্প উন্নত হলে এই খাতে প্রচুর আয় করা সম্ভব।

⑤ আমাদের এই ভ্রমনের ফলে অনেক অনেক মানুষের জীবীকা নিরবাহ করে এর ফলে সেখান কার বাসিন্দা দের কম বেশি অনেক লাভ হয়।

4.2/ অসুবিধা :-

(i) ভ্রমনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সাধারনত যাতায়াত, খাবার, আবসিক প্রভৃতিত অনেক খরচ তাছাড়াও বিদেশ ভ্রমনে উড়োজাহাজ, ট্রেন প্রভৃতিতে অনেক বেশি খরচা। এছাড়াও দর্শনিয় স্থানের হোটেল, গাড়ি ভাড়া তুলনা মুশক বেশি।

(ii) অনেক দর্শনীয় স্থান কিন্তু নির্জন যায়গায় হয় যেখানে পর্যটনদের অনেক ঝুঁকি থাকে। কাজেই নির্জন স্থানে ভ্রমন না করাই শ্রেয়। তাছাড়াও যে সব যায়গাই সতর্ক বার্তা দেওয়া থাকবে সেই সব জায়গাই না জাওয়া।

(iii) অধিক সংখ্যক পর্যটক কোনো স্থানে ভ্রমনের জন্য সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হতে পারে। তাছাড়াও অনেক সময় প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়। প্রানীদের অবসান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে তারা মারা পড়ছে।

(iv) অনেক সময় ভ্রমনের জন্য 15-20 দিন সময় লাগতে পার। এই সময় হয়তো অনেক গুরুত্ব পুর্ন কাজ করা সম্ভব হত। ভ্রমনের ফলে সেই সময় গুলো নষ্ট হয়।

5 পর্যালোচনা :-

5.1 ভূপ্রকৃতি :-

~~বনভূমি~~ বনভূমি ভূমিভাগ, ঘন অরণ্য, স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ল্যাটেরাইট পাহাড়, টিলা, শিলাস্তূপ ও উদ্ভ্যাদ। বাঁকুড়া জেলায় অধিকাংশ অঞ্চল ল্যাটেরাইট ও পলিযুক্ত ~~[illegible]~~ মৃত্তিকা। যদিও পশ্চিমাংশ গঠিত হয়েছে আকিয়ান যুগের সিস্টোন ও নিকোস ~~[illegible]~~ শিলায় দ্বারা। এই সব পাহাড়ি এলাকায় মধ্যে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত পাহাড় ও আছে।

5.2 নদ-নদী :-

বাঁকুড়া জেলায় প্রধান নদী হল দামোদর, দ্বারকেশ্বর, সিলাই ও কংসাবতী। এই নদীগুলি পরপরের সাথে প্রায় সমান্তরাল ভূমির ঢাল অনুসারে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে এদের রূপ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে এবং তখন এদের ~~[illegible]~~ সুন্দরর্য আরো ভালো লাগে।

5.3 জলবায়ু :-

বাঁকুড়া জেলায় জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। সমুদ্র থেকে দায় অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলের জলিয়বায়ু রেমভাবমন্ন, যদিও সুস্থ্যদয়। উষ্ণ, গ্রীষ্ম, উষ্ণ, আদ্রর্তা ও সুষম বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এই চারটি ঋতু এই জেলায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে সর্বাধিক 44°-45°C ও সর্বনিম্ন 15°C তাপমাত্রা হয় এবং শীতকালে সর্বাধিক 32°-33°C ও সর্বনিম্ন 7°-8°C তাপমাত্রা থাকে।

6.1 উপসংহার :- শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে আমি এই প্রথম দেখতে পেলাম যে আমাদের প্রকৃতি এতটা সুন্দর কি বিচিত্র ময় রূপ দেখলে দেখতে মন যায়। এবং এখানেই আমি প্রথম জল পথ ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম

7 7.1 তথ্যসূত্র :-

(i) শিক্ষক মহাশয় :- এই প্রতিবেদনটি রচনায় ক্ষেত্রে আমাদের বিভাগের শিক্ষক মহাশয়েরা অনেক তথ্যসূত্র ও অনুপ্রেরনা দিয়ে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে।

(ii) স্থানীয় বাসিন্দা :- আমরা সারাদিন যে সমস্ত স্থানে ঘোরাঘুরি করেছি সেই সমস্ত স্থানের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অজানা স্থানীয় তথ্য পেয়েছি। শিক্ষক মহাশয়েদের মতো ওনরাও আমাদের তথ্য সংগ্রহকরা তমাথষ্ট সাহায্য করেছেন।

Ext
K.N.M
31.07.23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBADH

NAME- BABITA MAHATA

ROLL- 211059 UID NO- 2123120007

SUBJECT- EDUCATION SEC

* সূচিপত্র *

* প্রত্নতাত্ত্বিক টুল *

* 1. ভূমিকা
* 1.1. শিক্ষামূলক ভ্রমণ কি
* 1.2, শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য
* 1.3) শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য।
~~* 1.4)~~
* 2, আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ
2.1, মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক পর্যটন-স্থানসমূহ।
3.1 স্থান নির্বাচন করণ।
3.2 যাতায়াত এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা,
উপসংহার।

33

ভূমিকা * "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই মানুষের জীবন জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবন এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্য অবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষায় এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোক পাত করার উদ্দেশ্যই এই উপস্থাপনা।

১০১ শিক্ষামূলক ভ্রমণ *

আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্কুল থেকে অনুমতি করে যেমন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দলে বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। একেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

*১০২ শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন? *

ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমণ আমাদের নানা শিক্ষা দিয়ে থাকে। ভ্রমণে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুস্তিগত বিদ্যা অর্জন করি কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পুস্তিবা এবং তার ভূমন্ডল সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণ, কারণ পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল ইতিহাসের বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি দেখা, পাহাড়, পর্বত সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা যেমন লাভ করি তাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমনের বিকল্প নেই।

*১০৩ শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য *

শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের এই বয়সের শিক্ষার্থীদের ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পদক্ষেপে আমাদের বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাস্তবিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনে।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের বাহিরে পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায় এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্ব প্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।
- একজন ছাত্রের জন্য ভবিষ্যতের পেশা এবং আরো প্রাতিষ্ঠানিক দিকনির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ফেরি

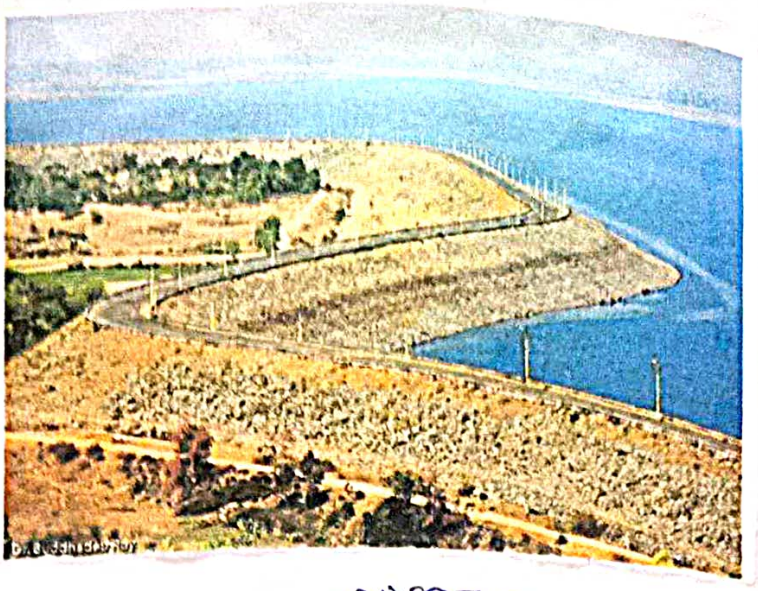

ব্যারেজ

মুসাবনিরালয়

পাতেশ্বরনাথ মন্দির

ডিয়ার পার্ক

প্রশাসনিক ভবন

• শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফর গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাগণের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবন বিশেষভাবে রেখে যেতে সক্ষম হয়।

আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের শিক্ষাজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের Skill Enhancemnt course (SEC)-এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এইবছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে বাকুড়া জেলায় প্রখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান মুকুমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

১.১ *মুকুমনিপুর সংক্রান্ত পর্যটন তথ্যাবলী*

১.১ -> ডেম ও গ্যারেজ

১.২ -> মুসাফিরাবা

১.৩ -> পরেশনাথ মন্দির

১.৪ -> ডিয়ার পার্ক

১. -> স্থানীয় শিক্ষা কলা

৩. ভ্রমণ বৃত্তান্ত:-

৩.১. স্থান নির্বাচনের কারণ:- (বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তি- মণিপুর আমাদের শিক্ষাসফরে এমনের জন্যে নির্বাচন করার পেছনে কোন কারণ বিদ্যমান এইবারের শিক্ষাসফরে এমনের জন্যে স্থান নির্বাচনের সর্বপ্রথম মাথা ব্যথা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের কথা। শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের জন্যে সকলের স্বাস্থ্যগত- বহুমুখী সুস্থ থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুক্তিমণিপুর একদিকে যেমন- এ প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য অন্যদিকে- পশ্চিমের দুইওম মাটির নদীবন্দি- স্থানীয় কুটির শিল্প ও আদিবাসী এই স্থানটিকে সুস্থ করে তুলেছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে চাক্ষুস করা এবং স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও কি কী বিষয়ের অভাব- অসুবিধা হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্য এই স্থানটি বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩.২ সাধারণ এবং এমন বিশেষ কারণ:- আমাদের কলেজের শিক্ষা বিস্তার বিভাগ থেকে অনার্স এর প্রোগ্রামের শুধু এমন নয় বলে ভ্রমণ ভ্রমণ মুক্তি মণিপুর যাওয়ার জন্য নাম প্রস্তাবনা করেছিল। আমাদের আজো একটা এমন শিক্ষাসফর যাওয়ার জন্য টিকিট লাগে কথা হয়েছিল বিভাগ জুলাই মাসের 20 তারিখ সকালে ৫ বাসটি আমরা সকলে ঘন্টা খানেক পরে একত্রিত হয়ে মুক্তি মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই

ঙ. সংক্ষিপ্তসংহার :- এইভাবে স্থানীয় জীবন একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অভূতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না মুকুমেনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব জীব বৈচিত্রের সোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলি একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল। এইমানেই আমি জনপথেও ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন আগামী বছর এইরকম আরোকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

25/7/23

GOVERNMNT GENERAL COLLEGE AT RANIBANDH

BANKURA UNIVERSITY

Course Title: Project work (Educational Tour)
Coure Code: AH/EDN/405/SEC-2B
Course ID : 40215

This educational tour report was prepared and submitted from Fulfilmnt of partial need of 9th semster Curriculam.

By
Barsha Das
UID-21231102023
Reg No-06859 of 2021-22
SEC - 2022-2023

শিক্ষা মূলক প্রবন্ধের পরিচিতি পাঠ

১. ভূমিকা:

"আমার কথা যদি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করি, তাহলে সমস্ত লেখা লেখক জানতে আমি খুবই আগ্রহী।"

মানব জীবন হলো আনুষ্ঠানিক জীবনের সমাহারে গুরুত্বপূর্ণ একটি। জীবনে যে সময়ে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হাতে-নাতে শিখে থাকি। আমরা জীবনের যতো আগে পরিচয় করি জীবনযাপন করলেও, মানুষ বিভিন্ন বিষয় অভিজ্ঞতা নিয়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা নাম জীবনে তাই সময়ে গুরুত্ব থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ অনুষ্ঠানিক পরিবেশ থাকে কিংবা বিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক সভা থাকলে শিক্ষা হয়।

মানবজীবনে শিক্ষা হওয়া উচিত এমনকি অবশ্য কিছু। তবেই শিক্ষায় পূর্ণতা উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। মানব জীবনে শিক্ষা তাই বহুমুখী চরিত্রের অধিকারী জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হওয়া আবশ্যক। তাই প্রাথমিক জীবন গঠন ও সার্বিকের অবদান সবার চরিত্র নয় তোলার ক্ষেত্রে মানবজীবনে শিক্ষামূলক প্রবন্ধের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর একটি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সেই প্রবন্ধ থেকে লাভ করার আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির উপর আলোকপাত করাই উদ্দেশ্যটি এই উপস্থাপনার।

১.১ শিক্ষামূলক প্রবন্ধ:

আমরা প্রাথমিক ভাবে যারা যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরা যে সেই শিক্ষা মূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, যুগোপযোগী করার প্রয়োজনে বিভিন্ন মনোনীত স্থানে প্রবন্ধ করে থাকে। তাহাকেই শিক্ষামূলক প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে।

১.২ শিক্ষামূলক প্রবন্ধ প্রয়োজন কেন:

প্রবন্ধ আমাদের আমরা যেকোন ব্যাপারিক আমাদের জানোয়ার মন বাড়াতে সাহায্য করে। আমরা যেটার উপর জানোয়ার মন বাড়ে আমাদের প্রবন্ধ আমাদের কারা বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রবন্ধ আমরা কিছু শিখতে পারি।

আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে আসছি পৃথিবীর কিছু তথ্য আমরা জানি কিন্তু সে সকল যথেষ্ট নয়। পৃথিবী এবং তার চারপাশ সম্পর্কে জানার আরও প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবী শুধুমাত্র ভূগোলের বা বইয়ের পাতায় কতগুলি শব্দ নয়। সে বাইরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল ইতিহাস এর বাইরেও বিস্তৃত জেনে বিজ্ঞান আমাদের বাঁচে জীবন প্রকৃতি, সেন্স, সায়েন্স-সর্বত্র, সমস্ত দেশ জুড়ে এবং তার আশেপাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, অনেক জীবজন্তু সম্পর্কে হয়তো আমরা সে সকল নাম বা সকল নাম জানি কিন্তু সেগুলি হল প্রকৃত সত্য। এ সত্য বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ এর বিপক্ষে নেই।

১.৩ বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের উদ্দেশ্য:

বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের উদ্দেশ্য শুধুই কুসংস্কার এবং বিশ্বাস থেকে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রমাণ বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যবিশ্লেষণ অগ্রহণযোগ্য স্বীকৃত হয়েছে। কারণ একমাত্র প্রমাণই বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাপন আরও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে সুযোগ দান করে থাকে।

প্রমাণ বিজ্ঞানীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে বিশ্বাস। তারা তথ্যকে এর পৃথিবীর রূপ চিত্রিত করেন। তারা তাই মানতে চায় যে তাদের অনেক কিছু বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

প্রমাণ হলো তথ্য প্রমাণ। যারা বিজ্ঞানভিত্তিক বলেছেন, প্রকৃত সেগুলোই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে।

১.৪. বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের গুরুত্ব:

আমাদের এই বলার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে যে মানুষ বিশ্লেষণ আমাদের জীবনে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ আমাদের আগে বিজ্ঞানের পরিচয় করিয়ে পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সে রহস্যগুলো জড়ো তুলে ধরে তা আরও চর্চিত জানতে আমাদের কাছে।

একজন ছাত্রের নাম, ভবিষ্যতের সেবা এবং আত্মপ্রতি ভাবমূলক দিকনির্দেশক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে নিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শিখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে নিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিত লাভ করতে পারে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC)- এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান মুকুটমণিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

2.2. মুকুটমণিপুর সংগ্রহ অঞ্চল তথ্যাবলী :

* মুকুটমণিপুর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার গ্রাম ও পৌরসংস্থা। আড়ষ্ক জীবনের সেরা কংসাবতী ও কুমারী নদীর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত।

1. কংসাবতী প্রকল্প :-

১৯৫৬ সালে, আড়ষ্ক শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে মুকুটমণিপুর বাঁধ বিশালকায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গৃহীত হয়। এই জল প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার প্রায় ৮,০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে জলসেচ এর জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়।

2. কংসাবতী নদী :-

কংসাবতী বা কাঁসাই মধ্যম - দৈর্ঘ্য পশ্চিমবাহিনী অববাহিকা গ্রহণ করা নদী। বালীদহের নিকটে ও অন্যান্য কয়েকটি ঝর্ণার মিলিত প্রবাহে এই নদী পশ্চিমে বয়ে চলেছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী, একদিন কাজ করতে করতে কংসাবতী মুখ দানোদর নদের কাছে আলিঙ্গন করতে চলে তখন বিবাহের ফলে একদিন মিলিত হয়।

3. কুমারী নদী :-

কুমারী কংসাবতীর বিপরীত দিকের। নীচু উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত গ্রামাঞ্চলে পূর্ব দাল থেকে নেমে আসার সময় কয়েকটি ছোটখাটো নালার সঙ্গে মিলে হয়েছে কুমারী। তারপর মধ্যম - দৈর্ঘ্য প্রবাহিত হয়ে মুকুলিয়া গতিপথ বেয়ে পশ্চিমে বয়েছে ও শালবনের নুড়ি একটি বাঁকুড়ার কোলে আসিয়ে কাছে কুমারী নদী মিলিত হয়েছে। মুকুটমণিপুর ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমারী নদী কংসাবতীতে পতিত হয়েছে।

4. কংসাবতী জলাধার :-

খাতড়ার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাদ্বয়ের সীমান্তবর্তী তলাকায় কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংনমস্থলের উপর কংসাবতী বাঁধ ও জলাধারা নির্মিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সেচের সুবিধার জন্য এই বাঁধ ও জলধার নির্মিত হয়। বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১০,০৯৮ মিটার ও উচ্চতা ৩৮ মিটার। জলধারের আয়তন ৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এই জলধারা ঘিরে মুকুটমণিপুর একটি মনোরম পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

৩. প্রথম বৃত্তান্ত:

৩.১ স্থান নির্বাচনে কারণ:

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। উক্ত স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্মৃতি বিজড়িত হওয়া ছাড়াও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের কথা। শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের জন্য আমরা খুব বেশি দূরত্ব অথবা প্রচুর টাকা খরচ করে যাওয়ার স্থান নির্বাচন করিনি। এমন কি প্রকৃতির দিক থেকেও অত্যন্ত সুন্দরমণ্ডিত অথচ কাছাকাছি স্থান নির্বাচন করেছি। সুবিধাজনক দূরত্বের মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে, এমন স্থানগুলোকে বাছাই করা এবং স্মৃতিচারণ, শ্রদ্ধা নিবেদন ও সময় বিবেচনা করে স্থানগুলো নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩.২. আয়োজন এবং প্রথম পরিকল্পনা:

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিস্তার বিভাগ থেকে আমরা ৩... নং এবং প্রোগ্রামের ... নং বাস নেই.... এক বার মুক্তিসংগ্রাম শ্রদ্ধায় নেয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের মাঝে আলো ও নতুন শিক্ষকের শ্রদ্ধায় জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র শ্রদ্ধা ২৫ টাকা ৮-৯ টি বাস আমরা সকালে পাওয়া আমার জন্য মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ৫ টি বাস নিই।

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল মুকুটমণিস্থিত কেন্দ্রীয় স্থান থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে।

৩.২.১ কংসাবতী বাঁধ – এই বাঁধটি প্রায় ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ, অধিকাংশ বাঁধটাই বাঁধানো। বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে অপরূপ কংসাবতী বাঁধটি দেখতে বেশ সুন্দর। এই বাঁধ থেকে কাছের ঐতিহাসিক স্থান ঘোড়াশোল বাঁধের ডিপার্ট মাত্র মাত্র মাত্র মিনিট হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। কংসাবতী বাঁধ ভালভাবে দেখার জন্য নৌ-ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। কংসাবতী বাঁধের ওপর বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় আছে তার মধ্যেই বীজ বীজ আছে ঘাতপ নাম জাখলি প্রকৃতিকার ভৌকর্ম অপরূপ ভঙ্গি বিরা দাঁড়িয়ে। পাশেই সিমেন্ট নির্মিত ঘাট ভাসা। অর্থাৎ মাটির বাঁধ নেই।

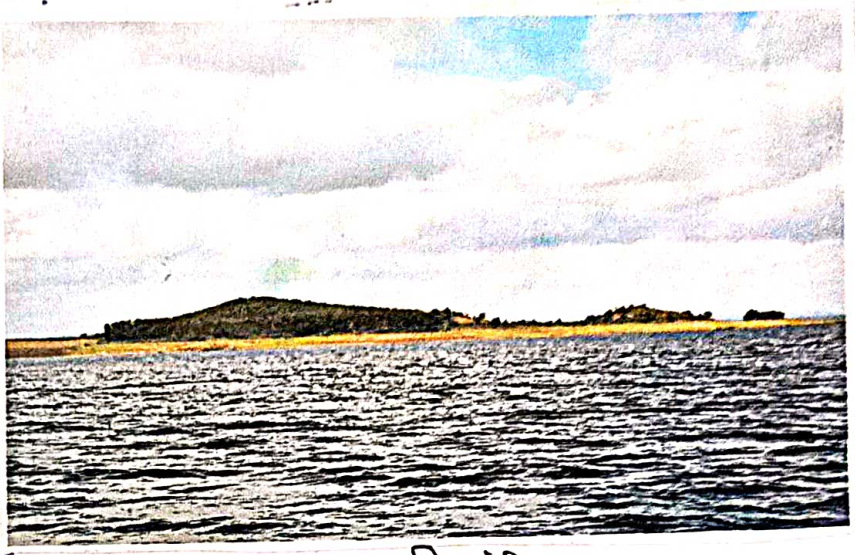

কংসাবতী বাঁধ

৩.২.২ মুকুটমণিপুরা কিট পার্ক – কংসাবতী বাঁধ থেকে বেরুতেই ডানদিকে মোড়ে বাড়ি মুকুটমণিপুরা কিট পার্ক। মুকুট কলা মাটিয়ার তৈরী নানা রকম পুতুল বিক্রির জন্য সাজানো আছে। মুকুটমণিপুরা বাড়ি দেখাশোনা করছেন তাদের সকলেই সেবিকা মাসতুতো ভাই।

মুকুটমণিপুরা

৩.২.৩ পঞ্চশতনাগ মন্দির – মোট ৭ নাগ বিশিষ্ট অবস্থিত পঞ্চশতনাগ মন্দির। বেশ কয়েকটি সোঁড় পেরিয়ে এই মন্দির বিরাজিত হয়। এই অঞ্চলে কুরমি আদি সোঁড়ী বিভিন্ন সময় নানা ধরনের পাথর জিনিসিস করে ও পরে তোপকার ও নিম্ন তৈরি করা হয়। মন্দিরে ভগবান শিব শায়িত প্রতিমূর্তি।

পঞ্চশতনাগ মন্দির

৩.২.৪ মোহনা – মোহনা এখানকার অন্যতম খোরাক জায়গা। এই মোহনার বৈশিষ্ট্য হল এখানকার কংসাবতী বা কাঁসাই নদী এবং কুমারী নদী এসে একসাথে মিলিত হয়েছে। সেখান থেকে নৌকা চড়ে নদীর ওপারে যাওয়া যায়। নদী মোহনার ঐ পাড়েই বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক।

মোহনা

৩.২.৫ বনপুকুরিয়া ডিয়ারপার্ক – বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্কে একসাথে অনেক হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। তছাড়াও ময়ূর কিংবা বাঁশ হাসাও দেখা যায় এই বনভূমিতে। মকুটমনিপুরের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। গ্রামের প্রান্তে মনোরম সূর্যাস্ত, ছোটনাগপুর মালভূমির শাল, পলাশের ঘন নিবিড় জঙ্গলের মাঝে লালমাটি আঁকাবাঁকা রাস্তা আর সন্ধ্যাবেলা ধামসা মাদলের সঙ্গে আদিবাসীদের নৃত্য যেন এখানে ঘুরতে আসার উপরি পাওনা। তছাড়া চাইলে মুকুটমনিপুর থেকে গাড়ি নিয়ে সাইটসিইং ঘুরে আসা যায়। অম্বিকানগর, জাংদুয়া ড্যাম, রানিবাঁধ হয়ে মিলিমিলি জঙ্গল, সুতান লেক এবং তানবেরিয়া ড্যাম।

বনপুকুরিয়া ডিয়ারপার্ক

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

VILL+ PO: RAUTARA, Dist. – BANKURA, PIN -722135 (W.B.)

4th Semester

Name - BARSHA MANDAL

Registration No.- 06862 of 2021-22

Uid - 21231102026

Subject - PROJECT WORK (40225)(AH/EDN/ 405/SEC-2B)

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠানাম্বর
①	ভূমিকা	1
②	শিক্ষামূলক ভ্রমন ও উদ্দেশ	2
3	শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য	4
4)	ভ্রমন স্থান নির্বাচন	4-5
5	মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক রচনা	5
6)	পরিকল্পনা	6
7)	যাত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য বলী	6.9
8)	এই ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা	7
9	পর্যালোচনা ও উপসংহার	10
10	তথ্য সূত্র	12

ভূমিকা :-

" হাজার বছর ধরে আমি পথ পৃথিবীর পথে. সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।

মানব জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছামতো নতুন তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমস্ত জীবন ব্যাপী চললেও মানুষ হিসাবে নিজের চরিত্রকে নতুন তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনের এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয় মানবজীবনের শিক্ষা হওয়া সুগঠিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে মানবজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের অন্তে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এবং ভবিষ্যৎ প্রকৃতির মানুষের চরিত্র নতুন তোলার ক্ষেত্রে মানবজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনে আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষা মূলক উপলব্ধির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ :-

শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষামূলক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে প্রকৃতির সাথে অনুপ্রানিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে। এই ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের সাথে ঐতিহ্যিক সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয় এই ভ্রমনে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান কেন্দ্র ~~মিউজিয়াম~~ ঐতিহ্যিক স্থান প্রকৃতিক সৌন্দর্য কংগ্রাবজি বাঁধ মুগাফিরনা ডিপার্টমেন্ট পরমনায় মন্দির। ইত্যাদি জন্মকে জ্ঞান অর্জন করা। এই ভ্রমনের মাধ্যমে তারা সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্টতা দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক মনভাব প্রস্তুতিতে বৃদ্ধি পাই।

৩.২ শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য :-

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে, ভৌগলিক পরিচিতি এবং সেখানেকার অধিবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃত দেশভ্রমন ভৌগোলিক্ত বোধের জন্ম দেয়।

রবীন্দ্রনাথ সরকারী মহাবিদ্যালয়
হাতকোলা, কাঁকুড়া
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ

(১.৩) শিক্ষা মূলক ভ্রমনের তাৎপর্যঃ-

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১ একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের জন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ জন্মে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

② একজন ছাত্রের শ্রম, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভামূলক দিক নির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য

③ শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষা ঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু পরিবেশ তথ্য স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে। পারে তাই শিক্ষামূলক ভ্রমনে থেকে লব্ধ উপলব্ধ একজনে ছাত্রকে সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

২. ভ্রমন স্থানঃ-

আমাদের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের Skill Enhancement course (SEC) - এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যাত একটি ভ্রমন স্থানমুকুট মনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিলো।

২.২ ভ্রমন স্থানে নির্বাচনের

মুকুমেনি দুহকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচনে বক্তাঃ দেজনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান এবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুমেনিদুহ একদিকে যেমন দু-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য অন্য দিকে অসমিয়ার বৃহত্তম মাঠের নদীবাঁধ 'ফুনিয়ু কুঁয়ার মিল্ল ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্ব পূর্ন করেছে। মিউজিমাল উন্নয়নের ধারনাকে গন্তুষ করা এবং স্থানীয় অলাকার শিক্ষার্থ সুযোগসুবিধা ও কি বিভিন্নের সমস্যার সমাধান হচ্ছে তা ভাবনার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল এ ছাড়াও এই বছরের গ্রীষ্ম দাবদাহ দরুণ্ণ স্থানে ভ্রমনের পরিকল্পনা বাতিল করেছে।

২.৩ মুকুমেনিদুহ সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক রচনা :-

এই একটি আদর্শ ঘাটতিপূরণ
রোহতের কিংবা বৃহত্তম মাঠের বাঁধটি মুকুমনিদুহ যাতে রহস্যময় পলোবারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই সবুজ রঙ্গের মোহক মুক্ত "রঙ্গামাটি" এর নেকলেস আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত নীল জলের নিমল সকৃত এবং দৃষ্টিনন্দন দৃ মুকুমেনি দুহ হল সবুজ বন এবং এক লুকানো সম্পদ মুকুমেনিদুহ বাঁধটি রোহতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। তির এবং বানিজ্যিকী করন থেকে দূরে মুকুমনিদুহের একটি অনন্য ভ্রমন কী ভজজাতীয় সংস্কৃতি জন্যে। এই কর্পোরেটকে জন্য স্বর্গের নন্দন হিসাবেও বিবেচিত হয়।

৩৯ পরিকল্পনা

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগে থেকে অনার্স এর- 18 জন এবং প্রোগ্রামের ৩ জন সহ মোট 27 জন ছাত্র ছাত্রী মুকুটমনী পুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিলো বিগত জুলাই মাসের ১৯ তারিখে সকাল ৮ টা নাগাদ আমরা সকলে ঘাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুট মনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

3.2) যাত্র মুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা বলি

(3.2.1) কংসাবতী বাঁধ:-

কংসাবতী বাঁধ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ে দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। বাঁধাটি দৈর্ঘ্যে 11 কিলোমিটার এবং তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে নেমে আসে আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন।

(3.2.2) মুসাফিরানা:-

আপনি কী ক্রখন ও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জেন মুসাফিরানার ভিউ পায়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন জমকালো সবুজ এবং কঞ্চন জলের অপার সৌন্দর্য সবুজ রঙের অভি বাদন পাবেন সাথে নীল জলে অকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন বিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপর ঝলমল করছে দেখুন শীতল বাতাস নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ চাঁদের

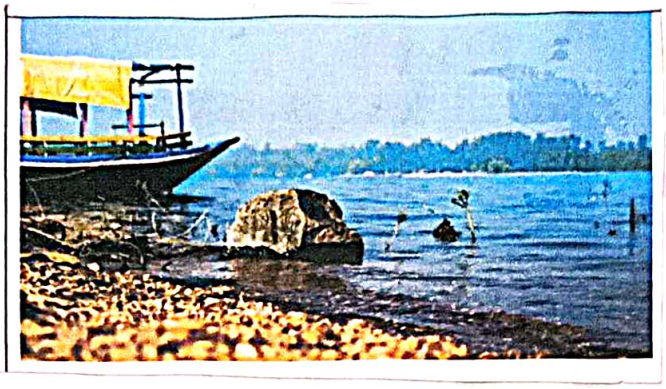

ভেম
কৎসাকতী বাঁধ

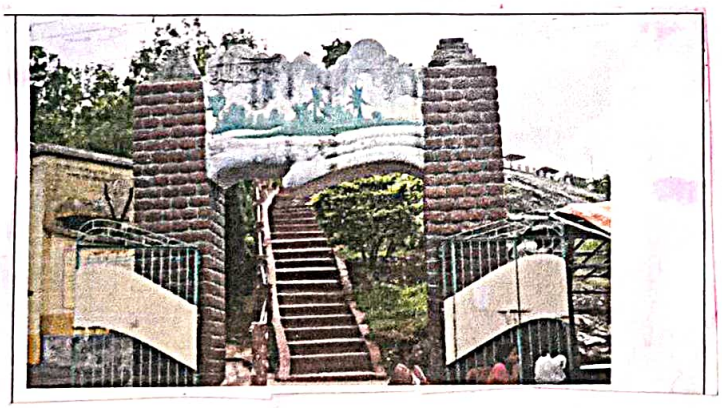

মুসাফিরানা

(3·2·3) পরেশনাথ শিব মন্দির:-

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধাই নির্মাণের সময় স্থানীয় যখন কষ্টি পাথর পাওয়া নিয়েছিল এবং এই তেন অন্তর্ভুক্তি ভগবান শিবের বিগ্রহটি হয়। আপনি সেখানে অনেক পাথরের মূর্তি দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে যে কারণে স্মৃতি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই তবে দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন মহা শিবরাত্রি উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখানে থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্ত দৃশ্য পাবেন অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে নীচে ডুবে যেতে শুরু করে

3·2·3) হরিণ পার্ক

বনদুর্গাপুরিয়া হরিণ পার্কটি পারিবারিক পরিবারের জন্য 3 উপযুক্ত আয়না। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং না হরিণ নিশ্চিন্তভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনদুর্গার দিকে। এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে নানেরগুলি রাস্তার উপরে তাদের তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সুন্দর জন্য রশ্মি মাতা জুলির জাদুনি দিয়ে আসে এবং।

3·2·4) হনিমুন মিল্কিকলা:-

বাঁকুড়ার আত্মা তার ভ্রাম্যমান মূর্তিতে নিহিত। গ্রামবাসীদের বেশিরভাগ কৃষক এবং অন্যান্য লোকেরা কাঠমিস্ত্রি কুমোর ইত্যাদি কাজ করেন বাঁকুড়ার ঘোড়া" একটি পোড়ামাটির কারুকাজ করা ঘোড়া এবং দক্ষতার তাদের ভগ্ন প্রতিহাসিক চিত্র। আঁততান ভূমিজ (সর্দার) এবং মুন্ডার মতো উপজাতি মূর্তি মুকুটমনিদের অঞ্চলে বাস করে উপজাতি মানুষরা নাচ নান খুব পছন্দ করে।

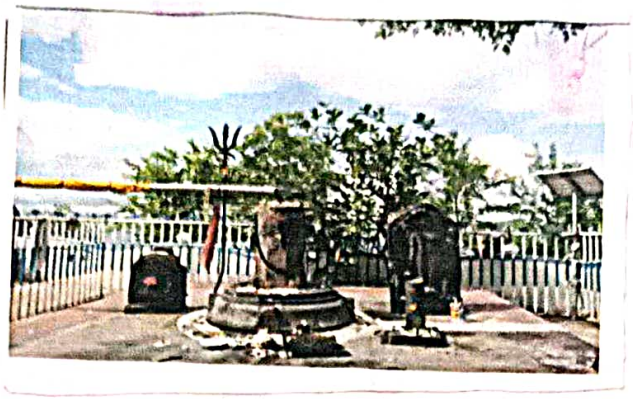

পরেশনাথ শিব মন্দির

হরিণ পার্ক

৪.) এই ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ:

৪.১ ড. মুকুটমনিপুর ভ্রমের এক বিশেষ সুবিধা হল ওই

সুবিধা:- ভ্রামের জলকে পার্শ্ববর্তী বহুমানুষ প্রানীর জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়

(ii) নৌঙ্কার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপার্জন করতে পারেন

3) সারাবছর কৃষিকাজের জন্য ভ্রামের জল ব্যবহার করা যাকে

(4) বর্তমান যুগের যান ~~বাহনের~~ বাহানের সাহায্যে অনেক মানুষ অর্থ উপার্জন করতে পারে। (5) পিকনিক এবং ছুটি কাটানোর জন্য একটা আদর্শ জায়গা মুকুটমনিপুর।

৪.২) অসুবিধা:-

। মুকুটমনিপুর ভ্রামের এক বিশেষ অসুবিধা রয়েছে?

(1) বর্ষাতে সময় ভ্রামের জল ভর্তি হয়েগেলে জলউচ্ছ্বাসের কারন পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবন হানী ঘটতে পারে. তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস হতে পারে গাছপালা ক্ষতি হতে পারে এর এর ফলে বহুপসু পাখি অশ্রয় হারায়

(2) শেতুর উপারে জল উঠেগেলে বা শেতু ভেঙ্গেগেলে গ্রামীন মানুষের যাত্র যাত্র বন্ধ হয়ে যাতে পারে।।

(5) প

৫) পর্যালোচনা ও উপসংহার:

৫.1) পর্যালোচনা :- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অবস্থিত একটি সুন্দর এবং ভ্রমনযোগ্য এলাকা মুকুটমনিপুর এই জেলার একটি মহৎ সৌন্দর্য পূর্ন পর্যটন স্পট মুকুটমনিপুরের প্রাকৃতিক নদী সৌন্দর্য বৃহত্তর হিমালয়ের পাহাড় এবং নিচু নদীর দৃশ্য দার্শনীয়। যাত্রীরা বৃহত্তম প্রকৃতিক রসোয়া উপভোগ করতে পারে। মুকুটমনিপুর ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের সাথে বৃহত্তর প্রকৃতিক বাস্তবতা বৃদ্ধি করা যায়। প্রকৃতিক ভ্রমন স্পষ্টভাষিত অভিজ্ঞতা জ্ঞান প্রদান করে। তারা এই ভ্রমনে বাগান মসুফিরান পরেশনাথ মন্দির হরিন পার্ক জলের মনোরোম দৃশ্য ভ্রমনের অনুভব পেয়ে থাকে।

৫.3) উপসংহার

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকালে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অভূতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব বৈচিত্রের খোঁজ এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্নতার ভরে উঠেছিল। এখানেই আমি জলপথেও ~~আমি জ~~ ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ন অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো শিক্ষাকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন সুযোগ পেলে আগামী বছর এইরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন জরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়া জন্য

এছাড়া ও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাই মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থ প্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সন্তু দাস মহাশয় কে কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান সমস্ত বিষয়ে সাহায্যে বন্ধু ~~সুলভ~~ সুলভ আচরন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা। প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

Ext
K.N.Y
31.07.23

ধন্যবাদান্তে

Barsha mandal

Government General Degree College Raibandh

Course title - Project work

Course code - AP/EDN/404/SEC-2

Name - Bhagyabati Hembram

UID No - 212312020 13

Registration no - 18941

Subject - Education (Programme)

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা

34

১. ভূমিকা :

" হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপি চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্র জীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর ভ্রমণই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমণটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমণ থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যই এই উপস্থাপনা।

১.১. শিক্ষামূলক ভ্রমণ:

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দলবেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরণের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমণ সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

১.2. শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন:

ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমণ আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমণে অনেক কিছু শিখার রয়েছে।

আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখন্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণ। কারণ, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড় - পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে, তাদের জীবন ধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ এর বিকল্প নেই।

১.৩. শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমণ বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারণ একমাই ভ্রমণেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিত এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী ভ্রমণকে অনেক কিছু দেখতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য দেখে। তারা নিজে জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শেখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

১.৪. শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য:

আমাদের এই বিষয়ের শিক্ষামূলক ভ্রমন ভ্রমণকে আলোচনার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাস্তবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

- একজন ছাত্রের আয়, ভবিষ্যতের পেশা এবং আগ্রহ-প্রভাবমূলক দিকনির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ

তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC)-এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

2.১. মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী:

1. কংসাবতী বাঁধ:

কংসাবতী বাঁধ, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস কথা বলে। বাঁধটির দৈর্ঘ্য 11 কিলোমিটার এবং তৎকালীন

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায় এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলের সোনার রশ্মি ফেলে তাকে রাঙিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে,

আপনি নিজের নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

2. মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট :

আপনি কি কখনও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন ?

মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং করুণ জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধু বান্ধবদের সাথে উচ্চমানের সময়ব্যয় করুন যেখান থেকে

আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের অভিবাদন পাবেন সাথে নীল জলে আকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। বিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপরে ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

3. পরেশনাথ শিব মন্দির :

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মাণের সময়, পৃথিবী খনন করে প্রতিমা-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখানে অনেক পাথরে প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেক গুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রি'

উৎসব সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে।

জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক যখন নেমে আসে, ধাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ণ দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি হয়। কমলা রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বল জ্বল করে এবং পাখিরা কিচির-মিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

4. হরিণ পার্ক:

বনপুকুরিয়া হরিণ পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কল-তান অনুভব করবেন এবং হরিণ নিশ্চিন্ত ভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুখুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরণ তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ছাউনি দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হালকা এবং ছায়ায় একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে।

বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং পুরোপুরি উপভোগ করুন। বনপুকুরিয়া গ্রামঘুরে দেখুন এবং উপজাতিদের কুঁড়ে ঘরে তাদের তৈরি চিত্রগুলি দেখুন।

৩. ভ্রমন বৃত্তান্ত :

৩.১. স্থান নির্বাচনের কারণ :

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা নাই শুধু চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নির্বাচন করার পেছনে কোন কারণটি মূখ্য বিদ্যমান। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য ভ্রমণের স্থানটি বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক দেখতে গেলে

মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূপ্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প, ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার সুযোগ সুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩.2. যাত্রাপথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা:

আমাদের কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অনার্সের 16 জন এবং প্রোগ্রামের 9 জন সহ মোট 25 জন ছাত্র-ছাত্রী মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের 20 তারিখ সকাল ৮-০৮ নাগাদ আমরা সকলে খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্য রওনা দিই।

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল মুকুটমনিপুর সেইখান থেকে লঞ্চে করে যাওয়া হয় ডিয়ার পার্ক এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর ট্রেকারে করে পরেশনাথ শিব মন্দির এবং মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্টে যাওয়া হয়।

৪. উপসংহার:

এই ভাবে জ্ঞানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অদ্ভুত পূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। মুকুট-মনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য্য, ব্যাপক জীব বৈচিত্র্যের শোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন এক সাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল।

এখানেই আমি জলপথে ও ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি ভ্রমণ আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

UNDER
BANKURA UNIVERSITY

Course Title - Project Work (Educational Tour)
Course Code- AH/EDN/405/SEC-2B

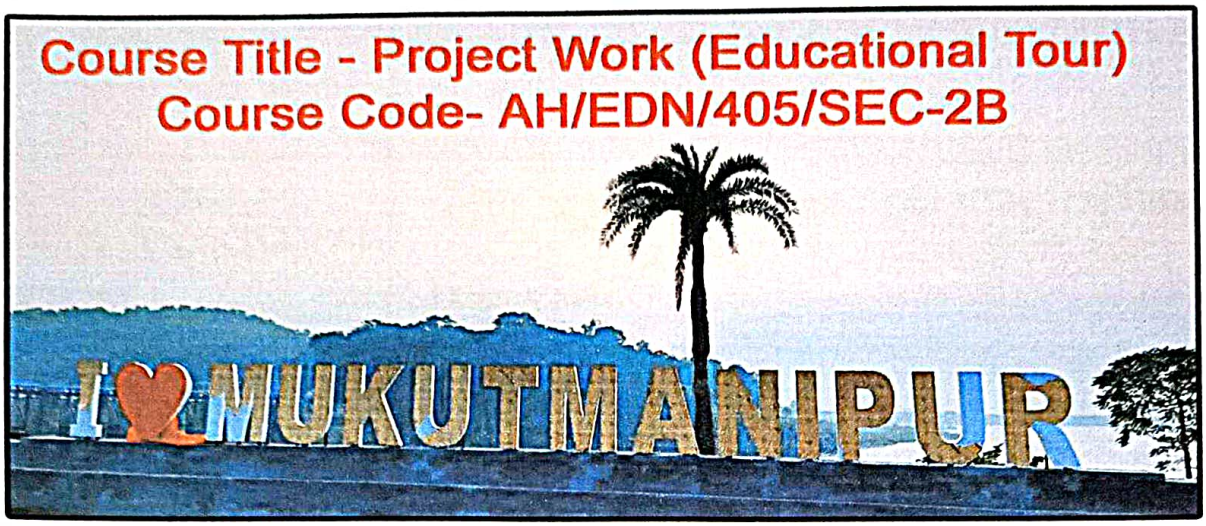

The Educational Tour was conducted and this report was preparred and submitted for the partial fulfillment of the syllabus of 4th semester

By :- DEBJIT MANDAL

UID - 21231102032 Reg No - 06868
Session- 2022-2023

	বিষয়বস্তু	P.No
1) শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভূমিকা	1.1 শিক্ষামূলক ভ্রমণ	2
	1.2) শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন;	2-3
	1.3) শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য.	3
	1.4 শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য:	3-4
2) আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ :-	2.1) মুকুটমুনিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী :-	4-6
3) ভ্রমণ বৃত্তান্ত	3.1) স্থান নির্বাচনের কারণ	7
	3.2) যাত্রাপথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা	7-8
4) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	4.1) ভূপ্রকৃতি সম্পর্কিত ও বিশ্লেষণ:	10
	4.2) স্থানীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা	10
	4.3) স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা গঠন;	10
5) সারসংক্ষেপ ও উপসংহার	5.1) সারসংক্ষেপ	11
	5.2) সীমাবদ্ধতা	11
	5.3) উপসংহার	11

আমি সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজে Principal Sir (Madhusudan Garain) অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই প্রকল্পটি অনুমতি দেওয়ার জন্য। Education department প্রধান শিক্ষক Susanta Barat, Partha Das Chaudhary, Sanju Das ধন্যবাদ জানাই। এই ৩ জন স্যারের সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্পটি করা সম্ভব ছিল না। এ জন স্যার আমাদের কে দায়িত্ব সহকারে ঘুরিয়েছেন শিক্ষাদান, বন্ধুর মতন আচরণ, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য। ~~এবং বাকি~~ এই ৩ জন স্যার কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং বাকি ছাত্র - ছাত্রীকে ধন্যবাদ জানাই - সাহায্য করার জন্য

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা

1. ভূমিকা :-

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময় আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চলালেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভে জীবনে এই সময়েই হয়ে শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হবে ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজনের ~~প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি~~ ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমণটি নিয়ে বিস্তারি আলোচনা এবং সেই ভ্রমণ থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

1.1) শিক্ষামূলক ভ্রমণ :-

আমারা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দলে বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরণের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমণ সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

1.2) শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন :-

ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমণ আমাদের নানা বিষয়ে বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমণে অনেক কিছু শিখার রয়েছে। আমারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে গ্যাঁন পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখণ্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণ। কারণ, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতায় কতগুলি রেখা নয়, এর বাইরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল

আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে ~~আমরা~~ আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রাকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ এর বিকল্প নেই।

1.3) শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবই ~~গুরু~~ গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমণ বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারণ একমাত্র ভ্রমণেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিচিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের পৃথিবি সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবির রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমণে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমণ সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

1.4) শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য:-

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ ~~সম্পর্কে~~ এ একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

- একজন ছাত্রের শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভামূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণথেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

২. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ:-

- আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC) - এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এইবছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই

বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান মুকুটমণিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২.১) মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী:-

২.১.১) কংসাবতী বাঁধ :- এই বাঁধ প্রায় ছকিলোমিটার দীর্ঘ, চারিদিকে বাঁধানো। বাঁধের শুরুতে আছে নৌকা ভ্রমণের বন্দোবস্ত। কংসাবতী বাঁধটি দেখতে বেশ সুন্দর। এই বাঁধ থেকে কয়েকটি গেটের সাহায্য জল ছাড়া হয়। বাঁধের উপরের খালটির মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। কংসাবতী বাঁধ ভালভাবে ঘোরার জন্য নৌ ভ্রমণেরও ব্যবস্থা আছে। কংসাবতী বাঁধের পাশে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় আছে আর পাহাড়ের ধাপে ধাপে আছে অনেক গাছ-গাছালি। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এখানে এসে ধরা পড়েছে। ভারতের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ আর্থ ড্যাম, অর্থাৎ মাটির বাঁধ এটি।

২.১.২) মুসাফিরানা ডিউ পয়েন্ট - কংসাবতী বাঁধ থেকে বেরতেই প্রথমে চোখে পড়ে মুসাফিরানা ডেউ পয়েন্ট সুন্দর করে সাজানো একটি টিলা যার উপর থেকে

মুকুটমণি পুরের অসাধারণ রূপ দেখা যায়। মুসাফিরানার দেয়ালে আঁক আছে বাঁকুড়ার সমস্ত দ্রষ্টব্য জায়গার ছবি।

২.১.3) পরেশনাথ মন্দির :- ছোট টিলার উপরে অবস্থিত পরেশনাথ শিবমন্দির। বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দির উঠতে হয়। এই অঞ্চলে লোক বলছিল নাকি এই ~~শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল~~ বোঁধ তৈরির সময় মাটি খুঁড়ে এই শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল। পরে এর মতই আরেকটি বড় লিঙ্গ তৈরি করা হয়। দুটিই এখন পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত আছে।

২.১.4) মোহনা :- মোহনা এখানেকার অন্যতম বোরার জায়গা। এই মোহনার বৈশিষ্ট হল এখানে কংসাবতী বা কাঁসাই নদী এবং কুমারী নদী এসে একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখানে থেকে নৌকা চড়ে নদীর উপরে যাওয়া যায়। নদী মোহনার ঐ পারেই বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক।

২.১.5) বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক - বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্কে একসঙ্গে অনেক হরিণ দেখা যায়। এছাড়া ময়ূর কিংবা বাঁজহাসত দেখা যায় এই বনভূমিতে। মুকুটমণিপুরের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

৩) ভ্রমণ বৃত্তান্ত:-

3.1) স্থান নির্বাচনের কারণ :-

মুকুটমণিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নির্বাচন করার হয় পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। এই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমণিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে প্রশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন ধারণাকে প্রমুখ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সমুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.2) যাত্রাপথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা:-

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স ও প্রোগ্রামের থেকে 27 জন সহ মুকুটমণিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ ও ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল বিগত জুলাই মাসের 19 তারিখে সকাল 8 টা নাগাদ আমরা সকলে যাত্রা পাম্প মেরে একটিত হয়ে মুকুটমণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

আমাদের প্রথম গন্তব্য দিল মুকুটমণিপুরের ~~[illegible]~~ সেইখান থেকে লৌকা করে যাওয়া হয় ডিয়ার পার্ক

3.2.1) নৌকা থেকে নেমে ~~[illegible]~~ কাঁচা রাস্তা হয়ে যাবার সময় দুদিকে ঘাসের সুবুজ বিশাল সুন্দর এক দৃশ্য

3.2.2) তারপর আমরা উঠি বনপুকুরিয়া গ্রামে ওখান থেকে ট্রেকারে করে ডিয়ার পার্ক যাই।

3.2.3) তারপর ~~[illegible]~~ কিছুক্ষণ পর ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাই।

রাষ্ট্রীবন্ধ সরকারী মহাবিদ্যালয়
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষামূলক ভ্রমণ

শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষামূলক ভ্রমণ
GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
XRGW+9CP, Bankura, Guyanala, West Bengal 722140, India
Lat 22.975638°
Long 86.845934°
20/07/23 08:12 AM
Google

4) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ :-

4.1) ভূপ্রকৃতি জ্ঞানলাভ :- আমরা যদি ~~[illegible]~~ এই tour না যেতাম তাহলে বুঝতে পারতাম না প্রকৃতি আমাদেরকে কত কিছু না দেখাই। ওখানকার মানুষের জীবন যাত্রা, ওখান কার শিক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদি.

4.1.1) স্থানীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি জ্ঞানলাভ :-

ওখানে বাসিন্দারা লোকরা সাধারণত নৌকায় ঘুরিয়ে, ট্রেকারে ঘুরিয়ে এবং হাতের শিল্প বিক্রি করে জীবন যাপন চালায়। এছাড়া যে সমস্ত [illegible] আসলে সে সময় ওখানকার বাসিন্দা, মাছ ধরে জীবন যাপন চালায়।

4.1.2) স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা পঠন :-

কন পুরিয়া গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। এখান কার ছেলেমেয়েদের কে হাই স্কুল যেতে হলে তেম পরিয়ে ঘাতড়া যেতে হয়। এবং কলেজেও ওখানেই।

(5) সার সংক্ষেপ ও উপসংহার।

=>

5.1) সারসংক্ষেপ :— কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রথমে ঘাতারা তার পর, ঘাতারা থেকে মুকুটমুনিপুর, মুকুটমণিপুর গিয়ে কিছু টিফিন করলাম তার পর ওখান থেকে বেরিয়ে নৌকায় করে চলে গেলাম ডিয়ার পার্ক। ওখান ~~থেকে এসে~~ ঘাত থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিলাম তার পর। দুপুরে খাওয়ার খেয়ে আমরা তার পর গাড়ি করে ~~[illegible]~~ পরেশনাথ মন্দির রওনা দিলাম। তার ~~[illegible]~~

K.N.M
31.07.23

Goverment General Degree college Ranibandh

Course titel - project work

Course code- AP/EDN/104/SEC-2

Name- Dharti Hembram

UId - 212312020 11

Registration NO- 18939

Subject - Education (Programme)

শিক্ষামূলক ভ্রমনের অভিজ্ঞতা রচনা

33

১. ভূমিকা:

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরছি আমি।"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও, মানুষ হিসাবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়ে হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতার কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষাই প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের চরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিক অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

১.১. শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজে, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমন সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

১.২. শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন?

ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক কিছু শিখার রয়েছে।

আমার স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখন্ড সমূহকে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়-পর্বত, অম্বুদ্র দেশে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই।

১.৩. শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন এরকমই ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি এবং ভিন্নধর্মী অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা তাঁ জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমন রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমন দেশপ্রেম বোধের জন্ম দেয়।

১.৪. শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য:

আমাদের এই বক্ষরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে বাস্তব বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাস্তিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের আগে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে অন্তযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।
- একজন ছাত্রের সঠিক, ভবিষ্যতের পেশা বেছে আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অস্বীকার্য।
- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাগৃহের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC) এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এইধরনের ভীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ডাইরেক্টর, শিক্ষক মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমণিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য অন্তর্ভুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

2.১. মুকুটমণিপুর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:

2.১.১. — ডেম ও গ্যারেজ
2.১.2 — মুসাফিরখানা
2.১.৩ — পরেশনাথ মন্দির
2.১.৪ — চিড়িয়াখানা
2.১.৫ — স্থানীয় শিল্পকলা

শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষা সফর

৩. ভ্রমন বৃত্তান্ত :

৩.১. স্থান নির্বাচনের কারণ :

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশি বিন্দু।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান। এই বারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান ~~জন্য~~ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটি বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনির একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুঠির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্ব পূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

এছাড়াও এই বছরের তীব্র দাবদাহ দূরবর্তী স্থানে ভ্রমনের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে।

০.২. যাত্রাপথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা :

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এর.... জন এবং প্রোগ্রামের ৩ জন সহ মোট ..... জন ছাত্র মুকুটমণিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের 20 তারিখ সকাল ৮টা নাগাদ আমরা সকলে খাতরা পম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

26/9/23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE
RANIBANDH BANKURA UNIVERSITY.

Course titel - Project work.
Course code - AH/EDN/405/SEC-2B (Education tour).

This education tour report was prepare and submitted for fulfillment of pass year Need of 4th Semester carriculum.

by
Dipika Murmu.

UID NO:- 21231102025.
Registration NO:- 06861 OF 2021-22.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রকল্পটির জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্যে, বহু সুলভ আচরন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে বন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

বন্যবাদান্তে
Dipika Murmu

-: সূচিপত্র :-

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
1	ভূমিকা	1
2	শিক্ষামূলক ভ্রমণ	2
3	ভ্রমণের উদ্দেশ্য	3
4	মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী	5
5	যাত্রাপথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা	6
6	ডেম ও গ্যারেজ	7
7	মুশাফিরানা	8
8	পরেশনাথ মন্দির	9
9	ডিয়ার পার্ক	10
10	বনপুকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	11
11	স্থানীয় শিল্পকলা	12
12	উপসংহার	13

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা :—

১. ভূমিকা :—

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতো গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করে আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যের এই উপস্থাপনা।

১.১. শিক্ষামূলক ভ্রমন:—

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমন সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

১.২. শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন:—

ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্যে করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিখার রয়েছে।

আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল-ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ন নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখন্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতকগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নীচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র দেখে

এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই।

১.৩. শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য:—

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিস্থিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

১.৪. শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য:—

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমন প্রকল্পের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পরিবারের পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার ভবিষ্যৎ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ করে।

- একজনে আগ্রহের সাথে, ভবিষ্যতের পেশা গ্রহণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী প্রকৃতি যথাযথ শিক্ষা সহকারে নিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের গন্ডিবদ্ধ আবদ্ধ বিদ্যা তাকে রাখতে পারে না। শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত সহকারে নিয়ে প্রকল্পে আগ্রহী আন্তরিকতার সাথে প্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তার শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমনের লব্ধ ডিগ্রিলব্ধি প্রকল্পে আগ্রহ সমগ্র জীবনে বিকাশ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2. আমাদের শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমন:—

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের Skill Enhancement course (SEC)-এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমন। প্রকল্পটি শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমনের ধারণা প্রকল্পে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তথা সমস্ত দিক বিচার করে এবং সর্বোচ্চ তার দিক সাধনায় রেখে দুই বছরের আমাদের বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বিষয়টি শিক্ষিকা মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রথমত প্রকল্পটি ফুলমন স্কুলগুলিতে আমাদের শিক্ষাকাঙ্ক্ষিত ফুলমনের জন্য সাংস্কৃতিক স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২.১- ঝুমুরবেলনিঝুর সংলগ্ন পূর্বতন তথ্যাবলি:—
একটি প্রকৃতি আদর্শ ভাবিয়ে যাওয়ার ঠিকানা যেখানে পাহাড়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতির বাঁকটি ঝুমুরবেল বা "ঝুমুরবেল" এর মতো ঘনত্বসমৃদ্ধ ছিলো আরো বেশিতে। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত, যার ভারত রঙের মোড়কযুক্ত "গাড়াভাবে" এর সেবাদেয়া আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত। নীল জলের নির্মল সুযোগ এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যে ধন্য, ঝুমুরবেলনিঝুর ঝুমুরবেল বন এবং ছিলা ঘোরা গুরু লুকানো গল্পের ঝুমুরবেলনিঝুর বাঁধটি পাহাড়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রবল কানিভ্যুকর্কিকরন থেকে দূরে ঝুমুরবেলনিঝুরের একটি আলো এখনও ঔপজাতীয় সংস্কৃতির গর্বের কারণ করে এবং পর্যটকদের দর্শনীয় দর্শনীয় স্থান রয়। গুটি ফটোগ্রাফির জন্য স্বপ্নের গন্তব্য হিসেবেও বিবেচিত হয়। স্থানিদিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাঁকুড়ার রানী, আপনার ব্যস্ত সময়সূচির একঘেয়েমি দূর করার জন্য আপনাকে জুড়ির পক নিশ্চিত সময় আহ্বান করছে। আপনি যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন তবে আপনার জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য। গুটি বাড়ি যে আপনি ঘুরতে যেকোন ঘুরি ক্যামেরার থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারবেন না।

৩. প্রথম বক্তব্য:—

৩.১- ক্যামেরা নির্বাচনের কারণ:—

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তাঙ্গনমিশুর আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বন্যার প্রোজেক্টে যেসব কয়েকটি সরকারি বিদ্যালয়ে। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সমস্যায় দেখা দিয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফলের স্থানটির যথেষ্ট পরিসর থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুক্তাঙ্গনমিশুর একদিকে যেমন প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে গভিয়ার বৃহত্তম আর্চির নদীবন্দর, স্থানীয় সুবিধা বিবেচনা সংস্কৃতি পূর্ণ স্থানটিকে গুরুত্ব দান করেছে। শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল।

0.2. যাতায়াত এবং থাকার ব্যবস্থা:—

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আমরা ৯ম ৬ষ্ঠ জন এবং প্রোগ্রামের ৪র্থ জন সহ মোট ২৭ জন ছাত্রছাত্রী মুক্তাঙ্গনমিশুর যাওয়ার জন্য সাজা নথিভুক্ত করেছিলে। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য বাইকার ভাড়া করা হয়েছিলে। বিগত ফুলাই মাসের ২০ তারিখে সকাল ৮ টা নাগাদ আমরা সকলে খাতড়া বাসস্ট্যান্ডে একত্রিত হয়ে মুক্তাঙ্গনমিশুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল একটি ছোটো দোকানে যেখানে আমরা সবাই হালকা টিফিন করি এবং সেই স্থান থেকে লঞ্চে করে যাওয়া হয় ডিয়ার পার্ক।

৩.২.১. ডেম ও গ্যারেজ :—

কংসাবতী বাঁধ, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। বাঁধটির দৈর্ঘ্য 11 কিলোমিটার এবং ততকালীন

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে সোনার রশ্মি ফেলে তাকে রাঙিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে, আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

৩.২.২. মুসাফিরানা :—

আপনি কি কখনও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন ?

মুসাফিরানার ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং করুন জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী/স্ত্রী এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে উজ্জ্বলমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ

রঙের অভিবাদন পাবেন সাথে নীল জলে আকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। বিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপরে ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতি ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

৩.২.৩. পরেশনাথ মন্দির :—

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মাণের সময়, পৃথিবীর খনন করে প্রতিমা-টি

পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমান হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রি' উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে, বাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ণ দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। কমলা রঙের গাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

৩.২.৪. ডিয়ার পার্ক :—

বনপুকুরিয়া হরিন পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিন নিশ্চিতভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে।

বনপুকুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ফাউনি দিয়ে আসে এবং রাস্তার হালকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে। বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং পুরোপুরি উপভোগ করুন। বনপুকুরিয়া গ্রাম ঘুরে দেখুন এবং উপজাতিদের কুঁড়ে ঘরে তাদের তৈরি চিত্রগুলি দেখুন।

মুকুটমনিপুরের বনপুকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩.২.৫. স্থানীয় শিল্পকলা :—

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার মুকুটমনিপুরের বিখ্যাত তার টেরা কোটা শিল্পের জন্য এখানে প্রসিদ্ধ জিনিস হল মাটির হাতি, ঘোড়া, তাছাড়া কাঠের ঘোড়াও পাওয়া যায় এখানে। স্মৃতি হিসেবে এখানে হস্তশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়।

এছাড়া এখানে নানা রকম ব্যাগ পাওয়া যায়। এবং এখানে বিখ্যাত এবং স্মৃতির জিনিস কিনতে গেলে ভালো কাদর পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়।

৪. উপসংহার :—

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অদ্ভুতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব বৈচিত্রের শোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্নতায় ভরে উঠেছিল।

এখানেই আমি প্রথম জলপথের ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ন অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

K.N.Y
31.07.23

Government General Degree College At Ranibandh

Under. Bakuna University

Course Tittle : Project Work (Educational Tour)

Course Code : AH/EDN/405/SEC-2B

Course ID : ~~40215~~ 40225

This educational tour report was Prepared and Submitted from fulfilment of partial need of 4th Semester Curriculum.

By

Durga Das

~~UID - 2123110~~2030

UID - 2123102030

Reg No - 06866 of 2021-22

Sec - 2022-2023

:- কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন সরকার স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিদ্যালয় প্রধান মাননীয় সুকান্ত বরাট মহাশয় এবং বিদ্যালয় শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারন তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বন্ধু সুলভ আচরন করে ~~তোলা~~, শিক্ষক - ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক নির্দেশ দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি সঠিক রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে

Durga Das

-: সূচিপত্র :-

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
1	ভূমিকা	1
2	শিক্ষামূলক ভ্রমন	2
3	শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য	3
4	আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন	4
5	ভ্রমন বৃত্তান্ত	4
6	সবেশনাথের শিব মন্দির	4
6	মুসাফিরখানা	5
7	বনখুকুরিয়া জোর পার্ক	6
8	ভ্রমন বৃত্তান্ত	7
9	ভ্রমনের সুবিধা	9
10	ভ্রমনের অসুবিধা	10
11	ভ্রমনে পরিকল্পনা	8
12	ভ্রমনের সমালোচনা	11
13	উপসংহার	12

শিক্ষামূলক ভ্রমনের অভিজ্ঞতা রচনা :-

ভূমিকা :-

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।"

মানব জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবন জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমস্ত জীবনব্যাপী চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

মানবজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। মানবজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর সার্থকতায় একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানবজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও তাই বছর শুরুতেই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা তুলে ধরার আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

শিক্ষামূলক ভ্রমন :-

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে ভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমন সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন :-

ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিখার রয়েছে।

আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল; ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখণ্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন, পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ; পাহাড় - পর্বত; সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই।

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য :-

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমনে তাৎপর্য :-

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গুলির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

- একজন ছাত্রের শব্দ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভামূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনিক ভ্রমন :-

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের তৃতীয় সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC) এ প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর জন্য অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষাঙ্গনিক ভ্রমন। ভ্রমণটি শিক্ষাঙ্গনিক ভ্রমনের দ্বারা ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ তথা সমৃদ্ধ যদিও সেই সকলের মধ্যে মুখ্যমুখী তাৎপর্য আছে। তাই সব দিক বিবেচনা করে এবং ঐতিহ্যের তীব্র দাবদাহের মধ্যে কোন কিছুটি সমন্বয় করে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মন্ডলী ও কর্মচারীদের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার চারটি ভ্রমন স্থান শুরুটসনিষ্ঠুর আমাদের শিক্ষাঙ্গনিক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

১) শুরুটসনিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ভ্রমণাবলী :-

১.১) সরেশনাথ শিব মন্দির :-

সরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির চারপাশে স্থানীয় মানুষের বসবাস একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান। একটি নিস্তব্ধের সময় ; চুম্বিতা বলল করে প্রতিক্রিয়া-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি ঐতিহ্য সাংস্কৃতির ভ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখানে অনেক মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবেন এবং লোকের মুখ তারে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই ঐতিহ্য দেবতাদের। কিছু মানুষ সেখানে আসেন একথা বিবেচনাতে উৎসব উদযাপন করতে। আপনি সেখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের মেঘ দৃশ্য পাবেন। অভিভূত হওয়ার সময়।

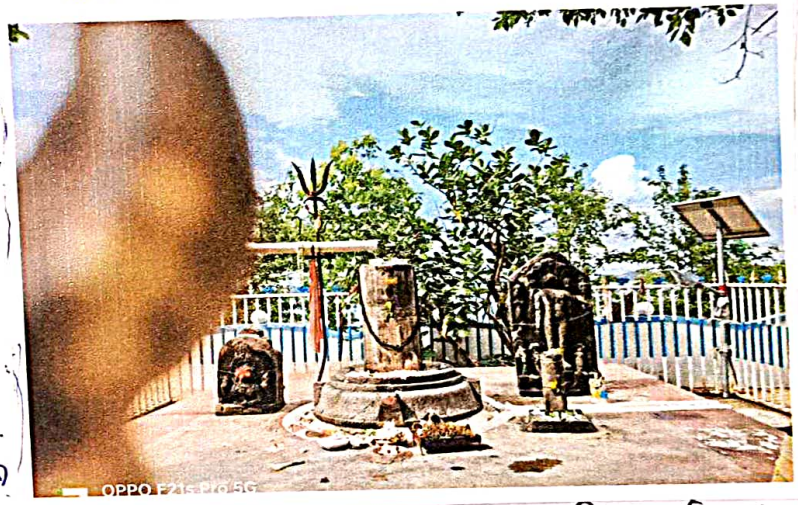

সরেশনাথ শিব মন্দির

ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জলন্ত বলটি সরাসরি জলে নেমে আসে, কর্মের মধ্যে তার প্রতিবিম্ব একটি সমৃদ্ধ দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। কমলা রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাড়ার দিকে উড়ে যায়। একটি সম্পূর্ণ মন সাড়া চলাচলের জন্য।

থ মুসাফিরানা :-

মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং করুন জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করাতে বাধ্য করবে। বিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপরে ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

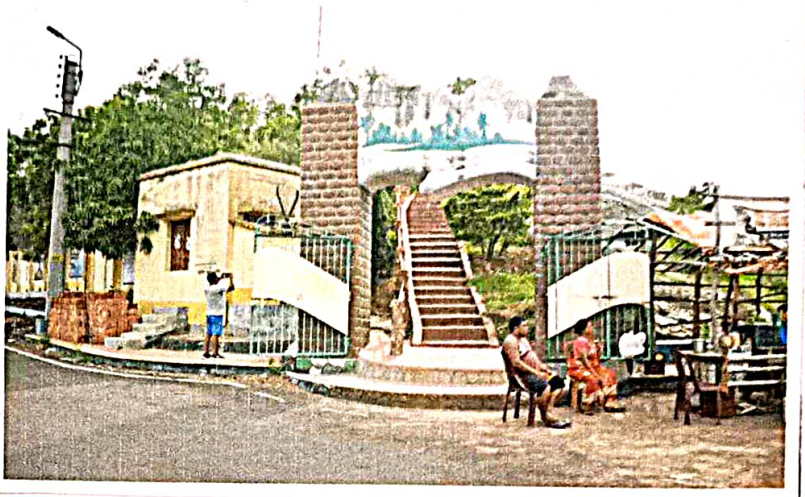

মুসাফিরানা

৩) বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক :-

বনপুকুরিয়া পার্ক পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। পার্কটি 12 কর জুড়ে বিস্তৃত এবং হরিন, ময়ূর এবং খরগোশ সহ বিভিন্ন প্রানী এবং পাখির আবাসস্থল। এটি 1980 সালে বন বিভাগ দ্বারা এলাকার হরিন জনসংখ্যা সংরক্ষনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শনার্থীরা পার্কের চারপাশে 'শান্তিপূর্ন' হাঁটা উপভোগ করতে পারে এবং তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে প্রানীদের পর্যবেক্ষন করতে পারে। পার্কটিতে একটি ছোট ও হ্রদও রয়েছে; যা এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বনপুকুরিয়া পার্ক প্রকৃতি প্রেমী এবং বন্যপ্রানী উৎসাহীদের জন্য একটি অবশ্য।

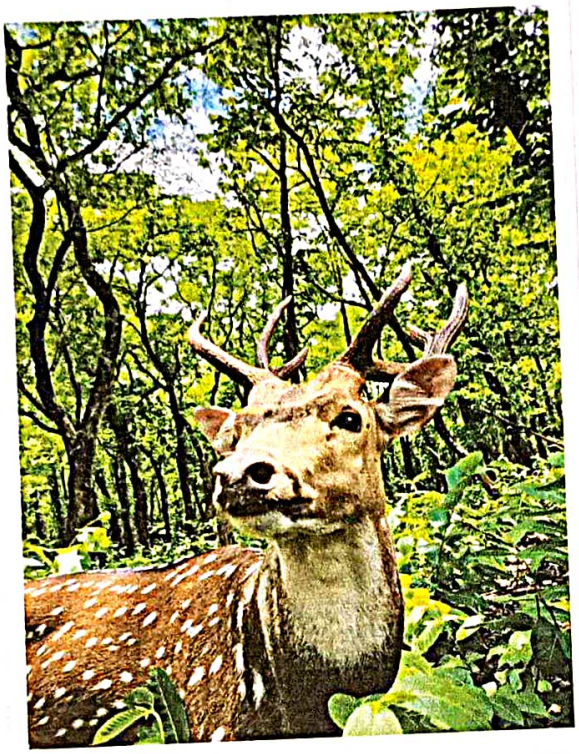

ডিয়ার পার্ক

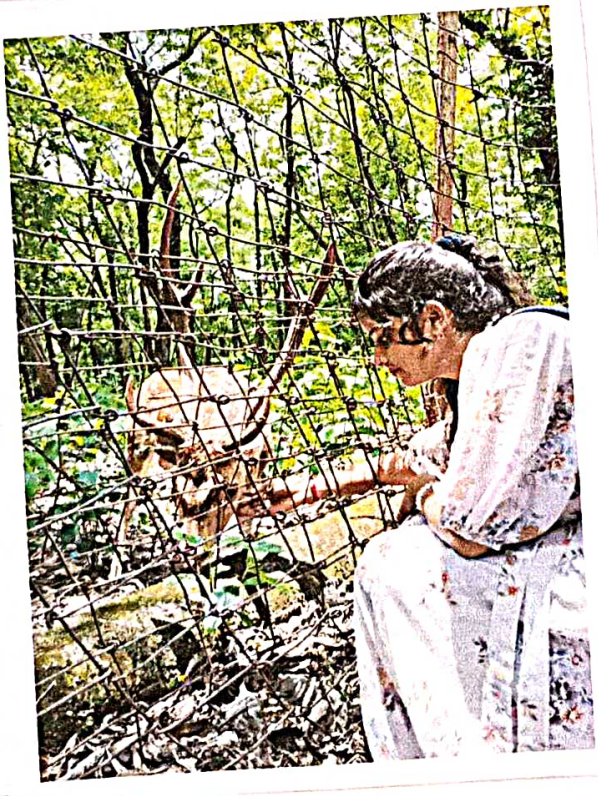

ভ্রমন বৃত্তান্ত :-

1) স্থান নির্বাচনের কারন :-

"বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি নিসিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতি দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্ব পূর্ন করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকায় শিক্ষায় সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২) যাত্রাপথ এবং ভ্রমন পরিকল্পনা :-

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এর '১৪' জন এবং প্রোগ্রামের '৪' জন সহ মোট '২৫' জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো '৩' জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য 'ট্রেকার' ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের '১৭' তারিখ সকাল '৪' টা নাগাদ আমরা সকলে খাতরা পাম্প মোরে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্য রওনা দিই

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল
মুকুটমনিপুর স্টেশন থেকে লঞ্চে করে যাওয়া হয় ভিয়ার পার্ক।

-: ভ্রমনের সুবিধা ও অসুবিধা :-

4.1/ সুবিধা :-

① আনন্দ-বিনোদন লাভ :- ভ্রমনকারীর নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে গিয়ে অনেক আনন্দ পান। ভ্রমনের ফলে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পায় এবং অমূলক চিন্তা - ভাবনা দূর হয়।

② পরিবারের সাথে সময় কাটানো :- অনেকেই আছেন চাকুরি জীবন নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন যে পরিবারের সদস্যদের সময় দিতে পারেন না। আবার পরিবারের মা-বাবা উভয়েই চাকুরি করলে তো এ সমস্যা আরও প্রকট হতে পারে। তাই ছেলেমেয়ে সহ পরিবারের সাথে একান্ত কিছু আনন্দ সময় কাটাতে মাঝে মাঝেই ছুটি নিয়ে পর্যটনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত।

③ সুস্বাস্থের জন্য :- পর্যটনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। আবদ্ধ আবহাওয়া থেকে কিছুদিন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলে শরীর সুস্থ থাকে। হৃদপিণ্ড সাজারি, অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন, লিভার প্রতিস্থাপন, অস্থির সাজারির পর অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারগন ভ্রমনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

④ বন্ধু তৈরি :- পর্যটনের দ্বারা নতুন নতুন মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ মেলে। এতে নতুন নতুন বন্ধুত্ব তৈরি হতে পারে।

⑤ শিক্ষা :- ভ্রমনের ফলে সংশ্লিষ্ট স্থান ও দেশের ভাষা শেখার সুযোগ হয়। এছাড়াও বেউ চাইলে বিদেশে গিয়ে সেখানকার নানা কাজকর্ম শিখে আসতে পারেন।

⑥ স্মৃতি জমানো :- ভ্রমনের ফলে মনের ভেতর নানা স্মৃতি জমা হয়। ক্যামেরায় ছবি হয়ে সেই স্থানের স্মৃতি যুগযুগ ধরে জমা থাকতে পারে।

1.2| অসুবিধা :-

① অর্থ খরচ :- ভ্রমনের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে পারে। যাতায়াত, আবাসিক ও খাবার ইত্যাদি জন্য প্রচুর খরচ হতে পারে। তবেবে বিদেশ ভ্রমনে ভিসা জাহাজের প্রয়োজন হলে খরচ তারও বেশি হয়ে থাকে।

② লুটপাটের ভয় :- অনেক দর্শনীয় কিন্তু নির্জন স্থান অপরাধদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কাজেই নির্জন স্থান একাকী ভ্রমন না করাই উত্তম। এছাড়াও সতর্কবার্তা দেওয়া থাকলে সেগুলো অবিশ্বে চলার চেষ্টা না করাই ভাল।

③ দূষন বৃদ্ধি :- অবৈধ ও অবৈধ অপরাধ কোনো স্থানে ভ্রমনের জন্য গেলে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হতে পারে। তাছাড়াও অনেক সময় প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়।

④ সময় নষ্ট :- অনেক সময় ভ্রমনের জন্য ১৫-২০ দিন সময় লাগতে পারে। এই সময়ে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব হত।

-: ভ্রমনের পর্যালোচনা :-

বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি সুন্দর এবং ভ্রমনযোগ্য এলাকা। মুকুটমনিপুর হলো এই জেলার একটি মহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ পর্যটন স্পট।

মুকুটমনিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৃহত্তর হিমালয়ের পাহাড় এবং নিচু নদীর দৃশ্য দর্শনীয়। যাত্রীরা বৃহত্তর প্রাকৃতিক রসোয়া উপভোগ করতে পারে এবং সুন্দর ফুলের বাগানে ঘুরতে পারে।

মুকুটমনিপুর ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের সাথে বৃহত্তর প্রাকৃতিক বাস্তবতা বৃদ্ধি করা যায়। প্রাকৃতিক ভ্রমন স্পষ্টভাষিত অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং অত্যংশ সময় দ্বিধা থাকে না। তারা এই ভ্রমনে বাগান, হাওড়া রাইড, ট্রেকিং, ভ্রমনের অনুভব পেয়ে থাকে।

মুকুটমনিপুর একটি প্রাকৃতিক বিশ্রামগ্রাহ এবং সৌন্দর্যের জন্য অনুকূল ভ্রমন স্থান। এই ভ্রমনে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং শান্তি উপভোগ করতে পারে এবং নতুন দৃশ্য ও সংস্কৃতি অনুভব করতে পারে।

৮।) উপসংহার :-

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অভূতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব বৈচিত্র্যের শোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভয়ে উঠেছিল।

এখানেই আমি জলপথেও ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ন অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

Ext
K.Roy
31.07.23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE

AT RANIBANDH

UNDER

BANKURA UNIVERSITY

COURSE TITLE - Project Work (Educational Tour)

Course code- AH/EDN/405/SEC – 2B

The Educational Tour Was Conducted and this report was prepared and submitted for the partial fulfillment of the syllabus of 4th semester.

BY-

JAGANNATH DAS

UID-21231102011 REG NO- 06847

SESSION -2022-2023

আমি সব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন জয়াই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটির করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

তাছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় প্রার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যাহরিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য বন্ধু সুলভ আচরন করে ~~তোলো~~ শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলো; প্রকল্প রচনা জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না ~~কা~~ কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে

Jagannath Das.

১। ভূমিকা:

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনে এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রদের ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও মানুষ হিসেবে নিজেরে চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনে শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনে প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

1.1 শিক্ষামূলক ভ্রমন কী :-

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দল বেধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের গনিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। তাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে বাসংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারে যে ভ্রমনের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক ভৌগলিক ইত্যাদি বিষয়, সম্বন্ধে জানতে পারি তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমন বলে।

1.2) শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমনে উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন বর্তমান শিক্ষায় একটি অবশ্যিয়ার অংশ হিসাবে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক, পরিচিতি এবং সাধারণ জীবিকাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কিছু।

বিভিন্ন শিক্ষায়। এরা অবাক হয় পৃথিবীর বুকে বিচিত্র দেখে এরা ভাবতে থাকে যে তাদের কিছু শিখতে হবে। যেমন ঝাড়ে দেখ প্রেম স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃত দেখ ভ্রমন সৌন্দর্য বোধকে জাগ্রত করে।

1.3) শিক্ষামূলক ভ্রমনে তাৎপর্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য অনেক পরে করার পূর্বে মানুষ বিভিন্নভাবে জাতির জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাস্তব তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

* একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সামনে বিদ্যালয় জীবনের পরিবেশ পরিস্থিতি সৌন্দর্য এই ভাবনায় মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে বিশ্বপ্রকৃতির যে সম্ভোগ জগৎ ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে ভাবপ্রবণতা,

* একজন ছাত্রের আজ ভবিষ্যতের পেশা ও জীবন-প্রতিষ্ঠামূলক সিদ্ধান্ত নির্বাচনে ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

* শিক্ষার্থী একটি সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে নিয়ে যা জানে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে কোনমতে পাশ করে। শিক্ষামূলক ভ্রমনে একজন ছাত্র অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ এবং স্থানীয় দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিত লাভ করে থাকে।

2.1 মুক্তাগাছিয়ার রাজবাড়ি সম্পর্কে পূর্বতন গবেষণা:-

2.1.1 মুক্তাগাছিয়ার রাজবাড়ি ময়মনসিংহ শহরের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদী-তীরে কাঙ্কারতী নদী-তীরে অবস্থিত যা বর্তমানে বিলাল জনে পরিণত।

2.1.2 মুক্তাগাছিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শন দেখার জন্য মুক্তাগাছিয়ার আগে যোগ করলে যায়না। মুক্তাগাছিয়ার থেকে দেখা যায় বিশাল জলাশয় জলে ভাসা নৌকা চলাচল ও মৎস্যজীবী ডাঙ্গা-জাল নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি দৃশ্যগুলো। এছাড়াও মুক্তাগাছিয়ার পাড় সুন্দর সুনাক জোর তোলা আয়না রয়েছে তাছাড়াও এখানে ঘুরিয়ে দিলে বন্ধুবান্ধব মিলে সময় কাটানোর এক অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

2.1.3 মুক্তাগাছিয়ার একটি বিশেষ মন্দির হল ব্রহ্মেশ্বর মন্দির, যা ময়মনসিংহ শহরী উল্লেখ্য স্থান জানা যায় মুক্তাগাছিয়া রাজবাড়ি নির্মাণের সময় আদি মন্দির ভেঙে দিয়ে এই মন্দির প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এছাড়াও এখানে, শিব রাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক সমাগম হয়। এছাড়াও এই মন্দির শিবের নিত্য পূজা হিসেবে সমাগম হয়। ও এর হিন্দুদের দেবতা ও পৌরাণিক দৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া মন্দির আদল বা স্থাপনা আদল সুন্দর প্রমন নিকষ্ণ রূপে গড়ে উঠেছে।

2.1.4 মুক্তাগাছিয়ার ভ্রমণের আরো একটি অন্যতম স্থান হল বনদুর্গাবাড়ি অবস্থিত রয়েল বাস। যা ওজনের ঈদের আগে ভাড়িয়ে তুলে। বনদুর্গাবাড়ি মুক্তাগাছিয়ার ঐতিহ্যবাহী মেলা নাম যেখানে হরিৎবার্তা অবস্থিত। হরিৎবার্তা যাওয়ার জন্য নৌকা নিতে হল নৌকা যোগে হতে মুক্তাগাছিয়া বিলাল জলাধার নৌকায় আমরা নৌকাতে নৌকি. বনদুর্গাবাড়ি যেখানে করোনাতে Corona যেতে হবে হরিৎবার্তা। হরিৎবার্তা আবার ঘনত আনন্দে হরিৎবার্তা। হরিৎবার্তা প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রাণ এক জিত হল হরিৎ যা এখানে দেখতে পাওয়া যাই যেখানে স্থানীয়ক-মুক্তাগাছিয়া অবস্থিত।

2.1.5) মুক্তাগাছিয়ার একটি বড়ো আকর্ষণ হজরত বড়ো এবং বোয়ালি মাছের মিলনমেলা। এটি মুক্তাগাছিয়া রাজবাড়ি সংলগ্ন অবস্থিত এই স্থানের মিলনোৎসব মেলা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। লোকেরা বলে, পীর হযরত শাহ সোলেমান এবং নিলিয়া প্রভৃতি দিয়ে ইতের কাছে ঢুলির উরস নিষিদ্ধ করে যাচ্ছে কিন্তু তেল করে লোকেরা মনোবিশ্বাস ফুলেশ্বর ইত্যাদি বাদ্য করে। মাঁছিয়া একটি আন্তর্জাতিক করা মোড়া এবং মনোরঞ্জন কাজের জন্য এটি বাণিজ্যিক কিন্তু ইত্যাদি স্থানীয় এই কাজসমূহ জন্য মুক্তাগাছিয়ার স্থানীয় লোকেরা মুক্তিপূর্ণ হয়ে।

3.0 প্রমন ধ্বান :-

Skin Enhancement Course (SEC) এ প্রত্যেক ওয়াক অন্তর্ভুক্ত বিষয় নির্মাণমূলক প্রমন, একটি নির্মাণমূলক প্রমনে ধারা একজন নির্মাণীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সমস্ত স্বচ্ছতা-বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশ পাবে। এই সব দিক বিবেচনা করে এবং এই বয়সের উপযোগী বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে। এই বয়স নির্মাণ-বিকাশ-সম্ভাবনা নির্মাণ সম্ভাবনা ও কর্মক্ষমতা উচ্চ থেকে যাচ্ছে। তাই প্রমন ধ্বান মূল্যায়নভিত্তিক নির্মাণমূলক-ধ্বান বিষয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.1 প্রমন ধ্বান নির্বাচন :-

মূল্যায়নভিত্তিক ধ্বান নির্বাচনে নির্মাণের বিষয় বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যধিক সীমার কারণে আমাদের দীর্ঘমেয়াদ প্রমন ধ্বান সূচি করতে হয় যেহেতু আমাদের নির্দিষ্ট ধ্বান মূল্যায়নভিত্তিক নির্মাণ হয় সেইকারণে নির্মাণমূলক প্রমনের ধ্বান নির্বাচনে বিশেষ কথা। নির্মাণীদের সার্বিক বিকাশের জন্য আমাদের ধ্বানটি যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন, সেই দিক থেকে বিবেচনা করে মূল্যায়নভিত্তিক ধ্বান নির্বাচন করা হয়েছে। দিক থেকে ও ~~বিষয়~~ আমরা, ঐতিহ্যগত দিক থেকে যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এই ধ্বানটিতে নির্মাণীর, স্থানীয় কৃষিজ-শিল্প ও ঐতিহ্যগত এমিয়ার বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। বিভিন্নমুখী উপাদানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্মাণীরা স্থানীয় এলাকার নির্মাণ-সুযোগসুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন করা ও কারণ-উপায় এই ধ্বানটি নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.2 মুহুরীনিষ্ঠ সম্প্রদায় বিভিন্ন- নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা:-

উত্তি-ওলতি- উপর্যা প্রকাশে

আওয়াজ বিশিষ্ট যেমন তাদের- দ্বিতীয় হরফ সাথে- বাঁকাটি- মুহুরী ও মতো হরফগুলোর নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত। দুটি- নীচে- অর্থের- অবস্থিত ঠোঁট মধ্যম হরফে- ঠোঁটযুক্ত- বাঙ্গিমাটি- ও- হরফগুলোর উচ্চারণে- বাঁকাটি- জন্য বিদ্যমান। নীল কলের- নিম্নের- প্রভৃতি- জন্য- চিহ্নিতকরণ হয়ে রয়েছে। মুহুরীনিষ্ঠ- কলমটি- তাদের- দ্বিতীয় হরফে- বাঁকা- চিহ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে- জন্য- নাসিক্যীকরণের- যেমন- ধ্বনি- মুহুরীনিষ্ঠ- এলাকা- নিম্নের এখানে- ত্রিকোণাকৃতির- অপভ্রংশের- কলমটি- খুব- চিহ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত, ঐতি- ঐতিহাসিক- অপভ্রংশের- কারণে- হিসাবে বিবেচিত হয়ে- মুনিদিষ্ট- ঐ- বলতে- বোঝে- বাংলা- ঐবী- উচ্চারণে- হয়ে সমস্ত- সৃষ্টি- একসেন্টের- উচ্চারণ- জন্য- উচ্চারণের- ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর- অমায়- অথচ- কথা।

4. <u>ভাষান- আংশ্রুত- বিচ্যুত</u> :

আঁকাবাঁকা- রেখার- মোটা- আয়তাকার- অংশ- কলমটি- উপরে- জড়মান- নৌকার- মত- মিলিয়ে- অবস্থান- প্রয়োজন- ঐ- দুটি- ভাষাগুলো- আদর্শ- ভাষাজ- মুহুরীনিষ্ঠ- প্রভৃতি- যেমনটির- হাতে- আনিয়ে- ভুলকে- ধ্বনাত্মিকে- তাই- মুহুরীনিষ্ঠের- ব্যাঞ্জনের- কলম- বলা- যায়- হরফের- যেমনটির- থেকে- দুই- অন্তত- দুই- দিকের- জন্য- অনুরাগের- ঐ- ভাষাও- মুহু- ভাষার- মুহুরীনিষ্ঠ- দুটি- কাল- ভাইরাস- অংশ- আয়াসের- দিয়েছিল- ঐ- থেকে- ভালোকের- বিভক্ত- অংশ- কিছু- নেই। ভাষাটি- অংশ- কুমারী- নীচে- আলোচনা- ছুলে- অবস্থিত- মুহুরীনিষ্ঠ- ধ্বনিগুলো- বাঙ্গিমিকের- মাঝারি- জেলার- একটি- গ্রাম- ও- বর্ণের- নকলের।

৪৪
৪১ পরিকল্পনা

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিভাগ থেকে অনার্স ৩য় বর্ষ ২য় জন ছাত্রছাত্রীর ৩ জন এবং মোট ২৭ জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে ও জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার বুক করা হয়েছিল বিনত ডুলাই সকাল ৭ টা নাগাদ আমরা সকলে খাতড়া বাসস্ট্যান্ড একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুর উদ্দেশ্যে রওনা দিই.

৪২ 42
যাত্রা শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির বিবরণ :-

আমাদের কলেজের তিনজন স্যার ও অন্যান্য ২৮ জন ছাত্রছাত্রীর ৩ জন। আমরা সকলে সকাল ৬ টা নাগাদ খাতড়া বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত হই এবং বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্রেকার রিজার্ভ করে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। মুকুটমনিপুর পৌঁছে প্রথমে আমরা ফিফিন করবার জন্য হোটেলের দিকে যাই তারপর ফিফিন সেরে চিলড্রেনপার্কে উপস্থিত হই। চিলড্রেন পার্কে জটি তোলা ও ঘোরাঘুরি সেরে ডিয়ারপার্ক যাওয়ার জন্য নৌকাতে করে যখন ডামে পৌঁছাই তখন সেখানে অনেক লোকের ভিড় ছিল। সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করে নৌকায় চেপে আমরা জলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হই, এবং সেই স্থানে কিছু সময় অপেক্ষা ঘোরাঘুরির পর, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই এবং সব শেষে আমরা নৌকায় চেপে আবার জলের এপারে নৌকায় করে হোটেল মুকুটের ফিরে আসি। পরেশনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পরেশনাথ মন্দির দর্শন করে আমরা মুখাভিরামায় এসে নৌকায় চড়ে অবশেষে মুখাভিরামা থেকে বাসস্ট্যান্ডে এসে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ শেষ করি।

4.2.1 ভ্রমণ ঃ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত খাতড়া মহকুমার রাণীবাঁধ ব্লকের অন্তর্গত একটি ভ্রমণমূলক স্থানের নাম হল- মুকুটমনিপুর। ভ্রমণ যেখানে প্রকৃতির আবরণ সৃষ্টি করেছে নদী ও জটিল ভূমিরূপ- যা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। ঝাড়খণ্ড বর্ডারের পার্শ্ববর্তী কংসাবতী নদী তীর কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে মুকুটমনিপুর অবস্থিত যা বর্তমান ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র যেখানে প্রতিবছর বহু মানুষ মুকুটমনিপুরে ভ্রমণে আসে।

মুকুটমনিপুর ভ্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মুকুটমনিপুর জলপ্রপাত। যা দুই নদীর সঙ্গমস্থলে জল পাথরের ওপরে পড়ায় দেখতে ঝর্ণার ন্যায়। এখানে গিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পাড়বয়াবক অবকাশের পাশ থেকে বাঁধানো রয়েছে। তবে এই জলপ্রপাতে স্নান করা নৌকা চালানো হাঙ্গামে যা আপনি সহজেই ঘোরে যেতে পারেন তবে ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ করতে পারেন না

4.2.2 সুসাজিরানা ঃ সুসাজিরানা ছিটে পথের থেকে মনোমুগ্ধকর জ্যামকালো সবুজ তবে কখন জলের ওপর সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এমন মাটোয়ারি ক্লিক করতে বাধ্য করবে। মাঝখান আকৃতির ঘেরের নীচের রঙে বন্ধুবান্ধব দের সাথে ছবিমানের সময় কাটান যে স্থানে হয়তে আপনি ঘোড়ে ভুলবেন সুন্দর কবির অভিবাদন করেন সাথে নীল জলে আকাশের প্রতিফলিত হয়ে দেখতে লাগবে। বিস্তীর্ণ জলরাশি সাথে পূর্ব গন্ধ ছড়িয়ে তবে জলের কলকল করতে শীতল বাতাস, লক্ষ্যের নীচে জলপ্রপাত উপর রৌদ্র চাঁদের আলোর প্রতিফলিত তবে প্রশান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে অনুভব করেন। আপনি অবশ্যই এমন সেরা প্রকৃতি অত্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য করবেন।

4.2.3 অবেমনাথ মন্দির:

অবেমনাথ মন্দির সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধাই নির্মাণের সময় পরিবর্তন করে প্রতিমাটি পাওয়া নিদেহিল এবং এটি ঠিকমত সংরক্ষণ প্রয়োজন ছিলো বিকোচিত হয়, আগনি যেখানে আসতে পারেন প্রতিমা দেখতে আসবে এবং লোকেরা হাঁটার নির্মাণ করে যে হয় কয়েকটি মূর্তি আছে বড় সাধু-সন্তদের মূর্তি আছে—যারা নিজেদের ইচ্ছায় চুনি সমুদ্র এমন আছে।

আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের দেখা পেতে পারেন। অন্তমিত হওয়ার সময় বীচ দিয়ে নীচে স্থান থেকে মুগ্ধ করে। জলের যেটি যখন-অবৈধ জল নেবে তখন বাঁধের সাধু-সন্ত প্রতিবিম্ব এটি-অসুন্দর দেখতে ইচ্ছা করে নেবে এবং একটি আকর্ষণ হয়ে উঠছে। বেলা বৃদ্ধি আসে মেয়গুলি-জলজল করে এবং নানিয়া বিভিন্নমিশ্রিত অবস্থা করে-আকাশ দূরে-যাওয়া নিচে উড়ে যায়।

4.2.4 ডিয়ার পার্ক:

বনদুমুরিয়া হরিণ পার্কটি পারিবারিক পারিবারে জন্য উন্মুক্ত ও উপযুক্ত জায়গা তাদের-এখানে প্রকৃতির কাছাকাছি উন্মুক্ত করবেন এবং হরিণ নিশ্চিন্তভাবে বনদুমুরিয়া দিকে এমন একটি বাচ্চা আজে ছেলেমেয়ে খেলতে ইচ্ছা তাদের দিয়ে এমন সুন্দর অনুভূতি সৃষ্টি করি আমাদের জন্মাই দিয়ে আসে। এবং বাচ্চা-হরিণ এবং জায়গা একটি-একটু ঠিক উঠে-করে। বনদুমুরিয়া গ্রাম ঘুরে দেখুন-এই উপজাতিদের কাছে যাবে-তাদের তৈরী জিনিসগুলি দেখুন।

আগে অনুরূপ করেছে, তাদেরকে অনেক প্রকৃতির অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

~~৬.২~~ ৫.২৫ প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলি :

বাঁকুড়া একটি বড় জেলা হওয়ায় এখানে ভৌগোলিক দিক নিদর্শনের প্রাচুর্য রয়েছে। লোকেরা বেলা বাঁধু নাচি, যোগ এবং দালির প্রচুর দিয়ে বৈচি করলেও দুলির ভিতরে তিনি নয়। আপনি এখানে সুযোগ পাবেন দেখানোর লিখের সাহায্য নিয়ে মিনি বাস্তুঘড়ি তৈরি করার জন্য বিখ্যাত। নিবারণ আবার দেখে থাকি মনসুনিয়া অনেকের বাড়ি দুলিতে বিভিন্ন কারুকার্য যা প্রতিনিয়তই আমাদের সৌন্দর্য বর্ধন করিয়ে থাকে। গ্রামবাসীদের বৈশিষ্ট গান ছাড়া এবং অন্যান্য লোকেরা কবিগিন্ন- দুলোর ইত্যাদির কাজ করে, বাঁকুড়া একটি আর্কাডিয়া আমি অনেক বাঁকুড়া যেয়ে প্রতি বোড়াশোর কারুকার্য দিয়ে, অনেকে যায়গায় মিউনি- পাথরের তিরী- যেখানে আমি লোকেরা দুলোমান, ঢলন ইত্যাদি।

⑤ প্রমাণের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ :—

5.1 সুবিধা.

বর্ণনাসম্মান : প্রমাণ দ্বারা একটি- দুই অপক্ষের লোকের অনুসন্ধান ও সংজ্ঞান হয়। যেমন- লক্ষন দুটি আসল বা নকল সহজেই পুরোপুরি- বর্ণনা লিখের- ঠিক- তিনি করে বলতে।

সুযোগের জন্য : প্রমাণ আইনে সুযোগ লাভ করা যায় আদালি আপত্তিকর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে প্রমাণ ব্যবহার প্রয়োজন হলে সহজে- সুযোগ আসে অর্থাৎ সময়ভাব- সহজে নিয়োগিত- ঠিক করা হয়।

বর্তুলিকী : প্রমাণের দ্বারা নতুন নতুন সাক্ষ্যের সময় দেয়া সম্ভব করা যায়। এক নতুন নতুন- বস্তুর তিনী হয় amp।

5.2 অসুবিধা:

অর্থ খরচ: প্রমাণের সময় প্রচুর- অর্থ হয় যে নানে অপরিহার্য যাতায়াত, আবাসিক ও খাবার ইত্যাদি জন্য প্রচুর খরচ হয় amp। প্রয়োজনীয় প্রমাণের যোগাড় করতে অনেক সময় লাগে যা ফলাফল বিলম্বিত হয়।

হয়রানি বৃদ্ধি : অনেক সময় দেখা যায় কোনো খারাপ প্রমাণের জন্য যেমনভাবে- সাক্ষিকে বারবার হাজির হতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় আসামি সাজা হয়। প্রতিপক্ষ আবার খুব দুঃখ হয়ে যায় প্রতিকূলতা। যেমন- ভিন্ন সাক্ষ্য খারাপ অনেক ভালো তথ্যদাতা না দেয়া প্রচুর- বস্তুর সাক্ষ্য যেতে amp।

সময়-তথ্য: অনেক সময় এলাকা- ভেদে ১৫-২০ দিন অন্তর লাগাতে থাকে। এই সময়ে হয়তো আবেক মুহূর্তুপূর্ণতায় অক্ষুন্ন হোল।

6. পর্যালোচনা ও উপসংহার :-

6.1 ভূপ্রকৃতি: বান্দুরা- ভূমিরূপ, মন-অরণ্য, স্থানে স্থানে খানে বিভিন্ন ল্যান্ডেমার্ক পাথর টিলা, মিলাগুড়- ইত্যাদি বাঁদুরা জেলার অতিরিক্ত অঞ্চলে ল্যান্ডেমার্ক ও বালিমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত পলিমাটিক বন্ধিমাটিক গঠিত হয়েছে মিলোন- মিলা দ্বারা। এই সমস্যাগুলি- জলাধার অধিক অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত পাথর ভাঙ্গ যেমন + সুন্দুনিয়া. ও সুন্দোমানিপুর পাথর-

6.2 নদ নদী: বাঁদুরা জেলার প্রধান নদীগুলিক দমলোদয় হুগোলেয়. ও ক্ষুদ্রাবতী। এই নদীগুলি পরস্পরের সাথে পূর্ব সমান্তরাল- ভাবে কাল অনুসার ভিত্ত- দক্ষিন থেকে উত্তর পূর্ব প্রবাহিত হয়েছে বর্ষাকালে- ভরা অন্যান্য সময় এই নদীগুলিতে স্বাভাবিক জল থাকে. তবে বর্ষাকাল সময় বন্যা হয়। কিন্তু শীতের সময় জল নাথাকে- তলে যায় এবং যা- মধ্য প্রবাহ হল সুন্দোমানিপুর. এই সুন্দোমানিপুর ক্ষুদ্রাবতী- ক্ষুদ্র নদী নীচ অংযোগায় নির্মিত হয় ১৯৫০ সাল- ভিত্তি

6.3 জলবায়ু: বাঁদুরা জেলায় জলবায়ু উষ্ণ ও মৃদু অক্ষুন্ন থেকে দূরে অবস্থিত হওয়াই এই অঞ্চলের জলবায়ু প্রধান ভাবাপন্ন হয়। উষ্ণ: গ্রীষ্ম ঋতু আদ্রতা ও সুস্থ বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের জলবায়ু বৈশিষ্ট্য- শীতকাল (নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী) শীতকাল (মার্চ-মে) বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) ও শরৎকাল (অক্টোবর-নভেম্বর) এই ঋতুটি ঋতু এই জেলার বিশেষভাবে লক্ষ্য ও হয়। গ্রীষ্মকালে- তাপমাত্রা 44°-45°c ও সর্বনিম্ন 15c তাপমাত্রা হয় এবং শীতকাল সর্বোচ্চ সর- 32°-33c সর্বনিম্ন 1°-3°c তাপমাত্রা থাকে।

(1)

Page-10

1.2

4.2.4

(2)
(3)

পথ নির্দেশিকা
মুকুটমনিপুর
মুকুটমনিপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা শাসক খাতড়
Government of West Bengal
I & W . D

4.2.5

4.23

4.2.1

3/07/23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE

AT RANIBANDH

UNDER BANKURA UNIVERSITY

Course Title – Project work (Educational Tour)

Course Code - AH/EDN/405/SEC-2B

Course ID - 40225

The Educational Tour Was Conducted and this Report Was Prepared and Submitted For the Partial Fulfillment of the syllabus of 4th Semester

.

By - JANARDAN MANDAL

UID - 21231102013 Reg No – 06849

Session - 2022-2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই - আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে কারণ উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। প্রকল্পের জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠীদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে

জনার্দন মণ্ডল

সূচিপত্র

Serial No/ ক্রমিক নাম্বার	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
1	ভূমিকা	1
1.1	শিক্ষামূলক ভ্রমণকী	1
1.2	শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য	2
1.3	শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য	2
2.1	মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী	3-4
3	ভ্রমণস্থান	5
3.1	ভ্রমণস্থান নির্বাচন	5
3.2	মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক বচনা	6
4	ভ্রমণ স্থান বিবরণ	6
4.1	পরিকল্পনা	8
4.2	যাত্রা শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলির বিবরণ	8
4.2.1	জাম ব্যারেজ	10
4.2.2	মুসাফিরানা	10
4.2.3	পরেশনাথ মন্দির	12
4.2.4	ডিয়ার পার্ক	12
4.2.5	স্থানীয় শিল্পকলা	14
5.1	ভ্রমণের সুবিধা	14-16
5.2	অসুবিধা	16

সূচিপত্র :-

ক্রমিক নাম্বার	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
6	পর্যালোচনা	16-17
6.4	উপসংহার	17-18
7	পরবর্তী ক্ষেত্রে এক্ষণের জন্য সুপারিশ	18
8	তথ্য সূত্র	19

~~photographer এর~~

Photography এর তালিকা

ক্রমিক নাম্বার	ফটোগ্রাফারের নাম	page
4	সুশান্ত বরাট স্যার	7
4.2	"	9
4.2.1	"	11
4.2.2	"	11
4.2.3	"	13
4.2.4	"	13
4.2.5	"	15

1. Introduction বা ভূমিকা :-

ছাত্রজীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও; মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কি বা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় শিক্ষা নয়।

ছাত্র জীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক ও বিস্তৃত সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর ভ্রমন স্থান হিসেবে মুকুটমনিপুর নির্বাচিত হয়েছিল। সেই মুকুটমনিপুর শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

1.1 শিক্ষামূলক ভ্রমন কী :-

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দল বেধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে বা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারে যে ভ্রমনের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক ভৌগলিক ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমন বলে।

শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের উদ্দেশ্য :- শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমন বর্তমান শিক্ষার একটি অপরিহার্য, কিন্তু অনুচ্চারণে খুঁটিতে দেখানো। কোন প্রক্ষেত্রে ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পুথিবীর প্রাকৃতিক পারিবেশ, ঐতিহাসিক, পারিপার্শ্বিক এবং মেয়ানদের আবিবাসীদের জীবন যাত্রার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পুথিবী সম্পর্কে আরো কিছু

ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পুথিবীর রূপ বৈচিত্র্য দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের চিন্তু শিক্ষার বাহিরে রয়েছে। এমন রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "প্রকৃত দেশ প্রেম এমন যৌক্তিক বোধের জন্ম দেয়।"

1.3 শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের তাৎপর্য :-

শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের তাৎপর্য আলোচনা করা

করার পূর্বে মানুষ বিকাশে ছাত্রদের জীবনে শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের বাস্তবে তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

① একটি শিক্ষাসুলভ ভ্রমন একজন ছাত্রের জন্য বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পুথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে বিশ্বপ্রকৃতির যে অনুসন্ধান গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে অত্যন্ত

② একজন ছাত্রের কাছে, একটিয়ে তার শেখা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠানুলভ দৃষ্টিভঙ্গি বিনোদনের ক্ষেত্রেও শিক্ষাসুলভ ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

③ শিক্ষার্থী একটি সমস্যা শিক্ষার সময়ের মধ্যে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকায় তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষাসুলভ ভ্রমনে একজন ছাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বিপ্রহরে, পুলকায়, পরিবেশ তথা প্রয়োজনীয় মানুষের নৈতিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী :

২.১.১ মুকুটমণিপুর ঝাড়খণ্ড বর্ডারের পার্শ্ববর্তী কংসাবতী নদী এবং কুমারী নদীর সংযোগ স্থলে মুকুটমণিপুর অবস্থিত যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। এছাড়াও মুকুটমণিপুর বিশাল জলে পরিপূর্ণ।

২.১.২ মুকুটমণিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির আশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্য মুসাফিরানা সব থেকে ভালো জায়গা। মুসাফিরানা থেকে দেখা যাবে বিশাল, অগাধ জলে নৌকা চলাচল ও সূর্যের অস্ত যাওয়া, উদয়ের দৃশ্যকে! এছাড়াও মুসাফিরানাতে সুন্দর সুন্দর ছবি তোলার জায়গা রয়েছে। তাছাড়াও এখানে ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধব দের নিয়ে সময় কাটানোর এক অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

২.১.৩. মুকুটমণিপুর একটি বর্মীয় মন্দির হল পরেশনাথ মন্দির। যা মহাদেবের একটি উন্মুক্ত স্থান। জানা যায় মুকুটমণিপুর বাঁধটি নির্মাণের সময় মাটি খনন করতে গিয়ে এই শিবের প্রতিমাটি পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক মানুষের সমাবেশ হয়। এছাড়াও এই মন্দিরে শিবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা থাকে। এই মন্দির থেকে সুফাস্তের ও সূর্য উদয়ের দৃশ্য ও নৌকা পারাবারের দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয় থাকে যা স্থানটি আরো সুন্দর এমন পিপাসু করে তুলেছে।

1.4 মুকুটমণিপুর ভ্রমণের আরো একটি অন্যতম স্থান হল বনপুকুরিয়ার অন্তর্গত হরিণ পার্ক। যা ভ্রমণের ইচ্ছাকে আবার বাড়িয়ে তুলল। বনপুকুরিয়া মুকুটমণিপুর সংলগ্ন একটি গ্রামের নাম যেখানে হরিণপার্ক অবস্থিত। হরিণপার্ক যাওয়ার জন্য পাড়ি দিতে হয় নৌকা। নৌকায় চেপে মুকুটমণিপুর বিশাল জলধারা পেরিয়ে আমরা পৌঁছতে পারি বনপুকুরিয়া। সেখানে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ইঞ্জিন চলিত ভ্যান আর ভ্যান করেই আপনাকে যেতে হবে হরিণ পার্ক। হরিণেরা আপনাকে স্বাগত জানাবে। প্রকৃতির বিলুপ্ত প্রায় এক জীব হল হরিণ যা এখানে দেখতে পাওয়া যাই সেহেতু স্থানটির গুরুত্ব অপরিসীম।

2.1.5 মুকুটমণিপুরের একটি বড়ো অংশ ডোকরা এবং পোড়ামাটির মতো শিল্পকাজের সঙ্গে জড়িত। মুকুটমণিপুর সংলগ্ন মানুষ এই ধরনের শিল্পকলার মধ্যে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের তৈরী ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য তারা বিখ্যাত। এ লোকেরা বেল, ধাতু, শঙ্খ, খোল এবং বালির প্রস্তর দিয়ে তৈরী কারুকার্যগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কিছু তৈরী করে। এ লোকেরা কাঠমিস্ত্রি, কুমোর ইত্যাদির কাজ করে। বাঁকুড়ার একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে বাঁকুড়ার ঘোড়া এটি পোড়ামাটির কারুকাজ করা ঘোড়া এবং দশকবার তাসের জন্য ঐতিহাসিক চিত্র ইত্যাদি। স্থানীয় এই কারুকার্যের জন্য মুকুটমণিপুর স্থানটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

3. ভ্রমন স্থান (Place of Tour) :- আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement course (SEC) - এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক মণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.1. ভ্রমন স্থান নির্বাচন :-

মুকুটমনিপুর স্থান নির্বাচনের পিছনের বিশেষ কারন হল গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ। অত্যাধিক গ্রীষ্মের কারনে আমাদের দীর্ঘপথের ভ্রমন স্থান গুলি বাতিল করা হয়। সেহেতু আমাদের নিকটবর্তী স্থান মুকুটমনিপুর নির্বাচিত হয়। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য। অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ন করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

6.2 মুড়েটমানিপুর অঞ্চলের বিভিন্ন ভিউপয়েন্ট বর্ণনা :-

এটি একটি অনুর্বর হাবিয়ে যাওয়ার বিচিত্রতা মেঘালয় রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলার কাঁকরি 'মুড়েট' এর মতো রহস্যময় টিলা দ্বারা বেষ্টিত। মুড়েট নদীর অস্ত্রীয়ন উর্বরভূত, এটি মরুভূমি রাতির মোড়কযুক্ত কাস্ট্রোফার্মাট এর নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তির কাঁকরি জন্য বিখ্যাত। নীল আলোর নিম্নে প্রচ্ছাদিত এর, দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। মুড়েটমানিপুর কাকরি অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাঁকর হিসেবে বিবেচিত হয়। পিছে এর, বানিজ্যিকীকরণের কারণে মুড়েটমানিপুরের একটি অংশ এখনও উপজাতীয় অধিকারের দাবি রাখে এবং সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত। এটি মরুটোরিজমের জন্য সম্ভাবনাময় হিসাবেও বিবেচিত হয়। অ্যাডভেঞ্চারিস্ট লোকে বলা যেতে পারে, কাঁকড়ের রানী। আপনার বন্ধু ভ্রমণপিপাসুদের এক্সপেডিশন লোকের জন্য আপনাকে মুড়েটের প্রতি নিম্নত ভ্রমণ আমার অনুরোধ।

(b) যেমন অঞ্চলের বিবরণ :- আঁকাবাঁকা ছোটো ছোটো পাহাড় আর নদীর তীরে অবস্থিত নৌকা, এর বিশেষত্ব আপনাকে যেমনি মুগ্ধ করে তেমনি কাছে টানবে। এই মুড়েটমানিপুর। প্রচ্ছাদিত যেমন নিম্নে হয়ও আকাশের তুলোর মতো। এই মুড়েটমানিপুরকে কাঁকরের রানি বলা হয়। কারণের দেশলাগুলি থেকে কিছু অংশও দুই কিলোর জন্য অস্ত্রারমানুর মুড়েট পর্যন্তও ঘুরে আসাই মুড়েটমানিপুর থেকে। তুল তুলসী আর পাহাড়ের বিশ্লেষণ এর থেকে অনুপম বিভিন্ন আর কিছু নেই। ড. আবতী আর ও ছুমারী নদীর অ্যাম্ফিথিয়েটারে অবস্থিত মুড়েটমানিপুর পাকিস্তান কাঁকর, কাঁকড়া তোলার একটি প্রধান ও সর্বোচ্চ কেন্দ্র।

• খাতড়া পাম্প মোড়ে স্যারদের সঙ্গে আমরা।

৭। শারীরিক্ষা:

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিভাগ থেকে আমরা এবং ২৮ জন ও বোটানির কুমু ৩ জন মহ মোট ৩৭ জন মহা মুক্তাঙ্গনমুক্ত যাওয়ার জন্য নাম নাম্বারেন্ট করেছিল। আমাদের অর্ডার ও জন বিশ্বাসের যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকা করা হয়েছিল। নির্ধারিত তারিখেই ক্লাসের পর বিকাল ৮টার সময় আমরা সকলে ঘাতড়া স্যাম্পু মোড়ে একত্রিত হয়ে মুক্তাঙ্গনমুক্তের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

৮। যাত্রা শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির বিবরণ:

আমাদের কলেজের তিনজন স্যার ও অনার্সের ২৮ জন প্রভৃতি বোটানির ৩ জন। আমরা মোট ৩৭ জন ঘাতড়া স্যাম্পু মোড়ে উপস্থিত হই। এবং স্যাম্পু মোড় থেকে ট্রেনের রিজার্ভ করে মুক্তাঙ্গনমুক্তের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। মুক্তাঙ্গনমুক্তে পৌঁছে প্রথমে আমরা টিফিন করবার জন্য হোটেলের দিকে যাই তারপর টিফিন শেষে চিলড্রেন পার্কে উপস্থিত হই। চিলড্রেন পার্কে ঢুকে তেলা ও ঘোরাঘুরি শেষে দক্ষিণ পার্কে যাওয়ার জন্য নৌকা করে যাই সারা পথ হৈ হুল্লোড় করতে করতে ও গান গাইতে গাইতে ওপারে পৌঁছাই। ওপারে গিয়ে ইফ্তার করি ও ওখান থেকে নৌকায় চেপে আমরা ঐ কূলের ওপার প্রান্তে পৌঁছাই। এবং ইফ্তার করে আমরা আবার দক্ষিণ পার্কে ঢুকি। ঘোরাঘুরির পর আমরা প্রথমে বিশ্রাম নেই। কেউ আবার নৌকায় চেপে ওপারে কূলের এপারে নৌকায় বসে। তারপর হোটেলে ডিনারের ব্যবস্থা থেকে আমরা উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আমরা ফেরার সময় আমাদের বিভাগীয় প্রধান স্যার ও মুসাফিরখানায় এসে নৌকায় তখন অবস্থান করি। তারপর স্যাম্পু মোড়ে এসে আমাদের বিভাগীয় প্রধান স্যার

পথ নির্দেশিকা
ROAD DIRECTION OF TELIBERIYA RESERVOIR
মুকুটমনিপুর
মুকুটমনিপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা শাসক খাতড়া
Government of West Bengal
I & W . D

৭ পথ নির্দেশিকা

1) ভ্রমণ ও প্রকৃতি :- বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার বালীবাঁধ গ্রামের কাছাকাছি প্রথমেই নজর কেড়ে নেয় সুন্দর সুউচ্চ মনোরম। এমন যেখানে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি শালুক নদী ও শুশুনিয়ার অবস্থান যা মনমুগ্ধ প্রকৃতি প্রেমী খুঁজে পায়। কাঙমন্ত্র রক্তবের পার্শ্ববর্তী অজয়াদেবী নদী। অজ. কুমারী নদীর অবস্থানস্থলে সুউচ্চ মনোরম অবস্থিত যা বর্তমান পর্যটকদের আকর্ষণ সর্বাধিক কেন্দ্র যেখানে প্রতিবছর বহু মানুষ সুউচ্চ মনোরম প্রমন টানে আসে।

সুউচ্চ মনোরম প্রমনের একটি অন্যতম দিক হল সুউচ্চ মনোরম জলবিভা। যা সৃষ্টি নদীর অবাহিকা জুল জুল পাহাড়ের অবলম্বন হওয়ায় অনেকটা ধনুকাকারের ন্যায়। এইসকল আরো রমণীয়পূর্ণ হওয়ার জন্য পাহাড় বরাবর অরণ্যের শান্তিময় বাঁধিনো রয়েছে। এবং এই জলবিভাই প্রধান নৌকা চলাচল করছে যা আপনি অনায়াসেই চোখে দেখতে পাবেন এবং রমণিয়তে উপভোগ করতে পারবেন।

2) মুক্তাঝিরনা :-

মুক্তাঝিরনার দিকে পদক্ষেপ হলেই চোখে আনন্দঘন মুহূর্ত জমাগুলো অবশ্য এবং কেউ জলের আবার রমণীয়তা আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে কাটাবাটি বন্দিত করতে বাধ্য করবে। মুক্তাঝিরনা অবস্থিতির শেষের নীচে বয়ে বন্ধুবান্ধব দের অথবা উচ্চমানের অমল ব্যয় করুন সেখান থেকে আপনি চোখ জুড়ানো অবশ্য বর্ষার অবলোকন পাবেন অথবা নীল জলে আকাশের প্রতিচ্ছবি দুবি দেখতে পাবেন। বিস্তীর্ণ জলদুবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঁকিঝুঁকি এবং জলের উপরে ঝলমল করছে। শীতল বাতাস; নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রকান্ত পাহাড়িকা আপনাকে খুশির মুডে অনুভবে করবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অভ্যাকর্ষ প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

ড্যাম ও ব্যারেজ

মুসাফিরানা

3| পদ্মেশ্বরনাথ মন্দির :-

পদ্মেশ্বরনাথ মন্দির - মহাদেবের একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। কথিত আছে নিমাইচর জমিদার, স্বপ্নাদেশ পেয়ে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এবং প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে এখানে মেলা বসে। এখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকের মুখে শুনেছি যে, যে যেখানটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই নাকি জীবন্ত। বহু মানুষ এখানে আসেন মুহূর্ত বিবরণ উল্লেখ করুন।

আপনি এখানে এমন মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের দৃশ্য পাবেন, আকাশ হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে নিচুগুন্তর নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। আকাশ রঙটি যখন তরবিচে তুলে নেমে আসে, কাঁসেই মেঘে এর প্রতিবিম্ব এটি অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য তৈরী করে তোলে এবং একটি অসাধারণ দৃশ্য তৈরী করে। ছেলেরা ঘুড়ির আকাশ মেঘগুলি আলোকিত করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির করে আকাশ ঘুড়ে বাসায় ফিরতে ভীড় করে।

4| ② দ্বিতীয় পার্ক :-

বনপুকুরিয়া হরিণ পার্কটি পরিবারটি পরিবারের জন্যও উন্মুক্ত ও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এমনই প্রাণীদের স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাবেন এবং হরিণ বলিষ্ঠতোর সবচেয়ে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার মধ্যে এমন একটি রাস্তা আছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপর নতুন তৈরী করে রেখেছে। অনুপম সুন্দর ঝরনা কাননগুলির মুগ্ধকর দিয়ে তোলে এবং রাস্তা ধরলে এবং হাসির একটি মুগ্ধকর চিত্র তৈরী করে। বনপুকুরিয়া প্রায় ঘুরে বেড়ান এবং ছবিগুলি তুলে রাখুন তৈরী স্মৃতিগুলি নিয়ে নিন।

পরেশনাথ মন্দির

ডিয়ার পার্ক

স্থানীয় শিল্পসমূহ :-

বাঁকুড়ার একটি বড় অংশ চাষযোগ্য এবং পোড়ামাটির অনেক শিল্পসমূহ আছে। লোকের বেল মাটির, কাঠের; যেমন এর বাদ্যের প্রচুর দিয়ে তৈরী ঘরোয়া যন্ত্রগুলির উপরও নির্ভর করে। অনেকে এখনো ধুতে পারেন পোড়ামাটি শিল্পের মধ্যে বাঁকুড়ার ঘোড়া বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন এবং ভাল কারিগর অন্য বিষয়েও। সেখানে তৈরি অনেকে ঘোড়া মাটি কি বলে পুরুষেরা ঘোড়া বলে চুলিতে। বিভিন্ন ঘরোয়া যা প্রায়শই উপযুক্ত চক্ষুশিল্পীর নকশা করিয়ে হয়। গ্রামদেবতাদের বেরিয়ে হয় ঘোড়া এবং অন্যান্য। ঘোড়ার ঘোড়াগুলি ঢুকেছে ইতিহাস কাজ করে বাঁকুড়ার, একটি মোটামুটিভাবে ঘোড়া আছে বাঁকুড়ার ঘোড়া। এটি ঘোড়ামাটির ঘরোয়া ঘোড়া এবং মন্দিরের গায়ের ঐতিহাসিক চিত্র। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পাথরের তৈরী বিভিন্ন শিল্পীরা যেমন আছে। এছাড়াও ঘোড়ার তৈরী রয়েছে ঢাকরি ঘোড়া, মুলোমাস, ঘোড়া ইত্যাদি।

⑤ প্রমথের ভ্রাম্যমান অভ্রাম্যমান সমূহ :-

ক. ভ্রাম্যমান :-

বর্ণনা :- প্রমথের দ্বারা একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে লোকের ভ্রাম্যমান ও অর্থ ভ্রাম্যমান হয়ে থাকে। যেমন - লন্ডন, ব্রিস্টল পশ্চিমবঙ্গ-এ মতো কারখানাগুলো মুখোমুখি সমর্থন শিল্পের উপর নির্ভর করে থাকে।

সুবিধাসমূহ :- প্রমথের মাধ্যমে সুবিধাগুলি লাভ করা যায়। অবস্থা অবস্থানের থেকে বিভিন্ন মুক্ত করানো স্থান তেমনি সুযোগ হলে কারণ সুবিধা থাকে। বিভিন্ন কারণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রমথের মাধ্যমে ভ্রাম্যমানের সহায়তায় কারণে বিভিন্ন পরে সমাধান হয়।

স্থানীয় বিপণন

বন্ধু তৈরী :- সমাজীনের দ্বারা নতুন নতুন ভাবনুসের সমস্যা হয়ে ভালো বন্ধুত্বের সুযোগ তৈরি হলে। এভাবে নতুন নতুন বন্ধুত্ব তৈরী হতে পারে।

5.2 অসুবিধা :-

অর্থ খরচ :- এমনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে পারে। ভালবাসার ঘাতায়াত, অবাধমিশ্র ও খাবার ইত্যাদির জন্য প্রচুর খরচ হতে পারে। এছাড়াও ভ্রমণীয় স্থানের হোটেল, রেস্ট বড় যানবাহনের ভাড়াও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

সুযোগ বৃদ্ধি :- অনেক অফিসে সপ্তাহে যেকোনো স্থানে এমনের জন্য যেকোনোদের প্রয়োজনে ছুটি দিতে হয়, এতে অনেক সময় প্রয়োজনে সময় নষ্ট হয়। প্রবীণের অনেকেই ঘুরতে প্রস্তুত হয়ে থাকে পারে প্রবীণরা। যেমন অনেকের পক্ষে ঘুরে পারে স্থানে ভ্রমণ করার চলাচল বন্ধ থাকে না গেলে প্রচুর ভ্রমণ করা যেতে পারে।

সময় নষ্ট :- অনেক সময় এমনের জন্য ১৫-২০ দিন সময় লাগাতে পারে, এই সময়ে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে

6. সমালোচনা ও উপসংহার :-

6.1 উপসংহার :- বন্ধুর ভ্রমণ ভালো, মন ভরে; ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ দেখা যায়, বাড়ি; কিলোমিটার ইত্যাদি যোগের পড়ালেখা অনেকটা ল্যান্ডস্কেপ ও বাসিন্দাদের দ্বারা গঠিত, মানুষ সংস্কৃতির গঠিত হয়ে বসবাসকারী কিলো দ্বারা, এই সব পারস্পরিক-প্রজন্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে পারস্পরিক উদাহরণ হলো : শুভ্রতা ও ঘুড়ি উৎসব পারস্পরিক

২ নদ নদী :- বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদী দুটি হল দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও কুংসাবতী। এই নদী দুটি পরিস্রোত-সহ। গ্রীষ্ম অসমান্তরালে ভূমিরূপ ঢাল অনুযায়ী উৎস থেকে সমুদ্রে যায়। বর্ষাকালে দুকূল ভাসিয়ে জল প্রবাহিত হয়। এই নদী দুটিতে গ্রীষ্ম জল থাকে। তার কারণ অসময় বন্যা হয়। যদিও কাঁসাই অসময় জলে ভরে যায় এবং বন্যা হয় না। এই দুটি নদীর মধ্যে দামোদর সবচেয়ে বড়। উৎপত্তিস্থল পলাশ গ্রাম থেকে 1050 মি. উপরে।

6.3 জলবায়ু :- বাঁকুড়ার জলবায়ু জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক, অর্থাৎ বছরে অধিকাংশ সময়ই এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম-ভাবাপন্ন হয়। গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি। গ্রীষ্মকালে দিবাকালীন তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন) গড়ে (মে) তাপমাত্রা (জুন-সেপ্টেম্বর) ও শীতকালে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি) গড়ে তাপমাত্রা খুব কম। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 44°-45°C ও সর্বনিম্ন 15°C তাপমাত্রা হয় এবং শীতকালে সর্বোচ্চ 32°-33°C ও সর্বনিম্ন 7°-8°C তাপমাত্রা থাকে।

6.4 উপসংহার এই জেলার স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা ছিল তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্যই জেলার ভৌগোলিক যে কোনো বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। মৃৎশিল্পীদের উপার্জন দুর্বিনীত, কৃষিজ জীবন বৈচিত্র্যের জন্য বন্ধু ও শিল্পাঞ্চলের ভালো প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। এখন এটুকু

পূর্ণতার ভরে উঠেছিল। এখানেই আমি জলপথে ও ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা যেকোনো পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

(7) পরবর্তী ক্ষেত্রে ভ্রমণের জন্য সুপারিশ :- আমাদের এই মুকুট মণিপুর শিক্ষামূলক ভ্রমণটি আমাদের কাছে খুবই উপযোগী হয়েছে। আমার তথা আমার ডিপার্টমেন্টের সকলের জ্ঞান ভান্ডার কে উন্মুক্ত করেছে। এই ভ্রমণটি আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্যার ও বন্ধুবান্ধবদের ভালো সম্পর্ক গঠন সাহায্য করেছে তাই আমরা আবেদন করব আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্যার-রা ও কলেজের অধ্যক্ষ স্যার এই বিষয়টি যেন আলোচনার মধ্যে রাখে যেন পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আরো কোনো শিক্ষামূলক জায়গা ভ্রমণের সুযোগ পাই।

তথ্যসূত্র:-

3.2 মুকুটমণিপুর সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক লেখা

⇒ এই শিক্ষামূলক লেখাটি লেখার জন্য আমি Internet এর সাহায্য নিই 29.07.23 এই তারিখে বিকেল 5.pm নাগাদ সার্চ করি। এই সাইডটি হল - https://bankura.gov.in/bn/tourist

4.2.1 জ্যাম ও ব্যারেজ।- এটি লেখার জন্য আমি Internet এর সাহায্য নি। এটি আমি সার্চ করি 29.07.23 তারিখে 8.pm নাগাদ। এই সাইডটি হল :- https://bankurabarta.com

4.2.2 মুসাফিরানা
4.2.3 পার্বতীনাথ মন্দির
4.2.4 ডিয়ার পার্ক

এগুলি আমি 8.30pm সার্চ করি ও https://bankura.gov.in bn/tourist side এ পাই।

4.2.5 স্থানীয় শিল্পকলা:- এটি আমি search করি 29.07.23, 9.30 pm নাগাদ side টি হল - https://bankura.gov.in/bn

5. ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধা:- এটি আমি 30.07.23 5pm নাগাদ search করি। side টি হল - https://www.odhikar.news/lite-style/18622

Ext
K.N.Y
3.11.07.23

titel Page - Government Jeneral Degree College Bankura University

course titel - Project work
course code - AP/EDN/405/SEC-2B Education

This Education tour report was Piper and Submitted for Persion of 4 th Semester

Name - Laxman Hembram UiDO - 21231202012

Registration No - 18940

ক্রমিক নং বিষয় বস্তু - ভূমিকা
ডানদিকে পৃষ্ঠ নং

সূচিপত্র - ফটোগ্রাফের তালিকা
ক্রমিক নং মাঝখানে থাকবে ফটোগ্রাফ

introducation

1. ভূমিকা

1.1 শিক্ষামূলক ভ্রমনকী
1.2 শিক্ষ মূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য।
1.3 শিক্ষ মূলক ভ্রমনের তাপের্য

2. ভ্রমন স্থান
2.1 ভ্রমন স্থান নিবাতন
2.2 মুকুটসনিপ্রর সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষা মূলক লেখাবা রতনা।
2.3 ভ্রমন সংক্রান্ত বিবরন।

33

২.৭ শিক্ষামূলক ভ্রমন

আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। একেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলে থাকে।

বনপুকুরিয়া স্কুল

২.২. শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন:

ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার প্রকৃতিগতভাবে দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং প্রকৃতিগতভাবে দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদে নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিখার রয়েছে।

আমার স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুথিগত বিদ্য অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিদর্শন নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূগোল সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন পৃথিবী কেবল ম্যাপ ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও শিক্ষা বিজ্ঞান এবং পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত ভোলা বিজ্ঞান আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি দেখা পাহাড়-পর্বত সমুদ্র দেখা এবং লাভ করি মোটাই হল ভ্রমন। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই

২. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনঃ

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। এই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের।

বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছত্রছাত্রী শিবশঙ্কর মন্ডলী ও কতৃর্পক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩ ভ্রমন বৃত্যান্তঃ

১.১ স্থান নির্বাচনের কারণ

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশিরবিন্দু। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দির থেকে ও অনন্য অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্ব পূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নতের ধারনাকে চাক্ষয় করা এবং স্থানীয় এলাকার শিরা সুযোগ সুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.1 পরিকল্পনা

3.2 যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ।

3.2.1 ডেমোক্র্যাসি

3.2.2 মুসাফিরানা

3.2.3 পঞ্চানন মন্দির

3.2.4 ডিয়ার পার্ক

3.2.5 স্থানীয় শিল্পকলা

4 এই কাজে সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ

4.

4.

5, পর্যালোচনা ও উপসংহার

5.1 পর্যালোচনা

5.2 পরবর্তী শ্রেণির জ্ঞানের জন্য সুপারিশ

5.3 উপসংহার

৫, সারসংক্ষেপ ও উপসংহার:

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একটি কাটিয়ে কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অদ্ভুত পূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌদেয় ব্যপকজীব বৈচিত্রের শোভা এবং বন্ধু শিক্ষকদের সাথে এমনুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভারে উঠেছিল।

এখানেই আমি জলপথে ও ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের সালে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকার ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

[signature]
25/7/23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE

AT RANIBANDH

UNDER BANKURA UNIVERSITY

Course Title – Project work (Educational Tour)

Course Code - AH/EDN/405/SEC-2B

Course ID - 40225

The Educational Tour Was Conducted and this Report Was Prepared and Submitted For the Partial Fulfillment of the syllabus of 4th Semester

.

By -

Milan Bauri

UID - 2123102002 Reg No – 06838 of 2021-22

Session - 2022 – 23

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন ঘোষ-স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিভাগের প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থপ্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জুদাস মহাশয়কে কারণ ও নাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতনা। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বস্তুমূলক আবেদন করে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজকরে তুলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক নাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনের ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের মারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে,

Milan Bauri

সূচিপত্র :-

Serial no / ক্রমিক নম্বর	বিষয় বস্তু -	পৃষ্ঠা নম্বর
1.1		
1.2		2
1.3		3
2.1		4
2.2		4
3.		5
3.1		5
3.2		6
3.2.1		7
3.22		7
3.23		8
3.24		8
3.2.5		9
4.		10
5.		11

1 Introduction বা ভূমিকা :-

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভ প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপি চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষালাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষাজীবনের অর্থ শুধুমাত্র বিদ্যার পাতায় ~~[illegible]~~ কিংবা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর ভ্রমন স্থান হিসেবে ভ্রমনের জন্য মুকুটমনিপুর নির্বাচিত হয়েছিল। এবং এই মুকুটমনিপুর ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

রাণীবাঁধ সরকারী মহাবিদ্যালয়
রাওতোড়া, বাঁকুড়া
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষামূলক ভ্রমণ
শিক্ষাবর্ষ- ২০২২-২৩

1 শিক্ষামূলক ভ্রমণ :-

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরণের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারে যে ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়।

1.2 শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য :-

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমণ বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারণ একমাত্র ভ্রমণেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিচিত এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমণে রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমণ সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য :- আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ে গণ্ডির বাইরে পৃথিবীর পরিচিত ঘটায় এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

- একজন ছাত্রের মধ্য ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভা মূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাগণের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা ঢাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

ভ্রমণ স্থান (Place of Tour) :- আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টার Skill Enhancement Course (SEC)-এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব হয় যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। এই সবদিকে বিচার করে এবং এইবছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রি, শিক্ষক মণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান মুকুটমণিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3. বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল তাৎপর্য :- আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল সম্পর্কে আলোকপাত করব। এই অধ্যায়ে বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল বলতে কী বোঝায় — বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের গুরুত্ব — বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যা — এই সমস্যা সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল বলতে আমরা বুঝি, কোনো বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে সাধারণ বিষয়বস্তু বা ধারণা থাকে, তাকে চিহ্নিত করে সেই বিষয়ের প্রিন্সিপাল নির্ধারণ করা।

- একজন দক্ষ শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল — বিষয়ের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার, পাঠ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষকের অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি।

- এই সমস্যা সমাধানের উপায় হল — শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন, শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী শিক্ষাদান, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের গুরুত্ব হল — শিক্ষার্থীদের বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করা, বিষয়ের সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা হল — পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ করা, শিক্ষার্থীদের চাহিদা বুঝে পাঠদান করা, বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা হল — শিক্ষকের সাথে সহযোগিতা করা, নিজের মতামত প্রকাশ করা, প্রশ্ন করা, আগ্রহ প্রকাশ করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা হল — সন্তানের পড়াশোনায় সহায়তা করা, বাড়িতে পড়ার পরিবেশ তৈরি করা, সন্তানের আগ্রহ বুঝে তাকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা হল — শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হল — শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা হল — শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা হল — নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিহ্নিত করা, সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা হল — শিক্ষার্থীদের জন্য ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ হল — শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হল — শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।

- বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপসংহার হল — শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।

2. প্রিন্সিপাল স্থান (Place of Tour) :- আমাদের বিষয়ভিত্তিক তৃতীয় তাৎপর্যপূর্ণ Skill Enhancement Course (SEC)-এ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল মূলে প্রকৃত বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের গুরুত্ব, বিষয়ভিত্তিক প্রিন্সিপাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পথ নির্দেশিকা
ROAD DIRECTION OF TELBERIYA RESERVOIR
মুকুটমণিপুর
মুকুটমণিপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা শাসক খাতড়
Government of West Bengal
I & W . D

1. প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বিশ্লেষণ :- মূলতঃ বহুমাত্রিক তথ্যের মাত্রা হ্রাস করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে বহুমাত্রিক তথ্যের ভেরিয়েন্স বা বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি থাকে এমন কিছু নতুন ভেরিয়েবল তৈরি করা হয়। এই নতুন ভেরিয়েবলগুলোকে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বলা হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট তথ্যের সবচেয়ে বেশি ভেরিয়েন্স ধারণ করে। দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট প্রথমটির পরে সবচেয়ে বেশি ভেরিয়েন্স ধারণ করে এবং প্রথমটির সাথে অসম্পর্কিত (orthogonal) হয়। এভাবে পরবর্তী কম্পোনেন্টগুলো তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্যের মাত্রা কমিয়ে আনা, কিন্তু তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা তথ্যের বেশিরভাগ তথ্য ধরে রাখা। এটি সাধারণত ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, ডেটা কম্প্রেশন এবং মেশিন লার্নিং-এ ব্যবহার করা হয়।

2. ফুরিয়ার রূপান্তর :- ফুরিয়ার রূপান্তর হলো একটি গাণিতিক কৌশল যা কোনো ফাংশন বা সিগন্যালকে তার বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানে বিশ্লেষণ করে। সহজ ভাষায়, এটি সময়ের ওপর নির্ভরশীল একটি সিগন্যালকে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির সাইন এবং কোসাইন তরঙ্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করে। এই রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কোন ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালে কতটা শক্তি বহন করছে। ফুরিয়ার রূপান্তর ব্যবহার করে সময়-ভিত্তিক সিগন্যালকে ফ্রিকোয়েন্সি-ভিত্তিক সিগন্যালে রূপান্তর করা যায়, যা সিগন্যাল প্রসেসিং, ইমেজ প্রসেসিং, অডিও বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ফুরিয়ার রূপান্তরের বিপরীত প্রক্রিয়াকে ইনভার্স ফুরিয়ার রূপান্তর বলা হয়, যা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন থেকে আবার সময় ডোমেইনে ফিরিয়ে আনে।

প্রধান সংক্রান্ত বিবরণ :- আঁকাবাঁকা নদী-নালা-পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চল সীমান্ত-বর্তী, এর ফলে বিভিন্ন সময়ে সেখানে সুবিধা করা যায় অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের। এখানে সেই সময়ে ছিল আশ্রয় শিবির। সুবিধার জন্যই মুক্তিযোদ্ধারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের বিশেষ কিছু ঘটনা জানা যায় সেই সময়ের অনেক সংগ্রামের সুবিধা করেছে সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে। এই, ত্রিপুরার এবং বিভিন্ন স্থানের ... এর সাথে সামাজিক বিকাশ এবং বহুদিন ধরে সংগ্রামী এবং প্রত্যক্ষ নানা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তি সংগ্রাম চলেছে।

আসাম-ত্রিপুরার এই সীমান্তবর্তী ও দুর্গম নদীর অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তি সংগ্রাম সংক্রান্ত স্থান অন্যতম মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে এই অঞ্চল গ্রাম ও পাহাড়ি কেন্দ্র।

3.1 সংক্ষিপ্ত বিবরণ :- জানা যায় যে এখানে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সময় এসেছিল প্রায় 18 জন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের 9 জন সহ মোট 27 জন দলের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় এবং নানা সাহায্য করেছিল। জানা যায় যে 'ও' জন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় এবং খাদ্য দিয়েছিল। এখনও সেই সময়ের 4 টি বাড়ি রয়েছে এখানে এবং এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রয়েছে।

যাবার আগে কিছু কথা রাখতে চাই — শুভাশিস চক্রবর্তী

আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজ তোমাদের কাছে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ১৪ বছর আগে যখন এই স্কুলে প্রথম এসেছিলাম, তখন তোমরা অনেকেই ছোট ছিলে। আজ তোমরা বড় হয়েছ, কেউ কেউ কলেজে পড়ছ, কেউ চাকরি করছ। এই দীর্ঘ সময়ে তোমাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা টাকা দিয়ে মাপা যায় না।

আমি কোনো বড় আদর্শের কথা বলতে চাই না। শুধু কয়েকটা ছোট কথা বলি, যা হয়তো তোমরা আগেও শুনেছ। মানুষ হিসেবে ভালো থাকার জন্য ভালো রেজাল্ট যতটা দরকার, ততটাই দরকার ভালো মানুষ হওয়া। পরীক্ষায় ফেল করলে আবার পরীক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু একবার মানুষের বিশ্বাস হারালে সেটা ফিরে পাওয়া খুব কঠিন।

জীবনে অনেক মানুষ আসবে, যারা তোমাকে বড় বড় স্বপ্ন দেখাবে। কিন্তু মনে রেখো, সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো নিজের কাছে সৎ থাকা। কেউ দেখছে না বলে ভুল কাজ করা, আর সবাই দেখছে বলে ভালো কাজ করা—দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা যে বুঝতে পারে, সে কখনো একা হয়ে যায় না।

আমি জানি, তোমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। কখনো ভেঙে পড়বে, কখনো মনে হবে সব শেষ হয়ে গেছে। তখন মনে রেখো, যে মানুষটা একবার উঠে দাঁড়াতে শিখে গেছে, তাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি বেশিদিন আটকে রাখতে পারে না।

শেষে একটা কথা বলি—তোমরা যেখানেই যাও, যতই বড় হও, নিজের শিকড়টা ভুলে যেও না। যে স্কুল তোমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছে, যে শিক্ষকরা তোমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কথা মাঝে মাঝে মনে করো। এটুকুই আমার চাওয়া।

ভালো থেকো, ভালো করো, আর মানুষ হিসেবে সবসময় এগিয়ে যেও।

-1 উদ্যান ও স্থাপত্য :- মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণের প্রথম নিদর্শন হিসাবে রয়েছে হল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যান। যা দুটি নদীর সংযোগস্থল এবং পাহাড়ের সংলগ্ন হওয়ায় অনেকটা দ্বীপ আকৃতির ন্যায় উদ্যানের মধ্যে (দর্শনার্থীদের বসবার জন্য) পাথর দিয়ে সরকারি ব্যবস্থায় বাঁধানো হয়েছে যাতে আপনি সুন্দর বিশ্রাম এবং সাঁতার নৌকা দিয়ে যাত্রী চলাচল করছে আপনি সহজেই বেড়াতে যেতে পারেন উদ্যানে এবং দর্শনার্থীদের বিনোদন করতে পারেন।

.2.2 মুসাফিরখানা :- আপনি যখন মুক্তিযোদ্ধাদের দেখবেন তখন যে দর্শনার্থী আসা নাকি প্রথমেই চোখে পড়বে তা হল মুসাফিরখানা। সুন্দর সুন্দর করে সাজানো পাহাড়ের কোলে নদীর এক অসাধারণ রূপ দিয়ে রেখেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তৃপক্ষ এবং যাঁদের খেলার জন্য আরও জন্য বিভিন্ন সংস্কৃতিক মেলা হয়েছে তবে সাধ্যমত তা দেখার আপনি দেখব সুন্দর সবুজ প্রকৃতির অভিজ্ঞতা দেখতে স্বচ্ছ নীল জলের আকাশের এক্সপ্রেস ভাবে দেখতে পাবেন। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় আকাশে চাঁদ উঠেছে এবং আলোর ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নদীর নীচে আলোর খেলা দেখা চাঁদের আলোয় প্রতিচ্ছবি এবং প্রকৃতি পরিবেশ আপনাকে মনের মতো অনুভব করাবে এক কথায় মুগ্ধ করে তুলবে। কারণ যে সৌন্দর্য মানুষ দেখে ভোলাতে পারে না।

2.3 মহেশ্বরনাথ বক্সার মন্দির :- মহেশ্বরনাথ বক্সার মন্দির মহেশগঞ্জের একটি বিখ্যাত মন্দির যা আশেপাশের স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। এটির নির্মাণের সময় অনেক আগে এবং শিবলিঙ্গটি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান বাহক হিসেবে পরিচিত হয়। আমি এখানে অনেক কালীর প্রতিমা দেখতে পেয়েছি এবং লোকেরা দূর থেকে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অলৌকিক শক্তি দেবতার। বহু মানুষ এখানে আসেন মহাশিবরাত্রিতে উৎসব উদযাপন করতে। আমি এখানে দেখি নানান সম্প্রদায়ের পূজা দিচ্ছেন। সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে পুকুরের নীচে ডুবাতে দেখেছি। ফুলের ডালি যখন আমি জলে দেখি (যেমন আম, কাঁঠাল ইত্যাদি) যার প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ণ দেখতে দিতে পারে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। আশেপাশের বিভিন্ন রঙের ফুল থেকে গাছগুলির সবুজ পরিবেশ এখানে একটি সুন্দর মন-ভরা পরিবেশ তৈরি করে।

2.4 নেতুয়ার খাল :- বনপুকুরিয়া নেতুয়ার খালটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। আমি এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করেছি এবং হাঁটতে হাঁটতে পাখি দেখা অনেক মানুষ আমাদের যাত্রা সাথে ছিলেন। বনপুকুরিয়ার নেতুয়া হল একটি জলপথ যেখানে হাঁসগুলি ভাসতে দেখা যায় এবং বিভিন্ন রকম পাখি দেখেছি। নৌকা - সবুজ - সবুজ গাছপালা এবং অপূর্ব মাছ ধরার লোকজন এবং কৃষকদের একটি সুন্দর পরিবেশ। বনপুকুরিয়ায় গ্রামের একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য তৈরি করে এবং মাছ ধরার জালগুলি স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহ করে।

2.5 খুবনীয় বন্দোবস্ত :- চাঁদুড়ার জমিদার এই গ্রাম খুবনীয় বন্দোবস্ত দিয়াছেন। গ্রামবাসীরা — কৃষক এবং জনমজুর শ্রেণীর মানুষ। তাহারা — একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের জীবনযাপন করে। তাহাদের — একটি মাটির কুঁড়েঘর আছে। ঘরের — চারপাশে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানে — তুলসী গাছ, একটি ছোট বেলগাছ এবং কিছু ফুলের গাছ আছে। — তাহারা সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া — গোবর দিয়া উঠান নিকায়। — তারপর — গরুকে খড় ও জল দেয়। — তাহার পর — নিজেরা চা-মুড়ি খায়। — তারপর — কাজে বাহির হয়। — তাহারা — মাঠে কাজ করে। — তাহাদের — কাজ হইল — লাঙল দিয়া জমি চাষ করা, — বীজ বোনা, — নিড়ানি দেওয়া, — ধান কাটা, — মাড়াই করা, — ধান ঝাড়া, — ধান সিদ্ধ করা, — চাল তৈরি করা, — খড় সংগ্রহ করা, — গরুর জন্য খড় কাটা, — ইত্যাদি। — তাহারা — সারাদিন — পরিশ্রম করে। — তাহাদের — কাজ — খুব কষ্টের। — তাহারা — সকাল হইতে — সন্ধ্যা পর্যন্ত — কাজ করে। — তাহারা — দুপুরে — খাওয়ার জন্য — এক ঘণ্টা — বিশ্রাম পায়। — তাহারা — দুপুরে — বাড়ি আসিয়া — খাওয়া-দাওয়া করে। — তাহারা — সন্ধ্যায় — বাড়ি ফিরিয়া — হাত-পা ধুইয়া — রাত্রের খাবার খায়। — তাহারা — রাত্রে — তাড়াতাড়ি — ঘুমাইয়া পড়ে। — তাহারা — সকাল — সকাল — ঘুম থেকে — উঠে। — তাহাদের — জীবন — খুব — কষ্টের। — তাহারা — সারাদিন — পরিশ্রম করে। — তাহারা — সন্ধ্যায় — বাড়ি ফিরিয়া — হাত-পা ধুইয়া — রাত্রের খাবার খায়। — তাহারা — রাত্রে — তাড়াতাড়ি — ঘুমাইয়া পড়ে। — তাহারা — সকাল — সকাল — ঘুম থেকে — উঠে। — তাহাদের — জীবন — খুব — কষ্টের।

ঐ-ভ্রমণের সুবিধা ও অসুবিধা সম্মুখিন :- ঐ- সুবিধা ও অসুবিধা গুলি হল :-

1. **সুবিধা** :- (i) ভ্রমণের ফলে সংশ্লিষ্ট স্থান ও দেশের ভাষা শেখার সুযোগ হয়। এছাড়াও কেউ চাইলে বিদেশে গিয়ে সেখানকার নানা কাজকর্ম শিখে আসতে পারেন। হতে পারে কেউ মাইল্যান্ড গিয়ে সেখানকার রান্নাবান্না শিখে আসল। দেশে এসে সেই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।
(ii) ভ্রমণের ফলে মনের ভেতর নানা স্মৃতি জমা হয়। ক্যামেরার ছবি হয়ে সেই স্থানের স্মৃতি যুগ যুগ ধরে জমা থাকতে পারে। (iii) পর্যটনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। আবদ্ধ হওয়া থেকে কিছুদিন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলে শরীর সুস্থ থাকে। ভ্রমণের ফলে সূর্যালোকের সহায়তায় শরীরে ভিটামিন ডি কার্যকর হয়।

4.2 **অসুবিধা** :- (i) অধিক সংখ্যক পর্যটক কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য গেলে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়। প্রাণীদের আবাসন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মারা পড়তে প্রাণীগুলো ও যেমন- কঙ্কণের ডিম পাড়ার স্থানে মানব চলাচল বন্ধ করা না গেলে প্রচুর কঙ্কণ মারা যেতে পারে। অনেকেই নিরাপত্তার কারণে হোক কিংবা পাহাড়ের পিছলে পড়া থেকে বাঁচতেই হোক ভ্রমণে গিয়ে বাঁশ কেটে পরিবেশ নষ্ট করে। (ii) অনেক সময় ভ্রমণের জন্য 15-20 দিন সময় লাগতে পারে। এই সময়ে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব হত।

প্রশ্নমালা নং-৭ (ক) ও (খ) :-

১। মুসলমান — আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় - ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের সূচনা - ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুসলমান শাসনের সূচনা — মোহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অধিকার — দিল্লী সালতানাত — ইলবারী তুর্কী বংশ — কুতুবউদ্দীন আইবক — আরামশাহ — শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ — রাজিয়া — নাসিরুদ্দীন মাহমুদ — গিয়াসুদ্দীন বলবন — কায়কোবাদ — খলজী বংশ — জালালুদ্দীন ফিরোজ খলজী — আলাউদ্দীন খলজী — দাক্ষিণাত্য অভিযান — মালিক কাফুর — খলজী সাম্রাজ্যের পতন — তুঘলক বংশ — গিয়াসুদ্দীন তুঘলক — মুহম্মদ বিন তুঘলক — ফিরোজ তুঘলক — তুঘলক সাম্রাজ্যের পতন — সৈয়দ বংশ — লোদী বংশ — ইব্রাহিম লোদী — বাবর কর্তৃক ভারত আক্রমণ — পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬) — মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা — হুমায়ুন — শের শাহ — সুর বংশ — আকবর — পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) — জাহাঙ্গীর — শাহজাহান — ঔরঙ্গজেব — পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ — মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

২। ইসলামী সংস্কৃতি — ইসলামী সংস্কৃতির উৎস — ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য — ইসলামী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ — ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার — ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক — ইসলামী সংস্কৃতির অবদান — ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব — ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্য — ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন — ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ — ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার — ইসলামী সংস্কৃতির আধুনিকায়ন — ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা — ইসলামী সংস্কৃতির গবেষণা — ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা — ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার — ইসলামী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি — ইসলামী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ।

প্রশ্নমালা নং-৭ (ক) ও (খ) — উত্তরমালা

১। মুসলমান — আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় - ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের সূচনা - ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুসলমান শাসনের সূচনা — মোহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অধিকার — দিল্লী সালতানাত — ইলবারী তুর্কী বংশ — কুতুবউদ্দীন আইবক — আরামশাহ — শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ — রাজিয়া — নাসিরুদ্দীন মাহমুদ — গিয়াসুদ্দীন বলবন — কায়কোবাদ — খলজী বংশ — জালালুদ্দীন ফিরোজ খলজী — আলাউদ্দীন খলজী — দাক্ষিণাত্য অভিযান — মালিক কাফুর — খলজী সাম্রাজ্যের পতন — তুঘলক বংশ — গিয়াসুদ্দীন তুঘলক — মুহম্মদ বিন তুঘলক — ফিরোজ তুঘলক — তুঘলক সাম্রাজ্যের পতন — সৈয়দ বংশ — লোদী বংশ — ইব্রাহিম লোদী — বাবর কর্তৃক ভারত আক্রমণ — পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬) — মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা — হুমায়ুন — শের শাহ — সুর বংশ — আকবর — পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) — জাহাঙ্গীর — শাহজাহান — ঔরঙ্গজেব — পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ — মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

২। ইসলামী সংস্কৃতি — ইসলামী সংস্কৃতির উৎস — ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য — ইসলামী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ — ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার — ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক — ইসলামী সংস্কৃতির অবদান — ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব — ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্য — ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন — ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ — ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার — ইসলামী সংস্কৃতির আধুনিকায়ন — ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা — ইসলামী সংস্কৃতির গবেষণা — ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা — ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার — ইসলামী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি — ইসলামী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ।

3 উপসংহার :-

এই ভাবে স্থানীয় জীবন একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবন যে কতটা অদ্ভুতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবেনা। মুকুটমণিপুর অপরূপ সৌন্দর্য ব্যাপক জীব বৈচিত্রের শোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল। এখানেই আমি জলপথেও ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকম আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

6. তথ্যসূত্র :- মুকুটমণিপুর সংবাদ বিভিন্ন শিক্ষামূলক লেখ

এই শিক্ষামূলক লেখাটি লেখার জন্য আমি internet সাহায্য নিই 29.07.23 এই তারিখে বিকেলে 5 pm নাগাদ সার্চ করি সাইটটি হল - https/bankura.gov.in

32 জ্যামত ব্যারেজ :- এই লেখাটির জন্য আমি internet এর সাহায্য নি। এটি আমি সার্চ করি 29.07.23 তারিখে সাইটটি হল - bankura barta.com

3.22. মুসাফিরানা :- এটি আমি 8.30 Pm সার্চ করি Bankura Berta.com

3.2.3 পরেশনাথ শিবমন্দির :- এটি আমি সার্চ করি 8.30 Pm (Bankura gov.in side এর লিং।

3.24 ডিয়ার পার্ক :- এটি আমি Bankura gov.in সাইট থেকে সার্চ করে লিং।

3.2.5 স্থানীয় শিল্পকলা :- এটি আমি 29.07.23 তারিখে Bankura gov.in সাইট থেকে সার্চ করে লিং।

4. ভ্রমণের সুবিধা ও অসুবিধা :- এটি আমি 30.7.23 তারিখে Adhikar news side সার্চ করে লিং।

Ext
K.N.A
31.07.23

Government General Degree College
AT Ranibandh

Name - Mitali Tandubay

College Roll - 201050

UID - 21231202004

Subject - Education SEC

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা

১ ভূমিকা :- হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি। ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমার নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবন ব্যাপী চললেও মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়। ছাত্র জীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সে প্রাথমিক জীবন দর্শন এর এর মাধ্যমে এক জন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছরে এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

1.1. শিক্ষামূলক ভ্রমন :-

আমারা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

~~ভ্রমন~~ শিক্ষার্থীদের পৃথিবী -

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমন সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

1.2 শিক্ষামূলক প্রয়োজন কেন :-

- ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিক্ষার রয়েছে।

আমারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখণ্ড সম্পর্কে জানার প্রয়োজন ভ্রমন। কারন পৃথিবী কেবল মাত্র ক্যালেন্ডারের বা বাইরের পাতায় কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশালতক পৃথিবী রয়েছে। ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃত, দেশ, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে তাদের জীবন ধারা সম্পর্কে জেনে আমার যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমন এর বিকল্প নেই।

1.3 শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য :-

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক ~~পুঁথিগত~~ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগলিক পরিচিতি এবং সেখানেকার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিক্ষায়। তারা আবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানাতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিক্ষার বাকি রয়েছে।

ভ্রমন রয়েছে দেশ প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

1.4 শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য :-

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ এক জন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতি মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে
- একজন ছাত্রের শখ ভবিষ্যতের পেশা এবং আতন প্রতিভামূলক দিক নির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

২. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন :-

আমাদের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement course (SEC)- এর প্রজেক্টে ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তাত্ত্বিক দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষা শিক্ষক মণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রখ্যাত একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমনিপুর- আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২.১ মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত পর্যটন তথ্যাবলী *

২.১.১ -> ডেমও গ্যারেজ
২.১.২ -> সুসাফিরারা
২.১.৩ -> পরেশনাথ মন্দির
২.১.৪ -> ডিয়ার পার্ক
২.১. -> স্থানীয় শিক্ষা কলা

3. ভ্রমণ বৃত্তান্ত :-

3.1. স্থান নির্বাচনের কারণ :-

"বহু দিন ধরে বহু দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান এই বারের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অন্য দিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন উন্নয়নের ধারণাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্য এছাড়াও এই বছরের তাপ দাবদাহ দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে।

3-2 যাতায়াত এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা :-

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অর্নাস এর জন এবং প্রোগ্রামের 9 জন মোট জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো 3 জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের 19 তারিখ সকাল 8টা নাগাদ আমরা সকলে খাতরা পাথ মেড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্যে দিই।

GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH (123)

UIDND: 2123120219

Name: PRANAB SAREN

Course Title With Course ID: PROJECT WORK (40210)

Course Code: AP/EDN/404/SEC-2

Subject Name: EDUCATION (PROGAMME)

Registration NO: 18947

শিক্ষামূলক ভ্রমনের অভিজ্ঞতা রচনা

33

১. ভূমিকা :

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।"

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতাই কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

১.১ শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমরা প্রাইমারী থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে যে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের জন্যে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমন করে থাকে। একেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্য যে ভ্রমন সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

১.২ শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন:

ভ্রমন আমাদের আনন্দ দেবার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমন আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমনে অনেক কিছু শিক্ষার রয়েছে।

আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু যে জ্ঞান পরিপূর্ন নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভৌগোলিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমন। কারন, পৃথিবী কেবল খাতা ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতায় কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নিচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং তার আবিবাসীদের প্রত্যেক ধারণা লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমনের বিকল্প নেই।

১.৩ শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য:

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারন একমাত্র ভ্রমনেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমনে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমনে রয়েছে দেশপ্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত দেশভ্রমন সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জন্ম দেয়।

১.৪ শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য:

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।
- একজন ছাত্রের শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপতিভামূলক দিকনির্দেশ নির্নয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গনের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

২. আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC)- এর প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী উদ্দেশ্য থাকে। তাই সব দিক বিচার করে এবং এইবছরের তীব্র দাবদাহের বিষয়টি মাথায় রেখে- এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত একটি ভ্রমন স্থান মুকুটমনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

(মুকুটমনিপুর)

২.১ মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত পূর্বতন তথ্যাবলী :

এটি একটি অদর্শ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা যেখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধটি "মুকুট" এর মতো রহস্যময় টিলা দ্বারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত, এটি সবুজ রঙের মোড়কেযুক্ত "রাঙ্গামাটি" এর নেকলেস আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত। নীল জলের নির্মল প্রকৃতি এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যে ধন্য, মুকুটমনিপুর হল সবুজ বন এবং টিলা ঘেরা এক লুকানো সম্পদ মুকুটমনিপুর বাঁধটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভিড় এবং বানিজ্যকীকরন থেকে দূরে মুকুটমনিপুরের একটি অংশ এখনও উপজাতীয় সংস্কৃতির গন্ধে বাস করে এবং পর্যটকদের দর্শনীয় দর্শনীয় স্থান দেয়। এটি ফটোগ্রাফির জন্য স্বপ্নের গন্তব্য হিসাবেও বিবেচিত হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, 'বাঁকুড়ার রানী' আপনার ব্যস্ত সময়সূচির একঘেয়েমি ভাঙার জন্য আপনাকে ছুটির এক নিখুঁক সময় অফার করেছে। আপনি যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন তবে আপনার জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য। এটি বাজি যে আপনি দুর্দান্ত ফ্রেমগুলি ক্যাপচার থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারবেন না।

1. কংসাবতী বাঁধ :

কংসাবতী বাঁধ, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ তার বিশাল জলাশয়ের দিকে মনোনিবেশ চায় এবং এটি মোহময়ী প্রকৃতির সাথে যেন ফিস ফিস করে কথা বলে। বাঁধটি দৈর্ঘ্যে 11 কিলোমিটার এবং তত্কালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

(কংসাবতী বাঁধ)

এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। দেখুন সূর্য যখন বাঁধের জলে সোনার রশ্মি ফেলে তাকে রাঙিয়ে তোলে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কালে জলে নেমে আসে, আপনি নিজের কল্পনার জগতে অনুভব করবেন। সূর্যাস্তের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন এবং সোনালী সময়ের একাকীত্বকে স্পর্শ করুন।

২. মুসাফিরানা ভিউপয়েন্ট :

আপনি কি কখনও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন? মুসাফিরানার ভিউপয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং করুন জলের ~~আপার~~ অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে উচ্চমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ বৃক্ষের অভিবাদন পাবেন সাথে নীল জলে আকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। ~~সাথে~~ নবিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাদ উঠছে এবং জলের উপরে ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

(মুসাফিরানা ভিউপয়েন্ট)

৩. পরেশনাথ শিব মন্দির :

(পরেশনাথ শিব মন্দির)

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মানের সময় পৃথিবী খনন করে প্রতিমাটি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন 'মহাশিবরাত্রি' উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে, বাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ন দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য করে। কমলা রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

4. হরিন পার্ক :

(হরিন পার্ক)

বনপুকুরিয়া হরিন পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিন নিশ্চিন্তভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার

উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ছাওনি দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হালকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে। বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং পুরোপুরি উপভোগ করুন।

বনপুকুরিয়া গ্রাম ঘুরে দেখুন এবং উপজাতিদের কুঁড়ে ঘরে তাদের তৈরী চিত্রগুলি দেখুন।

(বনপুকুরিয়া প্রাইমারী স্কুল)

৩. ভ্রমন বৃত্তান্ত:

৩.১. স্থান নির্বাচন কারন:

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুর কে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মার্কিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের মার্কিক বিকাশের জন্য ভ্রমণের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে এখানকার বৃহত্তম ম্যাচির নদীবাঁধ, স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।
এছাড়াও এই বছরের ভীষ দাবদাহ দূরবর্তী স্থানে ভ্রমনের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে।

৩.২ যাত্রাপথ এবং প্রমন পরিকল্পনা ঃ

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জনার এবং
এন এবং প্রোগ্রামের ৯ জন সহ মোট ৩০ জন ছাত্র
ঘুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল।
আমাদের সঙ্গে আরও ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য
টিকিট বুক করা হয়েছিল। বিভাগ জুলাই মাসের ১৭ তারিখ
সকাল ৮ টা নাগাদ আমরা সকলে জাতীয় পাঠশালা মোড়ে
একত্রিত হয়ে ঘুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।
আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল কংসাবতী বাঁধ যেখান
থেকে লঞ্চে করে যাওয়া হয় ডিয়ার পার্ক।
এই ভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন
কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার
উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।
শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা
আমাদের জীবনে যে কতটা
অভূতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো
যাবেনা। ঘুকুটমনিপুরের
অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব
বৈচিত্রের লোভে এবং বন্ধু ও
শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন
একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক
অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল।
এখানেই আমি প্রথমবার এরকম
সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির
একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই
সফরের ফলে আমাদের কাছে
উন্মোচিত হলো। শিক্ষকেরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস
দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি
শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

(লঞ্চে করে ডিয়ার পার্ক যাওয়ার পথে)
১৯৮৭

২৩/৭/২৩

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE

AT RANIBANDH

UNDER

BANKURA UNIVERSITY

Course Title - Project Work (Educational Tour)

Course Code - AH/EDN/405/SEC-2B

The Educational Tour was conducted and this report was prepared and submitted for the partial fulfillment of the syllabus of 4th semester.

By-

Ramesh Mandal

UID-21231102015 Reg No - 06851

Session - 2022-2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানি-রাঁধ জেনারেল ডিগ্রি কলেজের প্রধান অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই মহাশয়কে, আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুশান্ত বরাট মহাশয়কে এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থ প্রতিম দাস চৌধুরী মহাশয় ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয়কে। কারন উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বন্ধু সুলভ আচরন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া, এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহপাঠিদের ও বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে।

ধন্যবাদান্তে

Ramesh Mandal

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয় বস্তু (ভূমিকা)	পৃষ্ঠা নম্বর
1	শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা	1
1.1	শিক্ষামূলক ভ্রমন কাকে বলে	1
1.2	শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রয়োজন কেন ?	2
1.3	শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য লিখ	3
1.4	শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য	4
2	আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন	4
2.1	ভ্রমন স্থান নির্বাচন	4
2.2	মুকুটমনিপুর সংক্রান্ত তথ্যাবলি	5
2.2.1	কংসাবতী প্রকল্প	5
2.2.2	পরেশনাথ শিব মন্দির	5
2.2.3	মোহনা	5
2.2.4	বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক	5
3	ভ্রমন সংক্রান্ত বিবরন	6
3.1	স্থান নির্বাচনের কারন	6
3.2	পরিকল্পনা	7
3.3	যাত্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরন	7
3.3.1	মুকুটমনিপুর শিশু উদ্যান	8
3.3.2	ডিয়ার পার্ক	8
3.3.3	কংসাবতী বাঁধ	9
3.3.4	পরেশনাথ শিব মন্দির	10
3.3.5	মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট	11
4	ভ্রমনের সুবিধা-অসুবিধা সমূহ	12
4.1	ভ্রমনের সুবিধা সমূহ	12

ক্রমিক নম্বর	বিষয় বস্তু (ভূমিকা)	পৃষ্ঠা নম্বর
4.2	ভ্রমণের অসুবিধা সমূহ	12
5	পর্যালোচনা	13
5.1	ভূ প্রকৃতি	13
5.2	নদ-নদী	13
5.3	জলবায়ু	13
6	উপসংহার	14
7	তথ্যসূত্র	14
7.1	শিক্ষক - শিক্ষিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	14
7.2	স্থানীয় বাসিন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	14
7.3	বই বা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য	14

আলোক চিত্র এর তালিকা

ক্রমিক নম্বর	আলোক চিত্র এর তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
1	খাতড়া পাল্প মোড়ে একত্রিত হওয়ার চিত্র	7
2	মুকুটমনিপুর শিশু উদ্যানের চিত্র	8
3	শিশু উদ্যান থেকে দৃশ্যমান কংসাবতী বাঁধ	8
4	ডিয়ার পার্ক এ একত্রিত হওয়ার চিত্র	9
5	ডিয়ার পার্ক এর সৌন্দর্য	9
6	জৈন মূর্তি	10
7	জৈন সংস্কৃতির মূর্তি	10
8	পরেশনাথ শিব লিঙ্গ	10
9	মুসাফিরানাতে একত্রিত হওয়ার চিত্র	11
10	মুসাফিরানা প্রবেশ দ্বার	11

শিক্ষামূলক ভ্রমনের গুরুত্ব রচনা

1) ভূমিকা :-

"হাওয়ায় বদল দিয়ে আমি যাব দূরান্তের পুরবিয়ে যাব পাখি, সিংহল সমুদ্র থেকে নানান সময়ের অনেক মুক্তো আনি।"

মানব জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের পরিবার, সমাজ তৈরীর সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের কোন স্তরের সবকিছু জীবনযাপন চললেও, মানুষ হিসাবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা নাও জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের খাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

মানব জীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। মানব জীবনের শিক্ষায় এই বিষয়গুলি চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন গঠনে এই দায়িত্বের একজন মানুষের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানবজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কালক থেকেও এই সময় এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন যোগ নাও করা আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনটির গুরুত্ব আলোচনার করার উদ্দেশ্যই এই রচনাটির।

1.1) শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট কোন জায়গার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দূরত্বের স্থানে ভ্রমন করে থাকে। এগুলোই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

আমার সংক্ষেপে এগুলোও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্য যে ভ্রমন সেগুলোই শিক্ষামূলক ভ্রমন বলা হয়ে থাকে।

1.2) শিক্ষাক্ষেত্রে ভ্রমন প্রয়োজন কেন:

"ভ্রমন হলো সেই নতুন জানালা খোলার,
যেটা খুলে ফেলার সাথে সাথে নিজেকে নিজের কাছে,
নিজের জীবনের কাছেই এক নতুন আবিষ্কার মনে হবে।
ভ্রমনের সেটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।"

– প্রবোধকুমার সান্যাল

⊛ ভ্রমনসংস্কৃতির জন্য মন - ভ্রমন। ভ্রমন একজোড়া চোখকে, একটা মনকে, একটা হৃদয়কে খুলে দেয়ার সাথে সাথে কাজ করে। একজোড়া আঁখিপাতা নতুন জানালা সবকিছুর, মুক্তবাতাস বন্ধ একটি অনুভূতি থেকে আলোর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় ভ্রমন। মনের একটা, হৃদয়ের প্রসার ও বিস্তৃতির জন্য ভ্রমন একান্ত প্রয়োজন। ছোট্ট এক সীমানা চারদিক ঘেরা একঘেয়েমির কাল কাটানোর নিত্য আসে অবসাদ, মনে আসে এক ক্লান্তি। মন তখন দূরে বেড়াতে যেতে; আবহাওয়া ও পরিবেশ কাজ করে তখন সেই মনের ক্লান্তি দূর করে নিতে চায়। দেহে আঁকা নগরজীবনের দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশে ভ্রমন যেন ঘুমিয়ে থাকে। একঘেয়ে যন্ত্রের ঘুরপাক হয়ে উঠেছিল। নগরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি, শ্রোত, স্পর্শ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় পরিবেশকে পরিচয় হই, বিস্ময়ে অভিভূত হই। নগরজীবনের এক ঘেয়েমি ও দৈনন্দিন জীবনের বন্ধন থেকে ভ্রমন আনে মুক্তি।

⊛ ভ্রমনের একটা শিক্ষাগত দিক আছে। স্কুল - কলেজের পঠন - পাঠন, পাঠ - পরিক্ষা পাঠ, বক্তৃতা ও সভাসমিতি থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে সন্দেহ নেই। তবে কেবল এ জ্ঞান যথেষ্ট জ্ঞান। একটা মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রধর্মিতা, বিভিন্ন মানুষিকতা, সামাজিকতা পেছনে, অন্যান্যকে ছোট করে তাকে জানার ইচ্ছা থেকে যায়। প্রত্যক্ষ করলে সেই শিক্ষা সার্থক হয়। সেই জন্য পাঠ্যপুস্তক বিষয় বস্তুর সংস্পর্শে জন্য পাঠ্যপুস্তকের ভ্রমন আবশ্যিক। শিক্ষায় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ করার জন্য ভ্রমনধর্মী কার্যক্রমের প্রয়োজন।

⊛ ভ্রমনের মাধ্যমে অপরিচিত বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হই। তাদের রীতি - নীতি, আচার - আচরণ, জীবনযাত্রা, শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক পরিচ্ছদ, কথোপকথন আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে পরিচিত হই। বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা যে জীবনকে নিবিড় করে, তাতে সন্দেহ নেই। ভ্রমন অভিজ্ঞতায় এ কথাটা আরও বেশি করে মনে হয়। তাদের সাথে মিলেমিশে চলাফেরা করে আমাদের দোষ, ত্রুটি পরিহার করে তাদের ভালো দিক গ্রহন করতে পারি।

⊛ দেশ ভ্রমণ মানুষের মনকে প্রসারিত করে, ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিবর্তে বিশ্ব-মানবতার সাথে একসূত্রে বাঁধা দেয়। প্রাদেশিকতা, ও দেশ গোষ্ঠীর এই ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ব জগতের মানব গোষ্ঠীর সাথে অন্তরের যোগ উপলব্ধি করতে শেখায়। দেশান্তরে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এই উপলব্ধির অনুভব। দেশ ভ্রমণের ফলে মানুষ তার মানসিক অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারে অন্তর থেকে মুক্ত হতে। ইহতে মানব সমাজের সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দ-অভিজ্ঞতায় আহরিত জ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় অনেক শ্রেয়ঃ।

⊛ দেশবিদেশ ভ্রমণ শুধু মনের আনন্দ, নয়নের তৃপ্তি, ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থ নয়। জাতির সম্প্রসারণ এবং সাফল্যও। সারা জাতির শ্রী-বিবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি সংস্কৃতির উপায় ভ্রমণের মধ্যে নিহিত। ভিন্ন-দেশের শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতির পর্যালোচনা এবং নিজ দেশের প্রয়োগ করে উন্নতি সাধন ভ্রমণের অন্যতম ফল।

1.3) শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য:

মহামানবের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে:

> "শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমরা এসেছি, এটা থেকে আমরা যে চেতনা ও জ্ঞান লাভের জন্য। জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা যত বেশি চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবো, তত বেশি লাভবান হবো।"

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী। ভ্রমণ বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারণ একমাত্র ভ্রমণেই শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিচিতি এবং দেশবাসীর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

ভ্রমণে রয়েছে দেশ প্রেমের। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: প্রকৃত দেশ ভ্রমণ দেশপ্রেমের জোয়ার এনে দেয়।

1.4) শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনের তাৎপর্য:

আমাদের এই সমাজে শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনে শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনের বাস্তবিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

- প্রথমটি শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন একজন ব্যক্তির সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যদিয়ে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে শিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক তাকে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে।
- একজন ব্যক্তির কর্ম, বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিক নির্দেশ নির্ধারণে ক্ষেত্রেও শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার্থী একটি সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে নিয়োজিত ক্ষেত্রে এ শিক্ষার্থীদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্ক একজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দৈনন্দিন, কর্মস্থান, আত্মীয়তা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন একজন ব্যক্তির সকল জীবন বিকাশে সুযোগ তৈরি করে দেয়।

2) আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন:-

2.1) প্রয়োজন সম্পর্ক নির্ধারণ:-

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের ধারায় সেমিস্টারে Skill Enhancement course (SEC) - এ প্রত্যেক ছাত্রকে এই অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ যেমনই সম্ভব যেমন সেই সমাজের বসবাসকারী ব্যক্তিদের তাৎপর্য থাকে। এই সমাজিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং এই সমাজে কোন ব্যক্তি দায়দায়িত্ব বিষয়াবলীর মধ্যে এই সমাজে আমাদের বিভাগের ধারা-ধারণা, শিক্ষার্থীর মতামত ও কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে সংযুক্ত প্রয়োজন প্রথমে শুরু সমাজ সম্পর্কিত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

2.2) মুক্তাগাছিনিবাস সংক্রান্ত আলোচনা :

2.2.1) কংসাবতী প্রসঙ্গ :

1956 সালে, প্রকাশিত হয়েছিল 12 কিলোমিটার দীর্ঘ মুক্তাগাছিনিবাস এলাকার জলনিকাশি প্রকল্প সম্পর্কিত। এই জল প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত জলনিকাশ কুমারী নদী ও. বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল। ঝাঁকুড়া, মুক্তাগাছা, পাকিমেঘদলীয় ও খুলনা জেলায় প্রায় 8টির মতো ঝাঁপিলোমিনার এলাকায় জল চাষে জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ হয়।

2.2.2) পাহাড়পুর কিংবা মন্দির :

কথিত ও ইতিহাস অনুযায়ী, সেই সময় কংসাবতী জলনিকাশ নির্মাণের কারণে প্রায় 157 টি গ্রামের বাসিন্দাদের বিভিন্ন মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তেমনই স্থানে হয়েছিল ঝাঁঝি নির্মাণের কাজ। তখন সেই সময় মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে আসে কিছু সংস্কৃতির বহু নিদর্শন। তেমনই দ্বিতীয় মুহূর্তের মাটির ঝাঁঝিটি মুক্তাগাছি জমিদারির রহস্যময় দিনে দুটো বেরিয়ে। এই দিনের তখনই হয়েছে পাহাড়পুর কিংবা মন্দির। মাটি খননের সময় যে কিছু নিদর্শনগুলি বেরিয়ে আসে তার কয়েকটি এই পাহাড়পুর কিংবা মন্দিরে রাখা হয়েছে। এইগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ।

2.2.3) মোহনা :

মুক্তাগাছিনিবাসের দুই তৎকালীন প্রধান দীর্ঘনদীর মিলনস্থলে হল মোহনা। এই মোহনায় যোগাযোগ হল এমনই কংসাবতী বা ঝাঁঝাই নদী এবং কুমারী নদী যারা এসেছে উত্তর দিক থেকে। সেখানে নৌকায় চেপে গিয়ে সামনে থেকে দুই নদীর মিলনস্থল দেখা যায় এবং মিলন চলছে।

2.2.4) বনদুর্গাবিহা বিমান পার্ক :

মুক্তাগাছিনিবাসের জলনিকাশ যেখানেই বন্যার প্রকোপ বিমান পার্ক। এমনকি এখন জানা হয়নি সঠিক সময়ের কিংবা হাজার বছর ও পেরিয়ে। বনদুর্গাবিহা গ্রামের জমিদারিদের হস্তান্তরিত, বাড়ির দেওয়ালের চিত্র সহ যোগাযোগ কালেক্টরিত কালে, খননকালে চলে নিয়ে যেতে কালের লাল মাটি ঘোলাটে হয়ে। তেমন জমিদারিদের সময়ে বেলা মাঝামাঝি - কালেক্টর সময়ে নেই। এই সকল সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘনদীর মিলনস্থল যা তখনকার বনদুর্গাবিহা নামে ডুবলাম।

3) ভ্রমন সংক্রান্ত বিষয়ন :-

3.1) স্থান নির্বাচনের কারন :-

" বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের ও শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুটমনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারন বিদ্যমান। এই বারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সময়ের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও অনন্য, অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.2) পরিকল্পনা :-

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এর 18 জন এবং প্রোগ্রামের 9 জন সহ মোট 27 জন ছাত্র-ছাত্রী মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো 3 জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের 20 তারিখ সকাল 8 টা নাগাদ আমরা সকলে রাওনা দিই।

3.3) যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলির বিবরণ :-

বিগত জুলাই মাসের 20 তারিখ আমরা 27 জন ছাত্র-ছাত্রী ও 3 জন শিক্ষক সহ সকলে আমাদের কলেজ থেকে 35 কিলোমিটার দূরে খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হই ও সেখান থেকে ট্রেকার ভাড়া করে মুকুটমনিপুর এর উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

* খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হওয়ার চিত্র *

3.3.1 মুকুটমনিপুর শিশু উদ্যান:

খাতড়া পাম্প মোড় থেকে 27 জন ছাত্র-ছাত্রী ও 3 জন শিক্ষক সহ 30 জন ট্রেকারে আমরা রওনা দিই মুকুটমনিপুর এর উদ্দেশ্যে। পাম্পমোড় থেকে ট্রেকারে করে 30 মিনিটের রাস্তা অতিক্রম আমরা এসে পৌঁছাই মুকুটমনিপুর। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল মুকুটমনিপুর শিশু উদ্যান। সেখানে গিয়ে আমরা 150 টাকার টিকিট কেটে ঢুকে পড়ি উদ্যানের ভেতর। সেখানে কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি, সময় কাটাই সকলে মিলে। মুকুটমনিপুর জলাধার টিকে সামনে থেকে দেখি। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা আমরা রওনা দিই জল খাবারের উদ্দেশ্যে। সকলে মিলে জল খাবার খাওয়ার পর শিক্ষক মহাশয়দের নির্দেশ মতো রওনা দিই আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যের দিকে।

* মুকুটমনিপুর শিশু উদ্যান এর চিত্র *

(2)

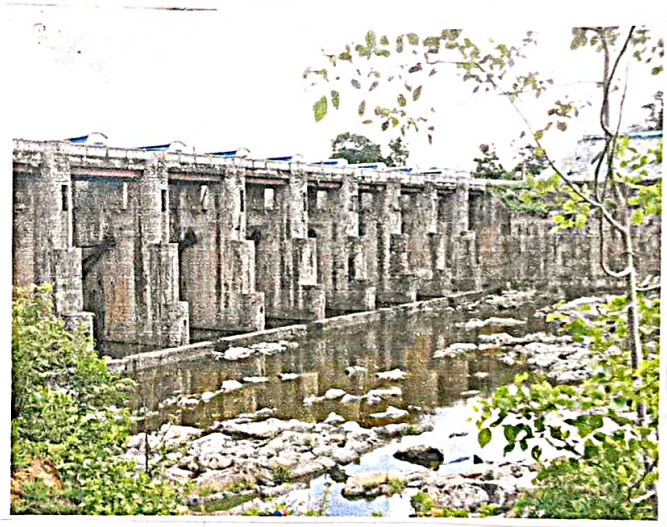

* শিশু উদ্যান থেকে দৃশ্যমান কংসাবতী বাঁধ *

(3)

3.3.2) ডিয়ার পার্ক:

আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল ডিয়ার পার্ক। শিক্ষক মহাশয়দের নির্দেশ মতো আমরা রওনা দিতে শুরু করে। আমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের 30 জনের জন্য লাঞ্চের টিকিট কেটেনি।

এবং সাথে নিয়েছিল 30টি life Jacket. এর পর আমরা লাঞ্চ করে সেই বিকেলে মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে বাস নিয়ে রওনা দিই ডিয়ার পার্ক এর উদ্দেশ্যে। জলাধারের থেকে প্রায় পৌঁছে আমরা লোকাল ভাড়া করে 30 জনের জন্য 3টি van ভাড়া করেছিলাম। এর পর মুকুটমণিপুরের পার্ক দেখার পর আমরা পৌঁছে যাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলে। এই বনভূমিতে হরিণ পার্কটি পরিবারবর্গের সহিত ভ্রমণের জন্য ও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করবেন এবং হরিণ নিশ্চিত ভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাবে। বনভূমির দিকে, এমনি একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপর তোরণ তৈরি করে রেখেছে। সেখানে গাছগুলির অদ্ভুত সবুজ সুদীর্ঘ শাখাগুলি নিচের দিকে নেমে আলো এবং ছায়ার হালকা এবং মায়ার একটি সুন্দর চিত্র তৈরি করে। প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য এটি একটি অন্যতম জায়গা। এই বনভূমিটির প্রায়টি আপনি ঘুরে দেখতে পারেন, এখানকার প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা তাদের তৈরি চিত্রগুলি আপনার মন অবশ্যই কেড়ে নেবে।

* ডিয়ার পার্ক এ একত্রিত হওয়ার চিত্র *
(4)

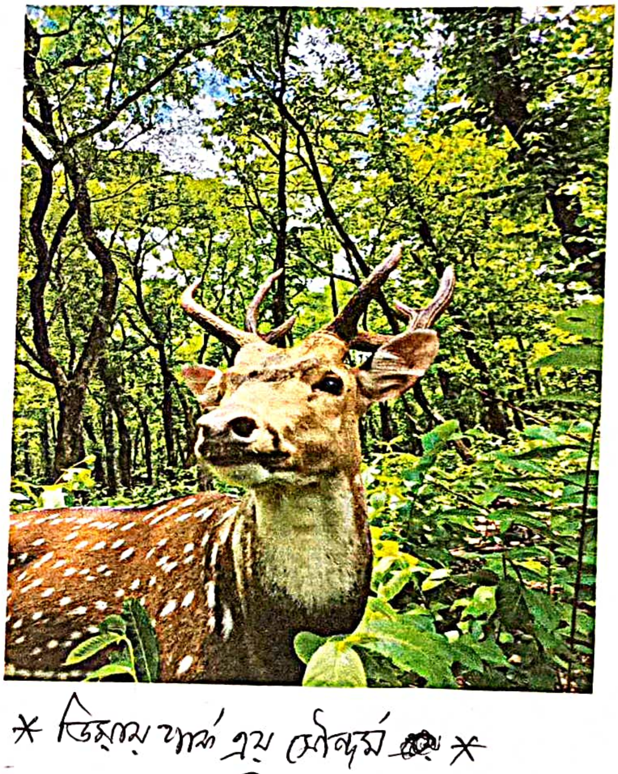

* ডিয়ার পার্ক এর সৌন্দর্য *
(5)

3.3.3) কংসাবতী বাঁধ:

ডিয়ার পার্ক থেকে ফেরার পর আমরা আমাদের দুপুরের ভোজন শেষ করে রওনা দিই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে। পরবর্তী গন্তব্যের জন্য আমরা রওনা দিই কংসাবতী বাঁধের উদ্দেশ্যে।

নন্দুয়ের মধ্যে মন্দির নির্মাণ এই মাটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই কংসাবতী মাটি, বেলেতে মাটির মিশ্রণে মাটি তৈরি হয়েছিল। এবং তাদের মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। মাটির ইতিহাস ।। জিলাপিটোর এবং তৎকালীন রাজার মুখ্যমন্ত্রী মা: বিজয় চন্দ্র হালদার মহাশয়ের নির্মিত হয়েছিল। যেখন সময় যখন মাটির তৈরি মন্দির ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল তখন তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন।

3.3.4) পাহাড়নাথ শিব মন্দির:

যেই মাটি মাটি ও তার সৌন্দর্য অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে যাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থল পাহাড়নাথ শিব মন্দিরে। এই পাহাড়নাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি বিশেষ মন্দির। পাহাড়পাদ্ধতি স্থানীয়দের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান। মাটির নির্মাণের সময় মাটি যখন কাঁচা প্রতিমাটি - তখন নির্মাণ করা হয়। এবং এটি তৈরি সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের যেখানে আনন্দ সহকারে প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দূর দেশ থেকে আসে, যে কারণে মাটি আগে তার মাটি ভালোভাবে জেন নেওয়া হয়। যত মানুষ এখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রী' উপলক্ষে উদ্‌যাপন করে। আমাদের এখানে মনোকামনা পূরণ হলে ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য হওয়া মন্দির মাটির তৈরি বিনাশ হয়ে যেতে ক্ষয়ে যায়। তেমনি মন্দিরটি যখন আমরা ভালো নেয়া যায়, মাটির এই প্রতিমাটি এটি সম্পূর্ণ দেখতে পাই কারণ তোলে এবং এটি অত্যন্ত দূরের দৃশ্য কারণ।

* জৈন মূর্তি *
⑥

* জৈন সংস্কৃতির মূর্তি *
⑦

* পাহাড়নাথ শিব মন্দির *
⑧

3.43.5> মুসাফিয়ানা ভিউ পয়েন্ট :

পরেশনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে যেটা ছিল মুসাফিয়ানা ভিউ পয়েন্ট। এটি ও একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান এখানকার। আপনি কি কখনো চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন? মুসাফিয়ানার ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী থাকবেন আপনি। জমকালে সমুদ্র এবং কচুন জলের অপর সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নিচে বসে সময় বয়ে কচুন যেখান থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সমুদ্র রঙের অভিবাদন দেখতে পাবেন। সাথে নীল জলে আকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। এছাড়া ও ছোটো বাচ্চাদের শিক্ষণীয় বর্ণমালায় বর্ণ দেখতে বড়ো বড়ো আকারে তৈরি করা আছে যা আপনার পরিবারের ছোটোদের খুবই আনন্দ দেবে। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নিচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করাবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

* মুসাফিয়ানাতে একত্রিত হওয়ার চিত্র *

(9)

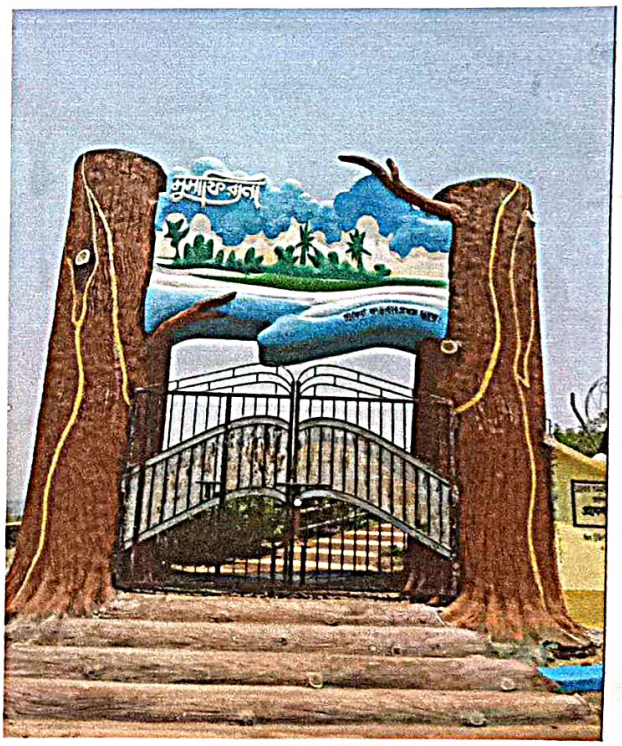

* মুসাফিয়ানা প্রবেশ দ্বার *

(10)

4) ড্রেসিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ :

4.1) সুবিধা :

i) ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করা যায়। অথবা কোনো ক্ষত হলে কিছুদিন সুস্থ থাকলে ক্ষতটি নিরাময় হয়ে যায় এবং ক্ষতটি সুস্থ হয়ে যায়। আমরাও এই ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে সেভাবেই সুস্থতা লাভ করি।

ii) ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন সাবধানতা শিখতে পারি, আমরা সচেতন হই। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষত হওয়া ক্ষত যেমন- ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষত সঠিক সময়ে সঠিক ড্রেসিং করলে ক্ষত সেরে যায়।

iii) ড্রেসিংয়ের ফলে আমরা পেশা - বিভিন্নভাবে ভাগ করতে পারি। আমরা ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট সহ বিভিন্ন ভাবে ভাগ করতে পারি যা আমাদের নিজের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করে।

iv) ড্রেসিংয়ের ফলে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা যায়। যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে এই খাতে প্রচুর টাকা ব্যয় করা সম্ভব।

4.2) অসুবিধা :

i) ড্রেসিংয়ের জন্য প্রচুর ব্যয় করতে হয়। ব্যান্ডেজ, ব্যান্ডেজ, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি আনতে হয়, আবার বিভিন্ন ড্রেসিং চাহিদা, যেমন প্রভৃতি আনতে হয়। এছাড়া ও ফার্মেসির স্থানান্তর হলে, ব্যান্ডেজ ভুলে যাওয়া (বেশি হয়)

ii) আমরা ফার্মেসির স্থান বিভিন্ন নির্জন করে রাখি যেখানে আমাদের আনন্দ ঘুরতে হয়। তাই নির্জন স্থানে ড্রেসিং না করাই ভালো। এছাড়া ও যথাসময়ে যারা ড্রেসিং করতে হয় তাদের সেই সময়ে ড্রেসিং করা হয়ে ওঠে না।

iii) আমাদের সংস্থায় যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা ড্রেসিংয়ের জন্য নেই। ডেসিংয়ের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডেজ থাকলে ড্রেসিং করা যায়। এছাড়া ও আমরা সময় প্রয়োজনীয় সময় পাই না। প্রয়োজনে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে হয়।

iv) আমরা সময়ে ড্রেসিংয়ের জন্য 15-20 দিন সময় লাগাতে পারি। এই সময় হয়তো আমরা সুস্থ হয়ে যাই কিন্তু ক্ষত সম্ভব হত। ড্রেসিংয়ের ফলে সেই সময় সুযোগ নষ্ট হয়।

5) ধর্মালোচনা :-

5.1) ভূপ্রকৃতি :-

বর্ধমান ভূমিভাগ, ঘন অরণ্য, স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন লতাগুল্মাদি আছে, নদী, জলপ্রপাত ও দেখতে পাওয়া। বর্ধমান জেলায় কোনো অঞ্চলে পাহাড় ও পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। যদি ও পর্বতমালাকে সাধারণ ভাবে পশ্চিমাঞ্চল বলা হয়ে থাকে। এই সব পাহাড়ী এলাকায় জনবসতি খুবই কম। এই সব পাহাড় ও অঞ্চলে যেমন - জয়পুর, রামকালীপুর, কাড়া পাহাড় ইত্যাদি ছাড়া প্রায় সমস্ত অঞ্চলই ঘন জনবসতি পূর্ণ।

5.2) নদ-নদী :-

বর্ধমান জেলার প্রধান নদীগুলি হল দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কুনোর ও কংসাবতী। এই নদীগুলি বছরের প্রায় সমস্ত সময় জল দিয়ে থাকে। অবশ্য - পশ্চিমের দিকের দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ প্রায় শুকিয়ে যায়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য সময় এই নদীগুলিতে খুব কম জল থাকে। তেমন বর্ষার সময় ছোট নৌকা চলাচল করতে দেখা যায়। কিন্তু ফাল্গুন সময় এলে আবার বেশির ভাগ সময় এবং প্রায় সারা বছর নদী শুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণ বালির চর। এই ধরনের নদীর সংখ্যা ও কুনোর নদীর সংখ্যা বেশি। 1956 এই মধ্যে।

5.3) জলবায়ু :

বর্ধমান জেলার জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আদি ও স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা ও শরৎ এই চারটি ঋতুর প্রভাব এই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। শীতকাল (নভেম্বর - ফেব্রুয়ারি) গ্রীষ্মকাল (মার্চ - মে) বর্ষাকাল (জুন - সেপ্টেম্বর) ও শরৎকাল (অক্টোবর - নভেম্বর) এই চারটি ঋতু এই জেলায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 44° - 45°C ও সর্বনিম্ন 15°C তাপমাত্রা হয়। এবং শীতকালে সর্বোচ্চ 32° - 33°C ও সর্বনিম্ন 7° - 8°C তাপমাত্রা হয়।

6) উপসংহার :

—*—

এই প্রবন্ধে স্থানীয় জীবনের একদিন কাটিয়ে বিদেশি আমরা কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তুলে ধরেছি। বিদেশি দেশের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলে বোঝানোর নয়। মুক্তমনিস্কতার এই অভিজ্ঞতা, বন্ধুত্বের জীবন মৈত্রীর ক্ষেত্রে এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলি দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অন্যরকম ভালোবাসায় ভরে উঠেছিল।

এমনকি ওনারা আমাদের ঘুরতে যাওয়ার ও ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবন ও প্রকৃতির এমনি সমন্বয় আমাদের কিছু এই সফরের কাল আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষকরা যেভাবে আমাদের ভালোবাসা দিলেন, সুন্দর যেভাবে আমাদের সাথে এতদিন শিক্ষকদের ব্যবহার করেছেন তা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল লেখা থাকবে।

7) তথ্যসূত্র :

1) শিক্ষকমহাশয় :-

এই প্রতিবেদনটি রচনার ক্ষেত্রে আমাদের বিভাগের শিক্ষকমহাশয়রা আমাদের তথ্যসূত্র ও ধারণা দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

2) স্থানীয় বাসিন্দা :

আমরা যাদের সে সময়ে স্থানে যোগাযোগ করেছি সেই সময়ে স্থানের বাসিন্দা যেমন আমাদের আমাদের স্থানীয় তথ্য দিয়েছি। শিক্ষক মহাশয়দের কাছে শুনে ও আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

3) বই ও ইন্টারনেট :

এছাড়াও আমরা আমাদের আমাদের তথ্য ও ঘুরতে তথ্য বই ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি। যেমন —

i) agomonibanta.com (ii) quora.com (iii) https://bankura.gov.in/bn/tourist-place

iv) wikipedia (v)

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLAGE AT RANIBANDH

UNDER
BANKURA UNIVERSITY

Course Title – Project work (Educational Tour)
Course Code – AH/EDN/405/SEC–2B

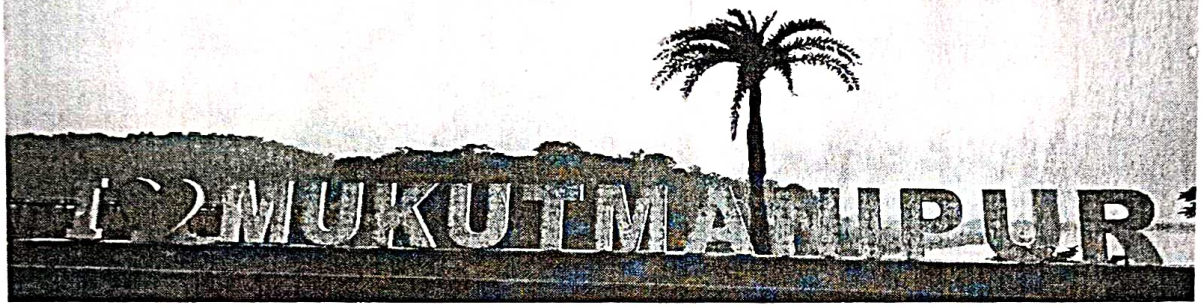

The Educational Ture Was Conducted And This Reported Was Prepared And Submitted For The Partial Fulfillment Of The Syllabus Of 4th Semester.

By - Renuka Roy

UID :- 21231102016 Reg no - 06852

Session - 2022 - 2023

কৃতজ্ঞতার স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুকান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থ প্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সঞ্জু দাস মহাশয় কে যারা উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কার্যকারি প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রজেক্টের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বহু মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে

Renuka Roy

Govt. General Degree College
Ranibandh

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
1)	ভূমিকা	1
2)	শিক্ষামূলক ভ্রমন	2
3)	শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য	2
4)	শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য	3
5)	আমাদের শিক্ষা মূলক ভ্রমন	3
6)	মুকুটমনিপুর	4
7)	ভ্রমন বৃত্তান্ত	5
8)	স্থান নির্বাচন	5
9)	যাতায়াতের ভ্রমন পরিকল্পনা	6
10)	পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন	8
11)	আয়-ব্যয়ের ও উপসংহার	11

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা

১। ভূমিকা:

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল থেকে মালয় সাগরে অনেক সুরোজি আমি।

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা হওয়া নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন দুর মাধ্যমে প্রকৃত ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর প্রথমই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমন থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা,

Govt. General Degree College Rambha

২.১ শিক্ষামূলক ভ্রমণ :

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরণের জন্যে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে। আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্য যে ভ্রমণ সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

২.২ শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন :

ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমণ আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমণ অনেক কিছু শিখায় রয়েছে। আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক পুস্তিগত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখন্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণ। জানুন পৃথিবী কেবলমাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতায় কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নীচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে, তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ এর বিকল্প নেই।

২.৩ শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। কোন কোনমাত্র ভ্রমণের শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক পরিচিতি

Govt. General Degree College Kanthi

এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।

ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্য দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

2.1 শিক্ষামূলক ভ্রমনের তাৎপর্য:

আমাদের এই বাদরের শিক্ষামূলক ভ্রমন সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ হিসেবে ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমনের বাহ্যিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১) একটি শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রকৃতপক্ষে ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্ব প্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

২) প্রকৃতপক্ষে ছাত্রের অর্থ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক দিকনির্দেশ নির্নয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩) শিক্ষার্থী প্রকৃতি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা দেখে তা শিক্ষাপ্রাঙ্গনে পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা থেকে কি দেখতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি; জলবায়ু, পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমন থেকে লব্ধ উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

2.2 আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমন:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC) এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক হয় অন্যতম অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমন। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর আর্থিক বিষয় তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে, তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের জীব দাদাদের

Govt. General Degree College * Ranibandh *

২.২ মুকুটমনিপুর

এটি একটি আদর্শ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা যেখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধটি মুকুট বা "মুকুট" এর মতো রহস্যময় টিলা দ্বারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত; এটি সবুজ রঙের মোড়কযুক্ত "রাঙ্গামাটি" এর নেকলেস আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত। নীল জলের নির্মল প্রকৃতি এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যে ধন, মুকুটমনিপুর বাঁধটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভিড় এবং বানিজ্যকীকরন থেকে দূরে মুকুটমনিপুরের একটি অংশ এখনও উপজাতীয় সাংস্কৃতির গন্ধে বাস করে এবং পর্যটকদের দর্শনীয় দর্শনীয় এটি ফটোগ্রাফির জন্য স্বপ্নের গন্তব্য হিসাবেও বিবেচিত হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাঁকুড়ার রানী' আপনার কস্তু সময়সূচী একঘেয়ামী ভাঙার জন্য আপনাকে ছুটির এক নিখুঁত সময় অফার করছে। আপনি যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন তবে আপনার জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য। এটি বাজি যে আপনি দুর্দান্ত ফ্রেমগুলি ক্যাপচার থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারবেন না।

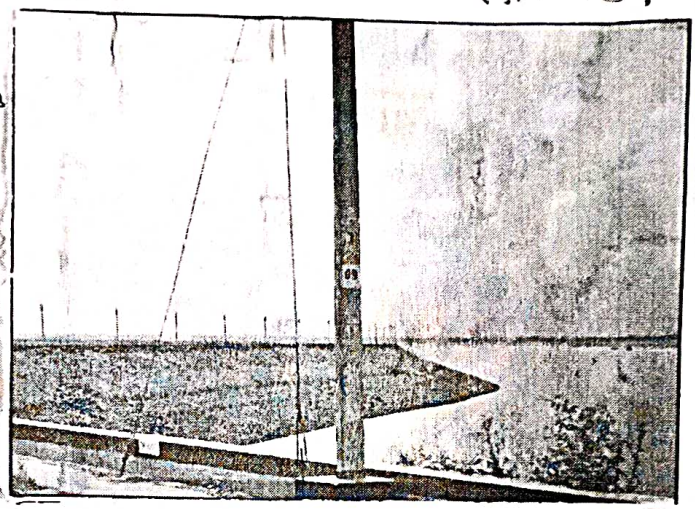

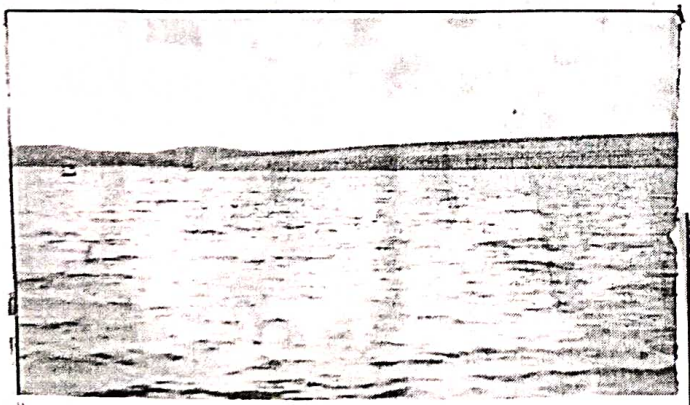

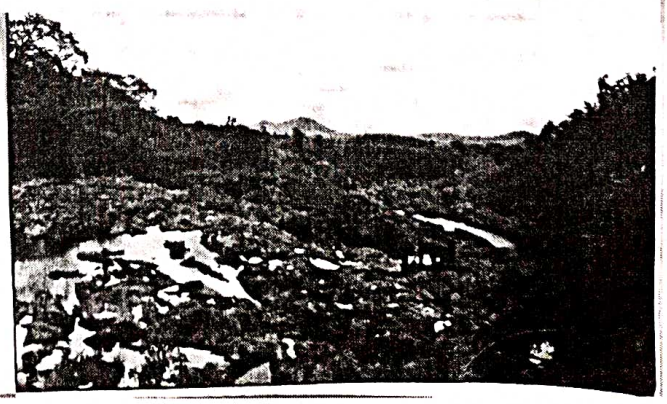

বিষয়ের মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁড়ুজ্যে কেলায় প্রথমে একটি ভ্রমণ স্থান মুক্তাঙ্গনিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ডঃ স্মিথ স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩। ভ্রমন বৃত্তান্ত

৩.১ স্থান নির্বাচনের কারণ

" বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

মুক্তাঙ্গনিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য নির্বাচন করার পেছনে কিছু কারণ বর্তমান। এইবারের শিক্ষামূলক ভ্রমনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের কথা। শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয়ের জন্য সস্তায় স্থানটির বহুমুখী যুক্ত থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুক্তাঙ্গনিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকেও অন্য অন্যদিকে হুগলিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় কুটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে যুক্তি পূর্ণ করেছে। দিগন্তীন উন্নয়নের ধারণাকে চালু করা এবং স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার দিকে এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

এছাড়া ও এই জেলার নীচু দাবদাহ ভূরাজস্বী ভ্রমনের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে।

Govt. General Degree College Ranibundh

৩.২ যাত্রা পথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অর্নাস এর ১৮ জন এবং প্রোগ্রামের ৯ জন সহ মোট ২৭ জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের ১৯ তারিখ রাতে।

২০ জুলাই সকাল ৮টা নাগাদ আমরা সকলে খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্য রওনা দিই। মুকুটমনিপুর পৌঁছে প্রথমে আমরা টিফিন করার জন্য হোটেলে যাই তারপর টিফিন সেরে, চিলড্রেন পার্কে উপস্থিত হই, পার্কে ঘোরাঘুরি করে ছবি তোলা সেরে আমরা ডিয়ার পার্কে যাওয়ার জন্য নৌকা করে আমরা সবাই ড্যামের এই প্রান্ত থেকে অপর

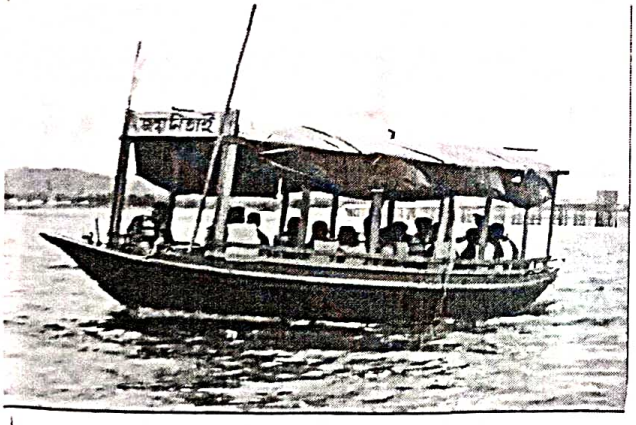

ডিয়ার পার্ক অনেকটা দূর তাই ইঞ্জিন ভ্যান ভাড়া করে আমরা ডিয়ার পার্কে যাই। পৌঁছে আমরা হরিণ দেখতে পায় তাকে ঘাস, বিস্কুট খেতে দিই, ছবি তোলা হয়, কিছুক্ষন ঘোরাঘুরির পর আবার আমরা নৌকায় ~~আবার জলের এ প্রান্তে~~ সেই জায়গার পাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাই গিয়ে দেখি ছোট ছোট ভাই বোনেরা নিজের নিজের ক্লাসে বসে ক্লাস করছে।

Govt. General Degree College * Ranibandh *

বিদ্যালয়ে কিছুক্ষন সময় কাটানোর পর। আমরা সবাই মিলে ছবি তুলি তার পর সেখানকার শিক্ষক / শিক্ষকার সাথে কথাবার্তা বলি, সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবেই ভালো। পরিবেশটা খুবেই ভালো। তার পর আমরা আবার বেরিয়ে পরি ভ্যানে করে ড্যামের ধারে এসে নৌকা করে

ওই প্রান্তে পৌঁছায়। এসে দুপুরে ভাত খাই হোটেলে তার পর কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়ার পর সবাই বেরিয়ে পরি টাকারে করে পরেশনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পরেশনাথ মন্দির দর্শন করে আমরা মুসাফিরানায় এসে পৌঁছায় তার পর সেখানে কিছুক্ষন সময় কাটায়, ছবি তোলা হয় তার পর সর্বশেষে মুসাফিরান থেকে খাতরা পাম্প মোড়ে এসে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনটি সমাপ্ত করি।

Govt. General Degree College * Ranibandh *

৪. মুসাফিরানা ভিউপয়েন্ট
৪.১

আপনি কি কখনও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন? মুসাফিরানার ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর মুনরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং করুন জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করতে বাধ্য করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী / স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবেদের সাথে উচ্চমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের অভিবাদন পাবেন সাথে নীল জল আকাশের ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। বিস্তীর্ণ জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপর ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

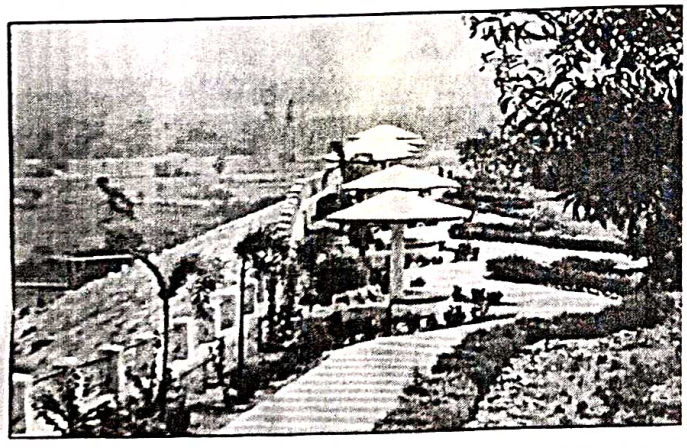

Govt. General Degree College * Ranibandh *

৪.২ পরেশনাথ শিব মন্দির

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মানের সময়, পৃথিবী খনন করে প্রতিমা-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি সেখান অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু

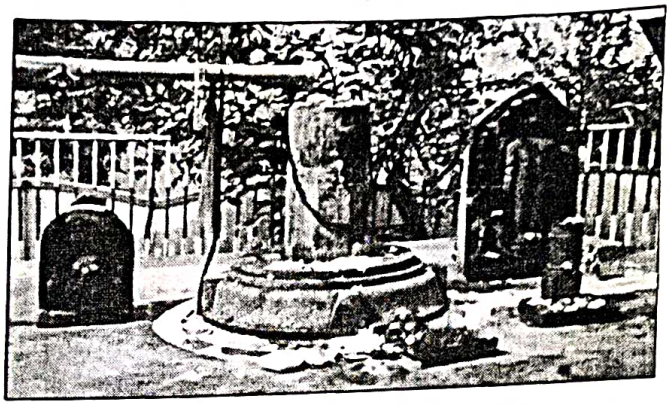

মানুষ এখানে আসেন 'মহা শিবরাত্রি উৎসব' উদযাপন করতে। আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে, বাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ন দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। কমলা রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসার দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

Govt. General Degree College

৪.৩ ডিয়ার পার্ক

বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্কটি পরিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিন নিশ্চিতভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরন তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ

সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ছাউনি দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হালকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে।

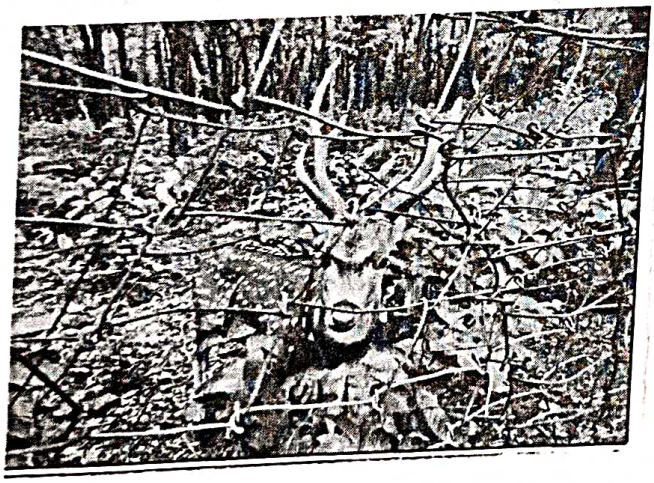

বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং পুরোপুরি উপভোগ করুন। বনপুকুরিয়া গ্রামে ঘুরে দেখুন এবং ~~উপজাতিদের~~ উপজাতিদের কুঁড়ে ঘরে তাদের তৈরী চিত্রগুলি দেখুন।

Govt. General Degree College Ramhanda

৫ সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা ছিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমনের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা অভূতপূর্ব ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। মুকুটমনিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীব বৈচিত্র্যের শোভা এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল।

এখানেই আমি জলপথেও ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ন অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমন আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

Ext
K.N.M
31.07.23

Education Field Trip to Mukutmanipur, Bankura, West Bengal, India 20.07.2023

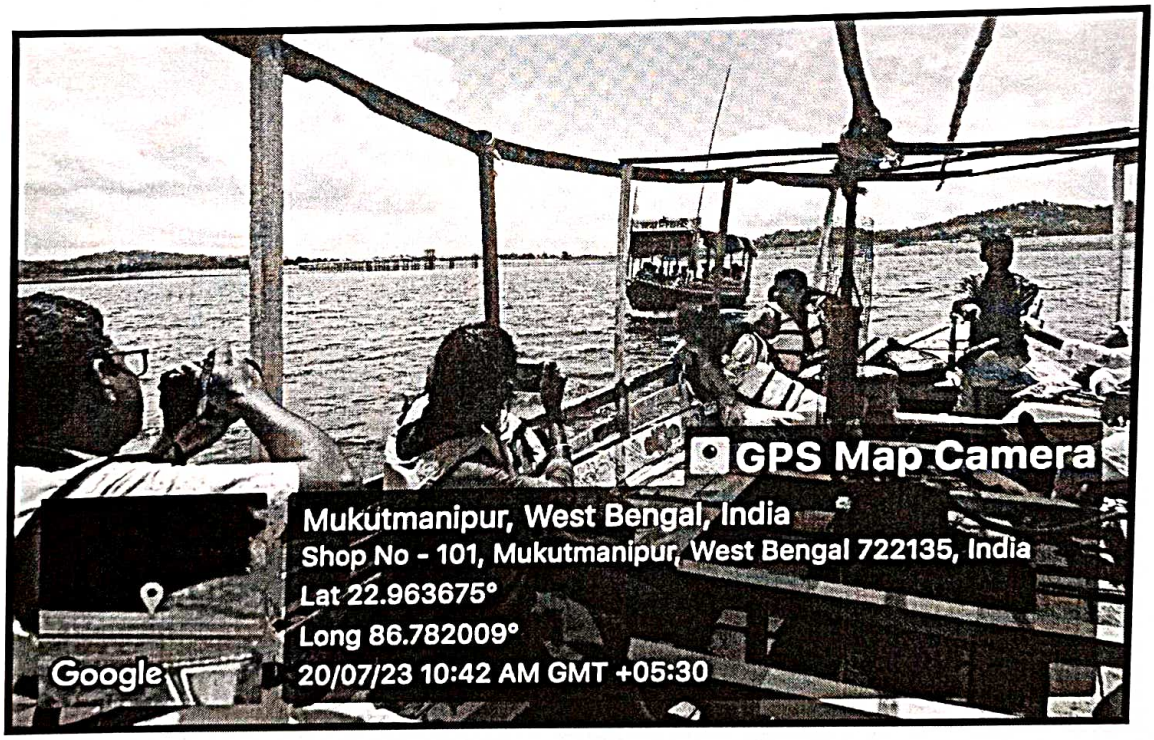

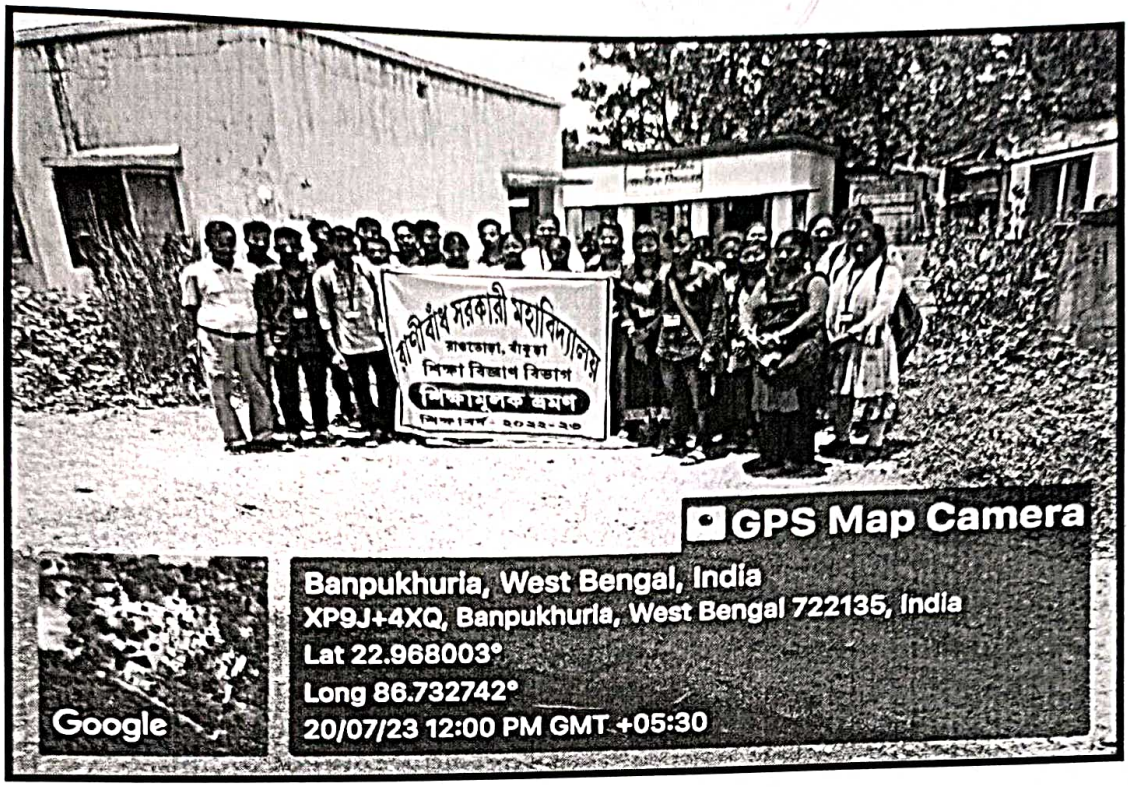
বাঁকীবাঁধ সরকারী মহাবিদ্যালয়
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষামূলক ভ্রমণ
GPS Map Camera
Banpukhuria, West Bengal, India
XP9J+4XQ, Banpukhuria, West Bengal 722135, India
Lat 22.968003°
Long 86.732742°
20/07/23 12:00 PM GMT +05:30
Google

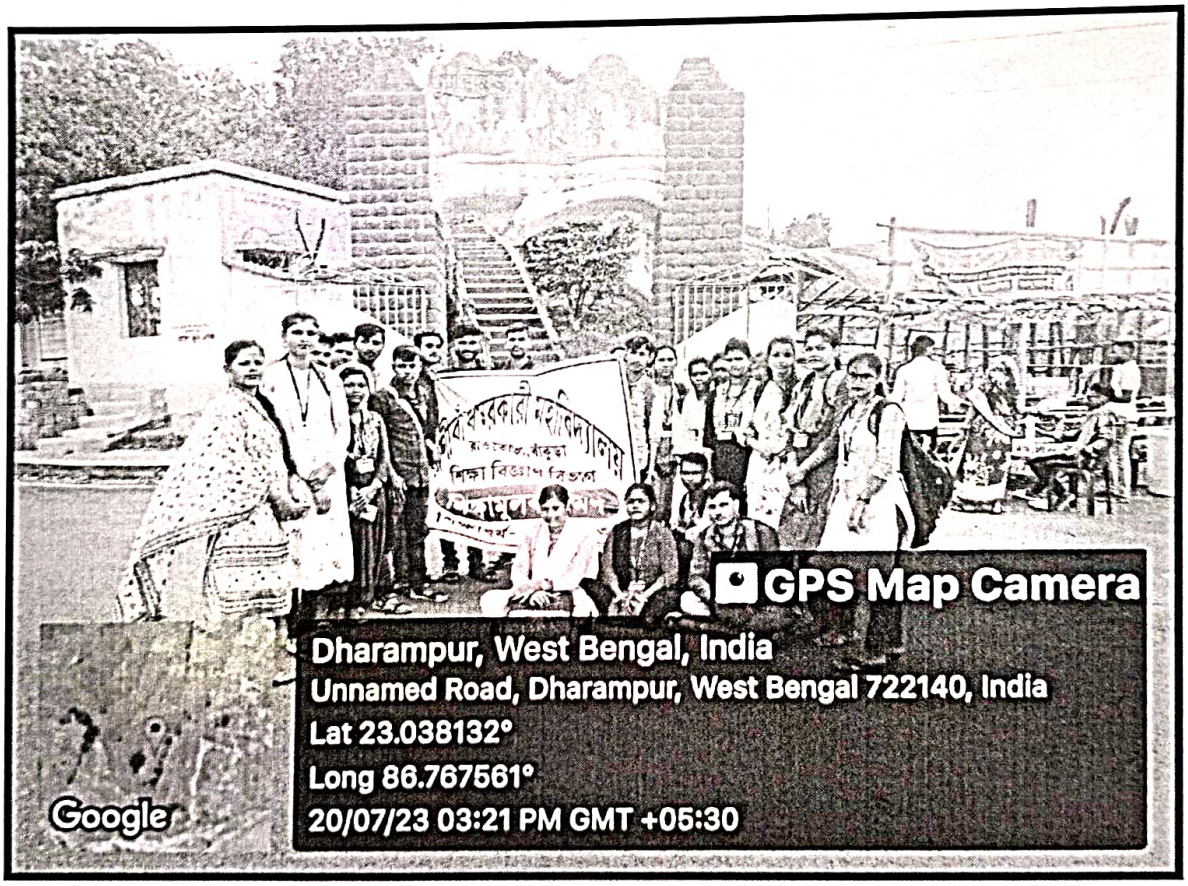
GPS Map Camera
Dharampur, West Bengal, India
Unnamed Road, Dharampur, West Bengal 722140, India
Lat 23.038132°
Long 86.767561°
20/07/23 03:21 PM GMT +05:30
Google